Over 100,000 copies sold!

পবিত্র বাইবেল জানার উপায়

লেখক: টি. নরটন স্ট্রিট

অনুবাদক: সামসুল আলম পলাশ

ইন্টারনেট সংস্করণ

T. Norton Sterrett
& Richard L. Schultz

পবিত্র বাইবেল জানার উপায়

লেখক: টি. নরটন স্ট্রিট

অনুবাদক: সামসুল আলম পলাশ

অনলাইন সংস্করণ

উৎসর্গ

"ভারতে আমার সহকর্মীদের ও বন্ধুদের প্রতি
যাদের সংগে
ও
যাদের কাছ থেকে
ঈশ্বরের বাক্যের মূল্যবান সত্য
আমি শিক্ষা করেছি।"

পুস্তকটির মধ্যে যেসব বিষয়সমূহের অবতারণা করা হয়েছেঃ

এক. মৌলিক বিষয় সমূহ

১ ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে

২ কে পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারে?

৩ সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব

৪ যে বিন্দু থেকে অগ্রসর হবেন

৫ সঠিক টুলস্ ব্যবহার করা

৬ কেমন করে অগ্রসর হবেন

দুই. সাধারণ নীতি সমূহ

৭ পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

৮ শব্দগুলো বুঝতে পারার সঠিক জ্ঞান

৯ ব্যাকরণ উপলব্দি করা

১০ লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করা

১১ পটভূমি অধ্যয়ন করা

১২ পবিত্র শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা

তিন. বিশেষ নীতি সমূহ

১৩ বাক্যালঙ্কার

১৪ সংকেত, প্রতীক সমূহ

১৫ আদর্শ বা নমুনা

১৬ দৃষ্টান্ত ও রূপক

১৭ হিব্রু বাগ্‌ধারা

১৮ হিব্রু কবিতা

১৯ ভবিষ্যদ্বাণী

২০ মতবাদ

২১ পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

চার. ব্যক্তিগত আবেদন

২২ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দেওয়া

ভূমিকা

মনে করুন আপনার একজন বন্ধু আপনাকে একটি চিঠি লিখল, যেখানে লেখা আছে, "সাধারণভাবে, শারিরীক গুণবিশেষণের ভিত্তিতে সাইকাইক প্রোপারটিস্ সংজ্ঞায়িত করার আশা করাটা অর্থহীন এবং তাত্ত্বিকদের পরিচিতি যা কারে থাকে তা এখনও তারা ধারণ করছে, মানে, এটা একটা আংশিক আবিস্কার যার সি-ষ্টেইট এবং বি-প্রোসেসেস একই ধরনের।" আপনি যদি আমার মতই একজন হয়ে থাকেন তবে এই চিঠি পাঠ করে আপনি কোন তথ্যই লাভ করতে পারবেন না।

আবার ধরুন, একটি চিঠিতে লেখা আছে, "লাব্বাইকা, ঈশ্বরহোমা লাব্বাইকা।" এখান থেকেও আপনি কোন তথ্য পাবেন না।

আবার মনে করুন, আপনার একজন বন্ধু লিখলেন, "কালোর মধ্যে কালো, একটি ছোট্ট উঁচু হবে এক, দুই, তিন এবং বাজারের বাইরে।" এখানেও কিন্তু কোন তথ্য পাওয়া যাবে না।

এই তিনটি বাক্যে হয়তো যোগাযোগ করবার জন্য কোন বক্তব্য আছে, কিন্তু আপনার কাছে অর্থবহ হবার জন্য কোন শব্দবলি নেই, কারণ আপনি এর কোন অর্থ খুঁজে পান নি। প্রথম দুইটি বাক্য সমূহে যে শব্দবলি ব্যবহার করা হয়েছে তা হয়তো আপনি জানেন যদিও প্রথম বাক্যে কিছু অজানা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাহোক, প্রথম বাক্যটি হয়তো জ্ঞানের কোন শাখা হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে আপনি কখনও অধ্যয়ন করেন নি। এই বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি হতে হয়তো আপনাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন। দ্বিতীয়টি বাক্যটি অন্য একটি ভাষায় লেখা, তাই তা বুঝতে গেলে আপনাকে সেই ভাষা জানতে হবে, বা একজন অনুবাদককে খুঁজতে হবে যে আপনাকে তা অনুবাদ করে দিতে পারে। তৃতীয় বাক্যটিতে একেবারেই সাধারণ শব্দবলি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু যদি এতে কোন অর্থ থেকে থাকে তবে তা লুকানো ও গোপন রয়েছে। তা হতে পারে কোন জাদুবিদ্যার সংগে সম্পর্কীত বা কোন মন্ত্রতন্ত্রের সংগে যুক্ত কোন শব্দাবলি, যা কেবল মাত্র কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝা যেতে পারে।

অনেক লোক, এমন কি অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পবিত্র বাইবেলকে কিছুক্ষণ আগে আপনার পাঠ করা ঐ তিনটি বাক্যের মতই মনে করে। তারা মনে করে, এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা, আমাদের জানা শব্দ দিয়েই তা লেখা হয়েছে, কিন্তু এর ভিতরে যে অর্থ রয়েছে তা সাধারণ ভাবে পরিস্কার নয়। সুতরাং তারা বলে, আপনার একজন বিশেষজ্ঞ দরকার তা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য– একজন পালক, বা পবিত্র বাইবেলের কোন আলেম। অথবা এর উপরে আপনাকে কোন দীর্ঘ কোর্স অধ্যয়ন করা প্রয়োজন যা আপনাকে তার অর্থ বুঝতে সমর্থ করে তোলবে। পবিত্র বাইবেলে লুকানো অর্থ আছে এবং তা পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণীত লেখা। হতে পারে তা আপনি বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে সমর্থ হবেন।

যদি পবিত্র বাইবেলকে আপনি এভাবেই দেখে থাকেন তবে আপনি তা অবশ্যই অধ্যয়ন করবেন না। তাই আপনি হয়তো সকালে বা কোন একটি নিরব সময়ে কোন একটি ছোট্ট অংশ পাঠ করবেন এবং যেসব বিষয় আপনি বুঝতে পারেন না তা বাদ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবেন। আপনি হয়তো এর চেয়ে বেশী অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন না, কারণ হয়তো দীর্ঘ কোন কোর্স করার সময় আপনার হাতে নেই। আপনি হয়তো ভাববেন ছোট কোন কোর্স করলেও শাস্ত্র বু-ঝবার ক্ষেত্রে আপনার কোন লাভ হবে না। সুতরাং আপনার জন্য ঈশ্বরের বাক্য অজানাই রয়ে যাবে– এটা এমন একটা কিছু যার কোন অর্থ আপনি বুঝতে পারেন না বলেই মনে করবেন।

যদি ঈশ্বরের বাক্যের অবস্থা তা-ই হয় তবে কি এর কোন অর্থ হয়? কেন ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে এএভাবে কথা বলেছেন যা বেশীরভাগ লোক তা বুঝতে পারে না? এর উত্তর হল তিনি আসলে তা করেন নি। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ অবশ্যই পবিত্র বাইবেলের অর্থ বুঝতে পারে। কোন বিশেষজ্ঞ লোকের দরকার নেই তা আপনাকে বুঝিয়ে বলার জন্য, বা কোন দীর্ঘ কোর্স করার প্রয়োজন নেই, বা কোন অদ্ভূত ও জাদুকরী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার জন্য।

আসলে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারেন। এটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনি কি বাক্য শিক্ষা করতে চান? শিক্ষা করার কতটুকু আগ্রহ আপনার আছে? পবিত্র বাইবেল শিক্ষা করার জন্য অগ্রসর হবার আগে আপনাকে এর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। যদি আপনি পবিত্র বাইবেল শিক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন, তবে আপনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে রাখুন। যেমন ধরুন প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে এবং আপনি প্রার্থনাপূর্বক পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করুন। তখন সদাপ্রভুই আপনাকে তাঁর বাক্য শিক্ষা দেবেন। তখন এই বইটি আপনাকে শাস্ত্র শিক্ষা করার একটি প্রাক্‌টিক্যাল পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারে। কেমন করে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে হয় তা জানার জন্য এই বইটি আপনার জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে।

এই বইটি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: ব্যাখ্যা কাকে বলে, কেন তা প্রয়োজন, একজন ব্যাখ্যাকারী হতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, কি কি টুলস্ আপনি চাইবেন এবং কেমন করে আপনি এই কাজ করবেন। দ্বিতীয় ভাগে পবিত্র বাইবেলের ভাষা ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু সাধারণ নীতিমালা, সমস্ত রকম ভাষার জন্য আমরা যেসব নীতি প্রয়োগ করি (যেমন প্রসংগের প্রতি মনোযোগী হওয়া), ইত্যাদি। তৃতীয় ভাগে বিশেষ ধরণের ভাষা প্রয়োগ করার জন্য যে সমস্ত নীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, যেমন দৃষ্টান্ত, বাক্যালঙ্কার, এবং ভবিষ্যদ্বাণী, ইত্যাদি। চতুর্থ ভাগ হল পবিত্র বাইবেলকে কিভাবে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারি– আমরা কিভাবে জানি ঈশ্বর ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কাছে কি বলতে চান এবং এ ব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত।

এক.

মৌলিক বিবেচনা সমূহ

১

ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে

পবিত্র বাইবেল হল ঈশ্বর রাব্বুল আলামীনের বাক্য। একজন খ্রীষ্টিয় হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর এই আশ্চর্য দান আমাদেরকে সম্পদ হিসাবে রক্ষা করতে, শিক্ষা করতে, উপলব্দি করতে ও পালন করতে উপহার হিসাবে দান করেছেন। কিন্তু যদি আমরা পবিত্র বাইবেলকে বন্ধ করে রাখি ও তা লুকিয়ে রাখি, বা তাতে কি লেখা আছে যদি আমরা তা না বুঝতে পারি, তবে আমরা এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি না। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সকলের জন্য। এটি আমাদের দৈনন্দিন আহারের মত।

কোন খাবার খাওয়ানো আসলে কোকাকলা পান করানোর চেয়েও বেশী কিছু। কোন লোককে প্রস্তুত করা খাবার খেতে হলে তাকে তা প্রায়ই শক্তভাবে কামড় দিয়ে ও চিবিয়ে খাওয়া দরকার। ঠিক এমনি ভাবে ঈশ্বরের বাক্য খাওয়ার জন্য গভীরভাবে তা অধ্যয়ন করা, পর্যবেক্ষণ করা, চিন্তা করা, ও কাজ করা প্রয়োজন। আমরা শুধু সপ্তাহে একবার রবিবার মণ্ডলীর উপাসনার সময়কে আত্মিক খাবারের জন্য সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারি না। যদি কোন লোক ঈশ্বরর বাক্যের উপরে কাজ করে থাকেন তার থেকে একটু খাবার নিয়ে খাওয়া, একটু শক্ত খাবার বা একটু নরম খাবার বা পুষ্টিকর খাবার নিয়ে খাওয়াটা আসলে যথেষ্ট নয়। এটা মাঝে মাঝে বা দ্বিতীয় লোকের মাধ্যমেও খাওয়াটাও যথেষ্ট নয়।

হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছেন কিন্তু খুব বেশী কৃতকার্য হতে পারেন নি। তাই আপনি পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন একটি নীরব সময় বেছে নিয়েছেন, প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য একটি ছোট্ট অংশ পাঠ করেন। এরপর হয়তো বুঝবার জন্য কোন কোন টীকা থেকে একটু সাহায্য নেন, দিনের জন্য একটি চিন্তা গ্রহণ করেন এবং ছোট্ট করে একটু প্রার্থনা করেন। পড়বার সময়ে আপনি সেই সমস্ত জায়গাগুলোর খোঁজ করেন যেখানে প্রতিজ্ঞা বা আদেশ রয়েছে কিন্তু যা কিছু কঠিন তা পাঠ না করে আপনি এড়িয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে আপনি অতৃপ্তই থেকে যান এবং ভাবেন যে ঈশ্বর হয়তো আপনার কাছ থেকে আরও বেশী কিছু চান যেন আপনি পবিত্র বাইবেল থেকে তা পেতে পারেন।

আপনি ঠিকই ভেবেছেন। ঈশ্বর আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা তাঁর বাক্য পাঠ করি (গীতসংহিতা ১১৯:৯,১১)। এছাড়াও, ঈশ্বর বলেছেন যে, আমরা তাঁর বাক্য পাঠ করে তা বুঝতে

সক্ষম। যোহন বিশ্বাসীদের কাছে লিখেছেন, “কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে অভিষেক পেয়েছ, অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পেয়েছ। তিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন। এজন্য অন্য কারও শিক্ষার তোমাদের দরকার নেই। সমস্ত বিষয়ে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি সত্য, মিথ্যা নন। সেইজন্যই যেভাবে তিনি তোমাদের খ্রীষ্টের মধ্যে থাকতে শিক্ষা দেন সেভাবেই খ্রীষ্টের মধ্যে থাক।” (১ যোহন ২:২৭)। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা তাঁর শিক্ষক হিসাবে আছেন (দেখুন ২০ পদ)। যেহেতু আপনার কাছে স্বর্গীয় শিক্ষক রয়েছেন তাই আপনি সদাপ্রভুর প্রকাশিত সত্য বুঝতে সক্ষম।

এর মানে এই নয় যে, আমি কোন কাজ না করলেও ঈশ্বর আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, ঈশ্বর পাখীদেরও আহার যুগিয়ে থাকেন। তবুও পাখীদের কষ্ট করেই খাবার যোগাড় করতে হয়। ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি তাঁর বাক্য আমাদের খাওয়াবেন। আমাদের কাজ হল সেই বাক্য অধ্যয়ন করা। খাবার সেখানে আছে এবং আমাদের সেখান থেকে নিয়ে ভক্ষণ করতে হবে। খ্রীষ্টিয় জীবনে এটি একটি খুব বড় আশীর্বাদ।

মানুষ শিক্ষক

কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঈশ্বর কি মণ্ডলীর জন্য শিক্ষক প্রেরণ করেন নি যারা অন্যান্য খ্রীষ্টয়ানদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিয়ে বলবেন?

হ্যাঁ, পবিত্র বাইবেলে পরিস্কার ভাবেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর কোন কোন লোককে শিক্ষা দেবার দান দিয়েছেন (১ করিন্থীয় ১২:২৮; ইফি ৪:১১)। আবার যোহনের মধ্যে এই কথাও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীকে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এর মানে এই নয় যে, আমরা কিছু জানি না বা যাদের ঈশ্বর মণ্ডলীতে শিক্ষা দেবার জন্য রেখেছেন আমরা সেই শিক্ষকদের অবজ্ঞা করব। আমরা নিজেরা অবশ্য সব কিছু বুঝতে পারি না। আমাদের অবশ্যই অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বর এমন সব লোকদের মণ্ডলীতে রাখেন যারা পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে পারেন। আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ও প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে থাকতে হবে। তবুও, তাদের শিক্ষা আমরা অন্ধভাবে গ্রহণ করব না। বিরয়ার যিহূদীদের প্রশংসা করা হয়েছিল কারণ তারা শুধু পৌলের শিক্ষা শুধু গ্রহণ করত তা নয় কিন্তু তারা তা সত্যি কিনা তা পবিত্র শাস্ত্র খুঁজে দেখত (প্রেরিত্ ১৭:১১)।

বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টিয় যুবকদের উচিত বয়স্ক খ্রীষ্টয়ানদের সংগে পরামর্শ করা যারা ঈশ্বরের বাক্য আরও বেশী জানেন এবং তাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। যদি আপনি পবিত্র বাইবেলের কোন অংশ পাঠ করেন এবং অনুভব করেন যে, আপনি কোন নতুন সত্য আবিস্কার করেছেন,

ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে

সেই বিষয় নিয়ে আপনি আপনার চেয়ে যারা বিশ্বাসে আরও পরিপক্ক তাদের সংগে কথা বলুন। নতুন ধারণা সব সময়ই যে ভাল তা নয়, যদিও তা প্রার্থনা ও অধ্যয়নের ফলে আপনার মনে এসেছে। পরিপক্ক বিশ্বাসীর সংগে তা শেয়ার করার পর সেই অংশটুকু আবার অধ্যয়ন করুন এবং সে আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছে সেই ভাবে বুঝতে চেষ্ট করুন।

পবিত্র আত্মার শিক্ষা

ঈশ্বর মানুষকে শিক্ষক হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তিনি আমাদের প্রার্থনাপূর্বক অধ্যয়নও ব্যবহার করেন। কিন্তু আমরা একাই ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারব এই কথা আশা করতে পারি না। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা অবশ্যই আমাদের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। যীশু খ্রীষ্ট নিজে বলেছেন, "কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন" এবং "তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন" (যোহন ১৬:১৩; ১৪:২৬)। ঈশ্বর যিনি পবিত্র শাস্ত্র লিখতে অনুপ্রাণীত করেছেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের পরিচালনা করবেন যেন আমরা এর অর্থ কি তা বুঝতে পারি। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন ও শিক্ষা করার বিষয়ে কি সুন্দর উৎসাহ আমাদের দান করা হয়েছে!

সমস্ত খ্রীষ্টয়ানদের জন্যই এটি একটি আশীর্বাদযুক্ত সত্য: ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করার জন্য; আমাদের অন্তর তাঁর থাকবার জায়গা (১ করিন্থীয় ৬:১৯)। একটি প্রধান বিষয় হল এই যে, পবিত্র আত্মা পবিত্র শাস্ত্র বুঝবার জন্য আমাদের অন্তর আলোকিত করেন। তাঁর শিক্ষা দেবার পরিচর্যা যখন আমরা স্বীকার করি, আমরা তখন পবিত্র শাস্ত্রে গভীর ভাবে ডুব দেবার জন্য নিজেদের গভীর ভাবে প্রস্তুত করি!

পবিত্র বাইবেলের জ্ঞানের প্রতি দুইটি ভুল দৃষ্টিভংগির বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের পাহারা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত: আমরা অবশ্যই নিজেদের উপর এমন আত্মবিশ্বাস রাখব না যে, আমাদের মন পবিত্র বাইবেলের সত্য কোন সাহায্যকারী ছাড়াই উপলব্দি করতে পারে, আমাদের কঠিন পরিশ্রম বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের জ্ঞান দান করে অথবা আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে যা জানি তাই হল শেষ কথা। আমাদের নম্র হৃদয় প্রয়োজন। শাস্ত্র সম্পর্কে আমরা যা জানি তার জন্য সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু সংগে সংগে স্বীকার করতে হবে যে, এখনও অনেক কিছু শিক্ষা করার বাকী আছে। একজন লোককে অন্যদের চেয়ে ঈশ্বরের বাক্য অবশ্যই বেশী বেশী জানা উচিত। ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় আমাদের উপদেশের জন্য এই কথা লেখা হয়েছে, "যে কিছু জানে বলে মনে করে, সে যেভাবে জানা উচিত সেভাবে এখনও জানে না" (১ করিন্থীয় ৮:২)। পৌল কিন্তু কোন অংক বা বিজ্ঞানের বিষয়ে বলে নি কিন্তু যে জিনিষ ঈশ্বরের অধিকারে আছে সেই বিষয়েই কথা বলেছেন। পবিত্র বাইবেলের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের মৃত্যুজনক অহংকার

করার কোন ভিত্তি নেই। দ্বিতীয়ত: ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই কথা মনে করে আস্থা হারানো কোন প্রয়োজন নেই যে, তিনি আমাদের জ্ঞান দিতে পারেন না। কোন রকম অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছাড়াই আমরা পবিত্র আত্মার দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যদি অহংকার মৃত্যুজনক হয়ে থাকে তবে অবিশ্বাসও মৃত্যুজনক। ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য চিন্তা করুন! এই যে মহান সুযোগ আমাদের জন্য আছে তা কোন ভাবেই হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়।

তবুও কোন কোন খ্রীষ্টিয় এই সুযোগ থেকে কোন ভুল উপসংহার টানতে পারে। তারা ভাবতে পারে যে, যদি পবিত্র আত্মা আমাদের শিক্ষক হয়ে থাকেন তবে আমাদের পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা বলে যে, আমাদের শুধু যা করতে হবে তা হল নম্র মনে হাঁটু পেতে প্রার্থনা করতে হবে ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে হবে এবং সদাপ্রভুকে আহ্বান করতে হবে আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য। এরপর যে চিন্তা ও চেতনা আসবে তা হবে ঈশ্বর থেকে। তাদের মতে এটাই হল এর অর্থ যে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের ভোজন করতে হবে। অধ্যবাসয় সহকারে শিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা স্বীকার করি যে, প্রার্থনাপূর্বক অবশ্যই পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে। পবিত্র আত্মা এর মধ্য দিয়ে কি শিক্ষা দিতে চান তা অবশ্যই খুঁজতে হবে এবং আমরা জানি যে, আমাদের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর আমাদের বুঝবার জ্ঞান দান করে থাকেন কিন্তু পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন কর-ার প্রয়োজন নেই এই রকম উপসংহার টানা খুবই ভুল। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পাথর থেকে পানি দিয়েছিলেন যখন মোশি সেখানে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিলেন কিন্তু এটা ছিল একটি ব্যতিক্রম। অব্রাহাম ও যাকোব অনেক পরিশ্রম করে গভীর কুপ খনন করেছিলেন যেন তাঁরা পানি পেতে পারেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পানি এসেছিল তা ছিল তাঁদের প্রার্থনার ফল কিন্তু তার জন্য তাঁরা গভীর পরিশ্রম করেছিল। প্রকৃতিগত ভাবেই আমাদের ভাব আছে পরিশ্রম না করার জন্য এবং কঠিন চিন্তা অনেক সময় আমাদের প্রতারণা করে।

ঈশ্বর আমাদের দুই ভাবেই– প্রাকৃতিক ও অতি প্রাকৃতিক ভাবে দান করতে পারেন। তিনি আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে বুঝতে পারি, তিনি চান যেন আমরা বুঝবার সেই জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ করি ও তা ব্যবহার করি। আমাদের মনকে আমাদের খনন করতে হবে (১ পিতর ১:১৩) এবং আমাদের মানুষিক সামর্থ দিয়ে সদাপ্রভুকে প্রেম করতে হবে (মথি ২২:৩৭)।

পর্যাপ্ত কিন্তু নিঁখুত ভাবে জানা নয়

আমরা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারি এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমরা এর সব অর্থই বুঝতে পারি; ব্যাখ্যার সব সমস্যার সমাধান করতে পরি ও আমাদের যত প্রশ্ন আছে তার সব উত্তর দিতে পারি। কোন কিছুর সঠিক অর্থ হয়তো এখনও গোপন আছে। এমন কি, যেসব পন্ডিতগণ হিব্রু ও গ্রীক ভাষা ভালভাবে জানেন, সংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানেন, তারাও প্রকৃত পক্ষে

ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে

কোন কোন পদের ভাল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পারেন না। উদাহারণ স্বরূপ, "মৃতদের উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম" নেওয়ার অনেক ব্যাখ্যা আছে (১ করিন্থীয় ১৫:২৯), কিন্তু পবিত্র বাইবেলের কোন ছাত্রই বুঝতে পারেন না এর অর্থ কি। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বন্দি আত্মাদের কাছে গিয়ে প্রচার করার বিষয়টি হল (১ পিতর ৩:১৯) আরেকটি কঠিন বিষয় আর এর অর্থের বিষয়ে পন্ডিতগণ একমত নন।

কিন্তু এতে আমাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানাবার জন্য আমরা পর্যাপ্ত জ্ঞান পেতে পারি ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারি। আমাদের জন্য ঈশ্বরের যা আছে তা পাবার জন্য আমাদের অবশ্যই পশ্চাদধাবন করতে হবে। যখন আমরা নিশ্চিত নই মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার অর্থ কি, তখন আমরা ধারনা করতে পারি যে, পৌলের পাঠক করিন্থের লোকেরা আসলে তা জানত এর অর্থ কি। এর অর্থ যা-ই হোক না কেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়া ব্যতিরেকে এর কোন অর্থই অনুভূত হতে পারে না। এটাই এই পদের অর্থ: এটা আরেকটা প্রমাণ পুনরুত্থানের। আর এটাই আমাদের জানা প্রয়োজন।

ঈশ্বর আমাদের উৎসাহিত করছেন তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করার জন্য, প্রতিজ্ঞা করেছেন ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার সামর্থ দিবেন এবং পবিত্র বাইবেলের আত্মিক নূর আমাদের সংগে সহভাগিতা করবেন। কিন্তু তিনি আমাদের বলেন নি যে, এই জ্ঞান আমাদের কাছে সহজেই আসবে। যদি আমরা যত্নবান না হই, তবে হয়তো আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার চিন্তা করব না। কিন্তু যদি আমরা যত্নবান হই তবে সামনে আমাদের জন্য অনেক আশীর্বাদ অপেক্ষা করে রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যের সত্য ছাড়া এমন অন্য কোন মহামূল্যবান জিনিষ এই পৃথিবীতে নেই, তাই বেশী বেশী করে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জানতে হবে।

আমাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে সত্য লাভ করি এবং লেখক বা বক্তাদের থেকেও যে জ্ঞান লাভ করি তাতে আমরা দ্বিগুণ লাভবান হই। আমার স্মরণে আছে, একবার একটি আনন্দের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছেল। তখন আমি একটি কঠিন পদ থেকে নতুন আলো লাভ করেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, "যারা প্রথম সারিতে আছে তাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়বে, আর যারা শেষের সারিতে আছে তাদের মধ্যে অনেকে প্রথম হবে" (মথি ১৯:৩০)। কোন সময় আমি এই পদের উপর ও এর কনটেক্সের উপরে অনেক সময় ব্যায় করেছিলাম এবং পরিশেষে বুঝবার জ্ঞান আমার হয়েছিল। শুধু মাত্র আমি যে আনন্দ লাভ করেছিলাম তা নয় কিন্তু ঈশ্বর আমাকে তিরস্কার করেছেন ও সত্যের সংগে আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের বলা দৃষ্টান্তে শেষের শ্রমিক প্রথম হয়েছে এবং প্রথম শ্রমিক তার মনোভাবে জন্য পিছনে পরেছে। এটা নির্ভর করেছে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ তাকে পরিচালিত করে কি না তার উপর। এই বিষয়ের উপরে আমি যে কাজ করেছি তা সত্যি একটি মূল্যবান কাজ হয়েছে।

ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে

সুতরাং আপনি যদি পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে আকাংখা করে থাকেন, তবে তা পাঠ করতে থাকুন। প্রথম ৬টি অধ্যায় (১ম ভাগে) এর মধ্য দিয়ে আপনাকে এএভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে আপনার পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নে প্রভাব বিস্তার করে। তারপর থেকে পবিত্র বাইবেলের সাধারণ নীতি নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (২য় ভাগে), এরপর নির্দিষ্ট বিষয়ে (৩য় ভাগে) এরপরে এর বিশেষ আবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে (৫ম ভাগে)।

২

কে পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারে?

প্রত্যেকেই যে পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করতে পারে তা নয়। এর প্রধান সত্য হল আত্মিক, সুতরাং আত্মিক ভাবে যিনি উপযুক্ত তিনিই এর অর্থ বুঝতে পারেন। ঈশ্বরের বাক্য তাদের জন্য যারা পড়ে ও তা শুনতে ইচ্ছুক।

প্রত্যেক সত্যিকার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরই কিছু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে। অন্যেরা হয়তো সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই যোগ্যতা ছাড়া তারা পবিত্র বাইবেলকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারবে না। আসুন, দেখি এই যোগ্যতার বিষয়ে কি কি বলা হয়েছে।

১. একটি নতুন হৃদয় (১ করিন্থীয় ২:১৪)। পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যাকারক অব্যই একজন নতুন জন্মপ্রাপ্ত লোক হবেন। পবিত্র বাইবেলের বার্তা হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়। সুতরাং, একজন যে এই সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করে সে অবশ্যই ঈশ্বর যা বলেছেন তার অনেক কিছু মিস্ করবে। সে হয়তো অনেক ঘটনা জানতে পারবে ও ভাষার যে টেকনিক্যাল বিষয় আছে তা আবিস্কার করতে পারবে। যদি সে একজন পন্ডিত ব্যক্তি হয় সে হয়তো পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পারে– এর ইতিহাস, এর লোকজন, এবং এমন কি, এর কিছু কিছু শিক্ষার বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কিন্তু যে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন আত্মিক জীবন গ্রহণ করে নি, পবিত্র বাইবেলের প্রয়োজনীয় বার্তা বুঝবার জন্য যে যোগ্যতা থাকা দরকার তা তার নেই।

২. একটি ক্ষুদিত হৃদয় (১ পিতর ২:২)। পবিত্র বাইবেলের জ্ঞান কোন সাময়িক আগ্রহ বা মাঝে মধ্যে পাঠ করার মধ্য দিয়ে আসে না। এটা এমন কোন মুক্তার মত নয় যে, আপনি সাগরের পার দিয়ে হাঁটবেন ও যখন খুশি সেখান থেকে একটা তুলে নেবেন। বরং, তা যেন মূল্যবান হিরার মত যা কয়লার খনিতে থাকে আর আপনি তখনই তা পেতে পারেন যখন আপনি তা পেতে ইচ্ছা পোষন করেন। আপনার এই রকম ইচ্ছা পোষণ তখনই আসে যখন আপনি ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যকে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

কে পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারে?

ভাবুন, একজন বিশ্বাসীর কথা, যার সদাপ্রভুকে জানার জন্য কিছুটা আগ্রহ আছে ও তাঁর বাক্য পাঠ করার তিনি জন্য সিদ্ধান্ত নেন। একদিন সকালে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে উঠলেন, কফি খেয়ে তারপর অধ্যয়ন করার জন্য বসলেন। সদাপ্রভুকে সাহায্য করতে বলার পর তিনি পবিত্র বাইবেল পড়তে শুরু করলেন কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তিনি আবার ঘুম অনুভব করলেন। তিনি এখনও কোন আশ্চর্য সত্য বা "কোন আশীর্বাদ" লাভ করেন নি, তাই তিনি ক্লান্ত ও আ-শাহত হলেন। তিনি হয়তো আবার বিছানায় ঘুমাতে যাবেন নয়তো বা অন্য কিছু করবেন, যেমন খবরের কাগজ, রেডিও শোনা, বা অন্য কোন বই পড়া। নয়তো বা তিনি কোন ব্যাখ্যা পুস্তক বা নোট পাঠ করবেন যেন তিনি কোন আত্মিক চিন্তা খুঁজে পান।

এই বিশ্বাসীর কি সদাপ্রভুকে জানার জন্য কোন ক্ষুধা আছে? যদি তার তা থেকেই থাকে, তবে তা সহজেই নিবারিত হতে পারে। মনে হয় তার অন্যান্য কোন আগ্রহের বিষয় আছে যাতে সে পবিত্র বাইবেল বন্ধ করে রাখতে পারে। তিনি হয়তো নিজেকে বোকা বানিয়ে বলতে পারেন, "আমি পাঠ করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি না।" প্রকৃতপক্ষে সে ততটুকই পাঠ করেছে যতটুক সে চেয়েছে ও পড়ার চেষ্টা করেছে। যখন সে দেখেছে যে, বুঝবার জন্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন তখনই সে তা বাদ দিয়েছে। এটা কোন সত্যিকার ক্ষুধা নয়, যা তাকে অগ্রসর হতে বাধ্য করবে। একজন সত্যিকার ক্ষুধিত হৃদয়ের লোক ছাড়া আপনি কখনও পবিত্র বাইবেল শিক্ষা করতে পারেন না।

৩. একটি বাধ্য হৃদয় (গীতসংহিতা ১১৯:৯৮-১০০)। সত্যিকার অর্থে পবিত্র বাইবেলকে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর তাঁর যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার বাধ্য হতে ইচ্ছুক থাকতে হবে। পবিত্র বাইবেল তার কাছ থেকে একটি সাড়া দাবী করে মাত্র এর এনালাইসিস করা নয়। যদি আমরা কাজ করতে না চাই তবে আমরা পূর্ণ সত্যে পৌঁছাতে পারি না। একটি অবাধ্য হৃদয় মানে হল সেখানে বুঝবার হৃদয় বন্ধ। একটি বাধ্য হৃদয় শাস্ত্রের অর্থ খুঁজে পায় ও অর্থ লাভ করার পথ তার কাছে খোলা থাকে।

ঈশ্বর এই রকম মনোভাবের হৃদয় দাবী করেন, আমরা কত নিঁখুত ভাবে কাজ করেছি তার তালিকা চান না। তিনি তাঁর বাক্য থেকে আমাদের নির্দেশ দেবার আগে যতক্ষণ না আমরা কিছু সময়ের জন্য নিঁখুতভাবে তাঁর পশ্চাৎধাবন করি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন না। না, তিনি আমাদের হৃদয় দেখেন এবং জানতে পারেন আমাদের হৃদয় তা গ্রহণ করবে কি না। যদি তা করে, তখন তিনি আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন।

শিক্ষা করা ও বাধ্য হওয়া এ দুটি বিষয় ধাপে ধাপে এক সংগে যায়। যদি ঈশ্বর আমাকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেন তখন আমাকে তা পালন করতে হয়। তখন আমি সদাপ্রভুর কাছে আশা করতে পারি যে, তিনি আমাকে আরও শিক্ষা দান করবেন। যদি আমি তা মান্য করতে অস্বীকার করি তখন আমি আশা করতে পারি না যে, আমি ঈশ্বরের জ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকব। আমি অনেক

ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারি, কিন্তু প্রয়োজনীয় আত্মিক সত্য সবসময়ই আমার কাছে লুকানো থাকবে। হতে পারে আমি অনেক ভাত ও তরকারী খেতে পারি কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমার স্বাস্থ্যের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপে বাধ্যতা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্ধিত হওয়া অসম্ভব।

৪ একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ হৃদয় (মথি ৭:৭)। একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ হৃদয়বান লোক কিছু শুরু করে এবং তা করতে থাকে, যদিও তা কঠিন হয়। কোন বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে গিয়ে সে অন্যান্য কিছু করা যদি বাদ দেওয়া দরকার হয় তবে তা বাদ দিয়ে থাকে। যদি তার দীর্ঘ সময় দরকার হয়ে থাকে ঐ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তবুও সে সেই কাজ করা থেকে তার মনযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দেবে না, কারণ সে জানে যে, ঐ কাজ করা তার জন্য সঠিক। পবিত্র বাইবেল শিক্ষা কর-ার জন্য এই রকম হৃদয়ের প্রয়োজন হয়।

আমরা যখন শৃঙ্খলার কথা বলি তখন সেটা আসলে আত্ম-শৃঙ্খলার কথা। কোন লোক এই কথা বলে আমাকে বাধ্য করবে না যে, আমার পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখব পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন খুবই মজার, এমন কি, রোমাঞ্চকর কিন্তু তা সব সময় নয়। কোন কোন দিন হয়তো আমাদের জানবার পিপাসা আমাদের উত্তেজিত করে তুলবে কিন্তু অন্য দিন হয়তো তা করবে না। তবুও যদি আমরা আমাদের নিজেদের শৃঙ্খলার মধ্য রাখি তবে নিজেদের চাপের মধ্য রাখব, কারণ আমরা জানি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এবং সেখানে তাড়াতাড়ি ও সহজে পৌঁছানো যাবে না।

অনেক খ্রীষ্টিয়ান পবিত্র বাইবেল কোর্স করতে শুরু করে। তারা একটি কোর্স করে, দুইটি বা তিনটি পাঠ সমাপ্ত করে, এবং দেখে যে এতে সময় লাগে ও অন্য কিছুর করার সময় নিয়ে নেয় এবং সব সময় তা রোমঞ্চকর মনে হয় না। ফলে তারা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করা থেকে ফিরে যায়। যদি আমাদের পথও সেরকম হয় তবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে চাওয়া দরকার নেই বা কোন অধ্যয়ন প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার কোন মানে নেই। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "খোঁজ কর পাবে" কিন্তু আপনি হঠাৎ করেই বা হঠাৎ কোন কারণেই তা পেয়ে যাবেন বলে মনে করবেন না।

৫. শিক্ষা গ্রহণ করার হৃদয় (যিশাইয় ৫০:৪)। শিক্ষণীয় হৃদয় সবসময়ই শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। তা কখনও বলে না "এখন আমি যথেষ্ঠ জানি" বরং সে জানে আরও অনেক কিছু বুঝবার আছে, জানবার আছে এবং যে কোন সময়ে আগ্রহ ভরে ও নম্র মনে নতুন নতুন সত্য বিষয় আবিস্কার করে।

এছাড়াও, সে অন্যদের কাছ থেকেও জ্ঞান লাভ করতে চায়। হয়তো বা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হই বা ভাবি, আমরা নিজেরাই শিক্ষা করব কিন্তু অন্য ভাই বোন দ্বারাও আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি বিশেষ ভাবে যদি সেই ভাই সঠিক হয়ে থাকে ও আমি ভুল চিন্তা করে থাকি? এই রকম পরীক্ষা দ্বারা আমরা আমাদের শিক্ষণীয় হৃদয়কে প্রকাশ করি।

কে পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারে?

আমাদের প্রত্যেকেরই পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণা আছে, মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে ও অনেক প্যাসেজের বা অংশের অর্থ আমরা জানি। কোথা থেকে আমরা এই ধারনা পেয়েছি? যেসব বিষয় সম্বন্ধে আমরা শুনেছি, যে সমস্ত বই আমরা পড়েছি, বেশীর ভাগ ধারণাই সেখান থেকে এসেছে। এছাড়া, অন্যান্যদের চিন্তা থেকেও আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি। কোন কোন দৃঢ় বিশ্বাস হয়তো বা ঠিক আবার কোন কোন দৃঢ় বিশ্বাস হয়তো বা ভুল বা আংশিক ভাবে সঠিক। আমরা কি এই কথা বলতে ইচ্ছুক, "আমি হয়তো বা ভুল"? যদি তা না হয় তবে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণীয় নয়। এটি এখনও প্রভুর নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত নয়, যদিও গভীর আগ্রহ নিয়ে আমরা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করছি।

মাত্র নম্র হৃদয়ের অধিকারীদের কাছে, শিক্ষণীয় হৃদয় সম্পন্ন লোকের কাছেই ঈশ্বর তাঁর সত্য প্রকাশ করতে চান।

যদি আমরা পবিত্র বাইবেলকে বুঝতে চাই তবে এই পাঁচটি আত্মিক কোয়ালিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যত বেশী করে তা থাকবে তত আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারব। যদি আমরা এই সব কোয়ালিটি চাই তবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের তা চাইতে হবে এবং আমরা যেমন প্রার্থনা করেছি সেই রকম মনোভাব নিয়েই পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে শুরু করতে হবে। যদি আমরা প্রার্থনা পূর্বক সঠিক মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হই তবে ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দান করবেন। তিনি অবশ্যই তা আমাদের জন্য করবেন।

৩

সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব

কিভাবে পবিত্র বাইবেলকে ব্যাখ্যা করা যায় পবিত্র বাইবেলের ছাত্ররা তার উপরে অনেক অনেক চিন্তা করেছে, অধ্যয়ন করেছে এবং লেখালেখি করেছে। এই রকম কাজ খুবই দরকারী এবং সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার।

পুস্তকে এমন অনেক পদ আছে যেটা আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। আমরা সেরকম পদগুলো একবার পড়ি, বারবার পড়ি এবং তখনও আমরা তা ভালভাবে বুঝতে পরি না। কোন কোন সময় আমরা দুই বা ততধিক অর্থ সেখানে দেখতে পাই। অনেক সময় আমরা বলি, এর অর্থ এরকম হতে পারে বা ওরকমও হতে পারে। কোন কোন সময় কোন কোন পদ এত কঠিন মনে হয় যে এর থেকে কোন সাম্ভব্য অর্থই আমরা উদ্ধার করতে পারি না। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা অনুভব করি যে, আমাদের ব্যাখ্যা করা দরকার যেন তার অর্থ পরিস্কার হয়।

দু'টি কঠিন পদ

উদাহরণস্বরূপ ভাবুন, এই বাক্যটি: "তোমরা অবিশ্বাসীদের সংগে একই জোয়ালে কাঁধ দিয়ো না। ন্যায়ের সংগে অন্যায়ের যোগ কোথায়? আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কি যোগাযোগ আছে?" (২ করিন্থীয় ৬:১৪)। এই পদের অর্থ কি? একটি জোয়লী হল একটি কাঠের জিনিষ যা দু'টি পশুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে কোন কাজ করাবার জন্য– বিশেষ করে চাষের কাজ কর-াবার জন্য। এই পদে কি এই কথা বলে যে, একজন বিশ্বাসীকে এই রকম কাঠের জোয়ালী যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নয় তার সংগে কাঁধে বহন করবে না? এর কোন অর্থ হয় না।

অথবা এটা কি একজন বিশ্বাসী ও একজন অবিশ্বাসীর বিয়ের কথা বলে? অথবা এটা কি একজন বিশ্বাসীকে অন্য একজন অবিশ্বাসীর সংগে ব্যবসার পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করতে বারণ করে? অথবা একজন বিশ্বাসীকে এমন কোন সোসাইটির সংগে যেমন রোটারী, ম্যাসন এর সংগে যুক্ত হতে নিষেধ করে যেখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকে সদস্যপদ দেওয়া হয়ে থাকে? তবে অসম

সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব

জোয়ালের অর্থ কি? কেমন করে আমরা এর অর্থ বের করতে পারি?

আল জবুরে বলা এই কথার অর্থই বা কি: "মৃতেরা তো সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না; যারা মৃত্যুর নীরবতার মধ্যে নেমে যায় তারা প্রশংসা করে না" (গীতসংহিতা ১১৫:১৭)। বিশ্বাসীরা কি মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের উপাসনা করে না? এই বাক্যে কি বলা হয়েছে সেই সম্বন্ধে কি আমরা পরিস্কার ধারণা পেতে পারি?

এই দুটি পদ এবং আরও আরও অনেক পদ আছে যাদের অর্থ ব্যাখ্যা করা দরকার কিন্তু কেমন করে আমরা এর সত্যিকার অর্থ খুঁজে পেতে পারি? একটি পদ সম্বন্ধে আমরা যখন চিন্তা করি তখন আমাদের মনে অনেক ধারণা আসতে পারে। তাই এই পদ সম্বন্ধে আপনি একটা চিন্তা করতে পারেন এবং আমি অন্যটা চিন্তা করতে পারি। আমরা কেমন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি কোনটা ঠিক? পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার এটাই বড় সমস্যা।

একে অন্যের সংগে যোগাযোগ করা

যোগাযোগ করার জন্য আমরা ভাষা ব্যবহার করি। যখন একজন লোক অন্যের সংগে যোগাযোগ করতে চায় তখন সে কথা বলে, লেখে গায় বা অভিনয় করে যেন সে তার অর্থ পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করতে পারে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে পরিশেষে যোগাযোগ করে। আমি যা কিছু বুঝাতে চাই যদি অন্য লোক তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে তবেই যোগাযোগ হল।

কিন্তু প্রায়ই আমরা একে অন্যকে ভুল বুঝি। প্রথমবার আমি একজনকে বলতে শুনেছিলাম, "তুমি আমার পা জোরে টানছ।" আমি বুঝতে পারি নি সে কি বুঝাতে চাইছে এবং এর অর্থ যা হতে পারে তা খুব ভাল ছিল না। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারি এটি ছিল একটি ফিগার অব স্পিচ বা বাক্যালঙ্কার যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে "তুমি জোক্ বা কৌতুক করছ"। সুতরাং একে অন্যকে এবং পবিত্র বাইবেলকে ভালভাবে বুঝতে গেলে ভাষা বুঝতে পারাটা খুবই জরুরী।

কিছু কিছু নীতি আছে যা আমাদের ভাষাকে বুঝতে পরিচালিত করে এবং তার অনেকগুলোই পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নে আমরা ব্যবহার করে থাকি। তবে পবিত্র বাইবেলের ভাষার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কিছু নীতি ব্যবহার করতে হয়। জ্ঞানের যে কোন শাখায়ই আমাদের তত্ত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা করতে হয় এবং পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যা করতেও একই ধরনের নীতি গ্রহণ করতে হয়। পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যার এই নীতি শিক্ষাকে বলা হয়ে থাকে হারমিউনিটিকস্। পবিত্র বাইবেলের নীতির এই ব্যবহারকে বলা হয়ে থাকে এগজেজিস বা ইন্টারপ্রিটেশন। যখন কোন লোক এই ব্যাখ্যাকে অন্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তখন তাকে বলা হয় এক্সপজিশন। এই বইয়ের মধ্যে আমরা নীতিগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব এবং কিভাবে তা ব্যবহার করা যায় তাও আমরা আলোচনা করব।

সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব

সঠিক নীতিসমূহের গুরুত্ব

ধরুন, কেউ প্রেরিত্ ১৫:২৮-২৯ পদ ও এর টীকা পাঠ করছে এবং পরিত্রাণের বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছে। এখন সে পাঠ করছে যে, মণ্ডলীর নেতারা কিছু জরুরী বিষয়ে একটি খবর পাঠাল করিন্থের একটি নতুন অযিহূদী খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কাছে যে, "আপনারা মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাবেন না, রক্ত খাবেন না, গলা টিপে মারা পশুর মাংস খাবেন না এবং কোন রকম ব্যভিচার করবেন না।" ধরুন, সেই পাঠক এখান থেকে বুঝল যে, এই সব জিনিষ থেকে পৃথক থাকলেই একজন লোক পরিত্রাণ পেতে পারে।

সে যাকোবের চিঠি থেকেও পাঠ করল, "তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কেবল মাত্র বিশ্বাসের জন্যই যে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন তা নয়, কিন্তু বিশ্বাস এবং কাজ এই দু'য়ের জন্যই ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন" (যাকোব ২:২৪)। এতে আগে সে যা পাঠ করেছিল তা তাকে আরো শক্তিশালী করল যে, সে কাজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। সুতরাং সে তার এই শিক্ষার উপরেই তার জীবন নির্মাণ করতে লাগল আর এই ভাবেই ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে ও পরিত্রাণের পথের বিষয়ে ভুল করতে লাগল। তার অনন্তের গন্তব্য স্থান নির্ভর করে পবিত্র বাইবেলের সঠিক ব্যাখ্যার উপর। যখন আমরা জানি যে, কেউ কেউ এই রকম ভুল করতে পারে, আর দুঃখের বিষয় হল, অনেকেই এই রকম ভুল করে থাকে।

সঠিকভাবে পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাখ্যা করার সঠিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। আমাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করতে বা আমরা পছন্দ করি এমন কারো মত গ্রহণ করতে আমাদের কোন অধিকার নেই। তাহলে কেমন করে আমরা সঠিক ব্যাখ্যা পেতে পারি? এর একটি পথ হল নতুন নিয়ম কিভাবে পুরাতন নিয়মের পুসস্তগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে তা অধ্যয়ন করা। অন্য আর এক ভাবে করা যায় (যেহেতু পবিত্র বাইবেল মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে) তা হল ভাষার নিয়ম অধ্যয়ন করার মাধ্যমে সাধারণ ভাবে ভাষা বুঝবার নীতি অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন একজন মানুষ বলল, "আমার বন্ধু আঘাত করেই কিছু করতে চেষ্টা করে।" সে কি বলেছে কোন কোন লোক তার কিছুই বুঝতে পারবে না। কোন কোন লোক হয়তো ভাববে সে বেইজ বল সম্বন্ধে কথা বলছে কারণ তার বর্ণনা সেই খেলার মতই। কিন্তু কোন লোককে যদি এই মাত্র বলা হয় কিভাবে তার বন্ধু সব সময়েই ব্যবসায় কিভাবে সমস্যায় পরে তার পর যদি এই রকম আঘাত করার কথা বলা হয় তবে সে বুঝতে পারবে যে, সে কোন খোলার বিষয়ে বলে নি কিন্তু সে কত সমস্যায় আছে তা বুঝাতে বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করেছে। আমরা লোকটির এই বাক্যের অর্থ বুঝতে পারি লোকটির বাকী যেসব কথা বলেছে তা থেকে। ভাষার এই নিয়মকে বলা হয় কন্টেক্স বা প্রসঙ্গ বা পূর্বসূত্র আর এটা হল পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার মূল নীতি।

সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব

পবিত্র বাইবেলের অনেক নীতিই সাধারণ ভাবে হচ্ছে ভাষা নীতি। পবিত্র বাইবেল নিজেও এরকম অনেক বিষয় প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যীশু খ্রীষ্ট ফরীশীদের খামি থেকে সাবধান হতে বলেছেন (মথি ১৬:৬-১২)। তারা এর অর্থ আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টকে ভুল বুঝেছে। সুতরাং যীশুকে এই কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হয়েছে যে, এই খামির অর্থ হচ্ছে ফরীশীদের শিক্ষা। এগুলোকেই বাক্যালঙ্কার বা উপমা বলা হয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট একই রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন যখন তিনি মন্দিরের ধ্বংসের কথা বলেছেন (যোহন ২:১৯-২২), মন্দিরের কথা বলে তিনি তাঁর নিজের দেহের কথা বুঝিয়েছেন।

এভাবে এটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীরই অধিকার আছে তার নিজের জন্য পবিত্র বাইবেলের বাক্য ব্যাখ্যা করার কিন্তু ব্যাখ্যা করার জন্য তার নিজের ব্যক্তিগত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার কোন অধিকার নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যে, গৃহের অর্থ বাজার আর যে কোন লোক যখন গৃহের কথা বলে তখন সে এর অর্থ করবে বাজারের বিষয়ে। এই রকম করলে একে অপরের সংগে ভাব বিনিময়ের বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার যে নীতি আছে সে তা ধ্বংস করে। পবিত্র আত্মা পবিত্র বাইবেলের লেখকদের অনুপ্রাণীত করেছেন মানুষের ভাষায় পবিত্র শাস্ত্র লিখবার কাজে, তাই তারা এই লিখন প্রক্রিয়ায় ভাষার নীতি ব্যবহার করেছেন। সেজন্য ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে হবে ভাষানীতির আলোকে যেমন পবিত্র বাইবেলে এই রকম নীতি প্রকাশিত হয়েছে।

৪

যে বিন্দু থেকে অগ্রসর হবেন

প্রত্যেকটি কার্যক্রমের একটি আরম্ভ থাকে। পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও সঠিক দৃষ্টিভংগি সহকারে আমরা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করি। আমি এখানে তা প্রমাণ করতে চাই না কিন্তু এখানে তা বলতে চাই।

কোন কোন লোক আমাদের বলেন যে, আমাদের তা করা উচিত নয়। তারা বলেন পবিত্র বাইবেলের কাছে আমাদের খোলা মন নিয়ে আসা উচিত, এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নয় যে, এটি ঈশ্বরের বাক্য বা এটিই সত্য। তাদের মতে আমাদের অবশ্যই অধ্যয়ন শুরু করা উচিত এবং এটা যে ঈশ্বরের বাক্য তা আমাদের কাছে প্রমাণ করতে পারে কি না তা দেখা উচিত। যদি এটা ঈশ্বরের বাক্য হয়ে থাকে তবে তা নিজেই আমাদের কাছে তা প্রমাণ করবে।

এটা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার একটি সম্ভাব্য পথ হতে পারে কিন্তু আমি এই রকম দৃষ্টিভংগি এই পুস্তকে ব্যবহার করি নি। একটি বিষয়ের জন্য মন সম্পূর্ণ খোলা রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে কেউ পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে যদি কিছু জেনে থাকে তবে তার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এই রকম দৃষ্টিভংগি খুবই বড়। তৃতীয়ত: পবিত্র বাইবেলের পণ্ডিতগণ এই দৃষ্টিভংগি ইতিমধ্যেই ব্যবহার করেছেন এবং খুব গভীরভাবে ও প্রতিযোগীতামূলক ভাবে এত সাক্ষ্য প্রামাণ রেখেছেন যা প্রমাণ করে যে পবিত্র বাইবেলের বাক্য ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

আমাদের মূল দৃঢ় বিশ্বাসগুলো

আমরা কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে শুরু করব, যা এই অধ্যয়নের ভিত্তিমূল হিসাবে কাজ করবে। প্রত্যেক প্রচারমুখী খ্রীষ্টিয় এগুলোর ব্যাপারে সম্মত হবে যে, পবিত্র বাইবেল সেই একই কথা বলে। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার এই দৃষ্টিভংগি সকলে মেনে নিতে নাও পারে, কিন্তু আমি আশা করি যে, এই রকম একটি মন সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে।

১ পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়ই) হল ঈশ্বরের বাক্য। এটি ঈশ্বর কর্তৃক অনু-প্রাণীত সেজন্য অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র থেকে তা ভিন্ন। সাধারণভাবে বলতে গেলে পবিত্র বাইবেল যা

বলে সদাপ্রভুও তা-ই বলে। সত্যিকার ভাবে পবিত্র বাইবেল বুঝতে হলে আমাদের নিশ্চিত হতে যে, এটি ঈশ্বরের বাক্য। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের সংগে কথা বলেছেন, এমন কি, আমার সংগেও। আমাদের এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানতে হবে যে, পবিত্র বাইবেলের অধিকার আছে এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কোন প্রশ্ন ছাড়াই এর উপর নির্ভর করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে এই দৃঢ় বিশ্বাস হল একটি মূল বিষয় যা আমাদের পুরো দৃষ্টিভংগিকে প্রভাবান্বিত করে। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করা মাত্র একটি টেকনিক নয়। বিশ্বাসের মনোভাব বুঝবার ক্ষেত্রে তা খুবই দরকারী। যদি এই বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ থাকে তবে পবিত্র বাইবেলে অধ্যয়ন করার আগেই এই সব বিষয় সমাধান করতে হবে। সদাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করুন যেন তিনি তাঁর সত্য প্রকাশ করেন তারপর এই বিষয়ে উপর কোন সাহায্যকারী পুস্তক থাকলে তা পাঠ করুন। আমি নিম্নলিখিত বইগুলো আপনার পড়ার জন্য প্রস্তাব করিঃ জন ওয়েনহাম লিখিত 'খ্রীষ্ট এবং পবিত্র বাইবেল' (ইন্টার ভার্সিটি প্রেস); মার্টিন লয়েড জোনস কর্তৃক লিখিত 'ক্ষমতা' (ইন্টার ভার্সিটি); ক্লার্ক পিন্নক কর্তৃক লিখিত 'পবিত্র বাইবেলের প্রকাশ' (মুডি প্রেস)।

তবে এখানে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। একজন হয়তো এই কথা চিন্তা করছে যে, পবিত্র বাইবেল এই কথা বলে কিন্তু হয়তো ঈশ্বর সেই কথা বলেন নি। অনেক লোকের অনেক বোকামী চিন্তা বা বন্য চিন্তা থাকতে পারে। আমরা মাত্র পবিত্র বাইবেলকেই ঈশ্বরের বাক্য বলে বিশ্বাস করি। এই কারণে এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সব ধারণা ঠিক বা বিশেষ কোন পদের উপরে আমাদের বিশেষ জ্ঞান সঠিক। আসলে আমাদের সঠিকভাবে ও সতর্কভাবে পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

২. অনুবাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র বাইবেল সঠিক বুঝতে পারা যায়। কোন কোন লোক মনে করে যে হিব্রু ও গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ বিশ্বাসীগণ জানেন, সেই খ্রীষ্টের সময় থেকেই লোকেরা মাত্র অনুবাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করে আসছে। এমন কি আজও, এই পৃথিবীর মাত্র কিছু সংখ্যক লোক পন্ডিতদের কাছে লেখা পড়ার সুযোগ পায় যারা মূল ভাষা ভাল করে জানেন। কমেন্ট্রারি, কনকোরডেন্স এবং অন্যান্য অধ্যয়ন সাহায্যকারী বই-পুস্তক অনেক ভাষাতেই পাওয়া যায় না বা এগুলো তৈরী করতে খুবই খরচের ব্যাপার হয়ে থাকে। ঈশ্বর কি এমন ব্যবস্থা করে থাকেন যেন বেশীর ভাগ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ তাঁর বাক্য পর্যাপ্ত ভাবে বুঝতে না পারে? অবশ্যই না। অনুবাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র বাইবেলের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এর মানে এই নয় যে, পান্ডিত্যপূর্ণ লেখা-পড়া অর্থহীন। এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। পান্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যার নানামুখি সমস্যার বিষয়ে আরও জ্ঞান ও মূল্যবান অর্ন্তদৃষ্টি আহরণ করি। কিন্তু আপনি পবিত্র বাইবেলের অনুবাদ অধ্যয়ন করতে

পারেন ও পবিত্র বাইবেলের আসল জ্ঞান এর মধ্য দিয়ে আহরণ করতে পারেন।

অবশ্য পবিত্র বাইবেল প্রথমে সেই ভাষায় লেখা হয় নি যাতে বেশীর ভাগ লোক তাদের মাতৃ ভাষায় তা পাঠ করতে পারে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অংশটুকু হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছে (একটি ছোট অংশ অরামীয় ভাষায়) এবং নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। সুতরাং যে পবিত্র বাইবেল আমরা ব্যবহার করছি তা অনুবাদ পবিত্র বাইবেল, হতে পারে তা ইংরেজী, হিন্দি, তামিল, স্পেনিস, চাইনিজ বা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। বেশীর ভাগ অনুবাদ খুবই সর্তকতার সংগে ও প্রার্থনাপূর্বক সদাপ্রভুভক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয়ে থাকে এবং এই সব অনুবাদের উপর আমাদের নির্ভরতা আছে। অনুবাদের এই রকম একটি উদাহরণ হল গ্রীক ভাষায় প্রথম অনুবাদ যা ২৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল যাকে সেপ্টুইজেন্ট অনুবাদ বলা হয়ে থাকে। নতুন নিয়মের লেখকেরা হিব্রু ভাষার পবিত্র বাইবেল ব্যবহার না করে প্রায়ই পুরাতন নিয়ম থেকে যেসব উক্তি ব্যবহার করেছেন তারা এই সেপ্টুজেন্ট অনুবাদই তার জন্য ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু উক্তি সেই একই হিব্রু ভাষার পবিত্র বাইবেল থেকে ব্যবহার করেছেন যা আজও আমাদের কাছে আছে। উদাহরণ হিসাবে মথি ১৩:১৪-১৫; লূক ৩:৪-৬; এবং রোমীয় ১৫:১২ পদগুলো দেখুন।

সমস্ত অনুবাদই খুব সতর্কতার সংগে করা হয় নি। অথবা যারা করেছেন তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস নেই যে, পবিত্র শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুপ্রাণীত। সেজন্য যে অনুবাদ আপনি ব্যবহার করছেন সেই সম্বন্ধে আপনার জানা উচিত। ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশী করে জানা উচিত কারণ অন্যান্য অনুবাদের চেয়ে ইংরেজীতে আরও অনেক বেশী অনুবাদ পাওয়া যায়।

৩. পবিত্র বাইবেল একটি সামগ্রীক বা একত্রিত করা পুস্তক। ঈশ্বরের প্রকাশের ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম একটি আর একটির বিরুদ্ধ নয়। বরং একটি আর একটির পরিপূরক– পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে এবং নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে পূর্ণতা দান করেছে।

প্রত্যাদেশের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে: পুরাতন নিয়ম আংশিক এবং নানা ভাবে তা দেওয়া হয়েছে। তবে শেষ প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে নতুন নিয়মের মধ্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে। যাহোক, খ্রীষ্ট পুরাতন নিয়মেরও কেন্দ্রবিন্দু, যদিও তাঁর ছবি সেখানে আংশিক ও খণ্ড খণ্ড। আমরা পবিত্র বাইবেলকে বুঝতে পারব যদি আমরা খ্রীষ্টকে সার্বিক ভাবে দেখি এবং তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন তা উপলব্দি করি (দেখুন ২১ অধ্যায়)।

৪. পবিত্র বাইবেল নিজেই পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যাকারী। এর মানে হল শাস্ত্রের একটি অংশ অন্য অংশকে বুঝতে সাহায্য করে। পবিত্র বাইবেলের এক অংশের সংগে অন্য অংশের তুলনা পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যার একটি মৌলিক বিষয়। কোন কিছু পরিস্কার ভাবে যেখানে বলা হয়েছে তা কঠিন অংশের কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করে। কোন কোন সময় আক্ষরিক কোন কথা অলং-

কারিক কোন কথা বুঝতে সাহায্য করে। নতুন নিয়মের ইতিহাস পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থগুলোকে প্রকাশ করেছে।

তবে এই রকম তুলনা বেশ সতর্কভাবেই করতে হবে, তা ইচ্ছামত বা মধ্যস্থতার মনোভাব নিয়ে করলে হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একজন পাঠ করল, "শেষে যীশু বললেন, 'সেভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না' " (লূক ১৪:৩৩)। এই আদেশের সংগে তুলনা করলেন, "এই কথা শুনে যীশু তাঁকে বললেন, 'এখনও একটা কাজ আপনার বাকী আছে। আপনার যা কিছু আছে বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দিন, তাহলে আপনি স্বর্গে ধন পাবেন। তারপর এসে আমার শিষ্য হন'" (লূক ১৮:২২)। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করল যদিও তার স্ত্রী ও পাঁচজন ছেলেমেয়ে আছে। এই রকম কাজ করার ফলে এখন সে আর তার পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে না এবং অন্যদের সাহায্যের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। এই লোক পবিত্র বাইবেলের এক অংশের সহিত অন্য অংশকে ভাসা ভাসাভাবে তুলনা করেছে। সে ১ করিন্থীয় ১৬:২; ১ তীমথিয় ৫:৮; ৬:১৭-১৯; এবং আন্যান্য অংশকে গণনায় ধরে নি।

পবিত্র বাইবেলের অংশগুলোকে খুবই সাবধানতার সংগে দেখতে হবে যেন তা আমাদের বুঝবার ক্ষেত্রে আলো দান করতে পারে। (দেখুন ১২ অধ্যায়)।

৫. পবিত্র বাইবেলর ভাষা প্রধানত সাধারণ মানুষের ভাষা। এক সময় ভাবা হত যে, নতুন নিয়ম যে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে তা স্বর্গীয় বা আত্মিক গ্রীক ভাষা কিন্তু পরে এই কথা জানা গেছে যে, নতুন নিয়মের ভাষা প্রথম শতাব্দীর লোকদের একেবারে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। সেই সময়কার যিহূদীদের সংস্কৃতি দ্বারা এই ভাষা প্রভাবান্বিত হয়েছে। সুতরাং নতুন নিয়মে এমন অনেক অভিব্যক্তি আছে যা যিহূদীদের কাছেও পিকিউলার (হিব্রু বাক্যালঙ্কার- যা আমরা ১৭ অধ্যায় পরীক্ষা করব)। এখানে এমন অনেক শব্দ আছে যার কতগুলো সাধারণ অর্থ আছে কিন্তু পবিত্র বাইবেলে তা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একলেসিয়া (মণ্ডলী) এবং আগাপে (প্রেম করা)। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভাষার কতগুলো বৈশিষ্ট আছে, যেমন ভবিষ্যদের কোন ঘটনার বিষয় অতীত কালের বাক্যে বলা হয়েছে যেন তা ঘটে গেছে।

যদিও পবিত্র বাইবেল লেখকগণ সাধারণ ভাষা– নাউন, ভাবর্ এবং এরকম অনেক কিছু ব্যবহার করেছেন, তবুও সেখানে আজকের মত অনেক বাক্যালঙ্কার (ফিগার অব স্পিচ) ব্যবহার করা হয়েছে। যখন আমাদের পবিত্র বাইবেল বলে গাছগুলো তাদের হাতে তালি দেয় বা পাহাড় নাচে, তখন আমাদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমরা ভাষার সেই সব উপাদান খুঁজে পাবার আশা করি যা আমরা ইতিমধ্যেই জানি এবং ভাষার সাধারণ নিয়ম আমরা সেখানে ব্যবহার করি।

৬. পবিত্র বাইবেলের বার্তার প্রতি অবশ্যই সততার, বুদ্ধির ও বাধ্যতার সংগে সাড়া দিতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের দেওয়া হয়েছে যাতে "ঈশ্বরের লোকেরা ভাল কাজের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে

দক্ষ হতে পারে” (২ তীম ৩:১৭)। শুধু টেক্‌নিক্যাল ও তত্ত্বগত ভাবে পবিত্র বাইবেল বুঝলেই হবে না। যখন কোন সত্য মনের মধ্যে পরিস্কার হয়, তখন সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। জ্ঞান ও বাধ্যতা একে অপরের কাছ থেকে পৃথক করা যায় না। আমরা শিক্ষা করি যেন আমরা তা পালন করতে পারি এবং আমরা তা যতক্ষণ না প্রয়োগ করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সত্যিকার ভাবে শিক্ষা করতে পারি না।

৭. পবিত্র বাইবেলের জ্ঞান লাভ করার জন্য পবিত্র আত্মার শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, “তিনি আমাদের পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন” (যোহন ১৬:৩১)। প্রেরিত পৌল বলেছেন আত্মিক বিষয়গুলো “আত্মিক ভাবেই বুঝতে পারা যায়।” (১ করি ২: ১৪)। পবিত্র বাইবেলের যেসব ঘটনা ও তথ্য পাওয়া যায় তা থেকেও এর সত্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পবিত্র বাইবেলের মৌলিক সত্য আত্মিক এবং সেই অর্থ লাভ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র আত্মার শিক্ষা দরকার।

উপরে এই যে সাতটি দৃঢ় বিশ্বাস বা কনভিকশন আলোচনা করা হল, আমি বিশ্বাস করি তা পবিত্র বাইবেলে বুঝবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এখন পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করতে গিয়ে আমাদের হাতে যেসব টুলস্ থাকা দরকার সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৫

সঠিক টুলস্ ব্যবহার করা

অনেক লোক মনে করেন যে, পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে পবিত্র বাইবেল রেফারেন্স বই বা পবিত্র বাইবেলের ডিক্শনারী প্রয়োজনীয় একটি টুলস্। কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সব খুবই সাহায্যকারী এবং তা পবিত্র বাইবেলের পন্ডিতদের অর্ন্তদৃষ্টি আমাদের কাছে প্রকাশ করে। কিন্তু অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশেষ ভাবে যারা খুবই দরিদ্র পরিবেশে বাস করে তারা এই সব সাহায্যকারী পুস্তক পায় না। তারা কি এই সব সাহায্যকারী পুস্তক পাবার জন্য পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকবে? যদি তাই হয়, তবে অনেকেরই হয়তো সারা জীবন ধরেই অপেক্ষা করতে হবে।

তবে এর পাশাপাশি এই কথা বলতে হয়, এই সব রেফারেন্স বই সঠিক ভাবে ব্যবহার না করলে পবিত্র বাইবেল সঠিক ভাবে বুঝবার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতিও হয়– বিশেষ ভাবে যদি তা ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পরিপূরক হিসাবে তা ব্যবহার করি। এটা যেন চষে খাবার আগেই গিলে খাওয়া বা পূর্বেই হজমকৃত খাবার খাওয়া। কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা এরকম পুস্তক থেকে অনেক সাহায্য লাভ করতে পারি। কিন্তু চিন্তা করুন, চুষে খেতে আমাদের দেহ যে সাহায্য লাভ করে, খাবারের ভাল-স্বাদ অনুভব করে তা সবই আমরা মিস্ করি। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে সাধারণ ভাবে পাঠ করা থেকে আমরা যা লাভ করে থাকি তা আমরা হারিয়ে ফেলি যখন ভাবি অন্যেরা যা শিক্ষা করেছেন তা আরও অনেক ভাল। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা করার যে আনন্দ লাভ করা যায় সেই আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

স্কফিল্ড রেফারেন্স পবিত্র বাইবেল একটি উদাহরণ যা অনেক খ্রীষ্টিয় সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করে। এই রকম টুলস্ ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক হল স্টাডি পবিত্র বাইবেল হিসাবে সেখানে অনেক ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া হয়েছে। এই সব নোট অনুপ্রাণীত কোন ঈশ্বরের বাক্যের অংশ নয় এবং অনেক পবিত্র বাইবেলের ছাত্র বিশ্বাস করে যে, সেখানে এমন অনেক আলোচনা আছে যা তাদের ভুল পথে নিয়ে যায়।

আপনার নিজের অধ্যয়নের সুযোগ যেন নষ্ট না হয়, তাই আপনি অধ্যয়ন করার সেই সব অংশের উপর কাজ করার পরে অন্য সব টুলস্ ব্যবহার করুন, আগে নয়। সেই সব টুলস্ সাহায্যকারী

বটে কারণ সেখানে এমন সব তথ্য দেওয়া হয়েছে যা মাত্র আপনি পবিত্র বাইবেল পাঠ করে লাভ করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, লোকদের ও জায়গা সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য। তারা বেশ সাহায্যকারী মতমত দিয়ে থাকে বিশেষ করে যেসব অংশ বুঝতে পারা খুবই কঠিন।

মৌলিক টুলস্

যদি আমরা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের জন্য রেফারেন্স বইকেই একটি অপরিহার্য টুলস্ বলে ধরে নিই তবে মৌলিক টুলস্ বলতে আর আমাদের দরকার কি?

১. একটি মৌলিক স্টাডি বাইবেল। এক কথায় অবশ্যই পবিত্র বাইবেল কিন্তু তা অধ্যয়নের টুলস্ নয়: এটা হল যা আমরা অধ্যয়ন করছি। যাহোক, আমরা অবশ্য অধ্যয়নের টুলস্ হিসাবে পাশাপাশি স্টাডি বাইবেলকে রাখতে পারি। ক্রস রেফারেন্স পবিত্র বাইবেলও পাওয়া, লেখার নোট সহ প্যাপার ব্যাক মোটা পবিত্র বাইবেলও পাওয়া। যদি আমরা পবিত্র বাইবেল মার্ক বা দাগ দিতে না চাই তবে হাতের কাছে নোট খাতা রাখতে পারি।

কোন অনুবাদটি সবচেয়ে ভাল? কিং জেমস্, বা অথারাইজ ভারসনস্ একটি মানসম্মত অনুবাদ যা ৩৬০ বছর যাবৎ চলে আসছে, কিন্তু আজকাল এটি বুঝতে খুবই কষ্টের ব্যাপার যেহেতু ইংরেজী ভাষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এমন অনেক শব্দ ও অভিব্যক্তি বা এক্সপ্রেশন অথারাইজড্ ভারসনে আছে যার এখন আবারও অনুবাদ করা দরকার! কোন কোন সংস্করণ অবশ্য এই সব কঠিন এক্সপ্রেশন বুঝবার জন্য নোট দিয়ে থাকে তবুও এর ভাষা এখন মনে হয় যেন বিদেশী। সুতরাং যদি আপনি অথরাইজড্ ভারসন ব্যবহার করেন, তবে ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার জন্য অযথাই অতিরিক্ত ঝামেলা হয়ে যাবে এবং আপনার একটি বর্তমানের অনুবাদ দরকার হবে এর সংগে তুলনা করার জন্য।

রিভাইজড্ ষ্ট্যান্ডার্ড ভারসনের কথা অবশ্য আপনি চিন্তা করতে পারেন। এটি অথারাইজড্ ভারসনের চেয়ে সহজবোধ্য ও বর্তমান সময়কার ভাষা। যাহোক কোন কোন খ্রীষ্টিয় অনুভব করেন যে, মূল ভাষার এটি একটি স্বাধীন অনুবাদের প্রতিবিম্ব এবং সেজন্য এটি প্রশ্ন বিদ্ধ। এক ভাবে এই সমস্যা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অথরাইজড্ ও রিভাইজড্ ভারসন পাশাপাশি রাখা উচিত। আপনার অধ্যনের জন্য যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারেন ও অন্যটির সংগে তুলনা করতে পারেন।

২. তুলনার করার জন্য পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য অনুবাদ বা ভাবধারার অনুবাদের ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে একটি বা দুইটি সাহায্যকারী অনুবাদ থাকতে পারে কিন্তু অনেক নয়। কারণ অনেক থাকলে তা আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দেবে। সব ভারসন কি এই বিষয়ে একই কথা বলে? কেন একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন? কোনটি আমি মেনে নেব? মনে হয় কোন সমস্যা সমাধানের জন্য এত

উত্তর আপনাকে পুনরায় ধাঁধায় ফেলে দেবে।

এখন অনেক নতুন অনুবাদ ও ভাবধারার অনুবাদ পাওয়া যায়, যেমন জে, বি, ফিলিপস্, টুডেইজ ইংলিস ভারসরন, লিভিং পবিত্র বাইবেল, নিউ ইংলিস পবিত্র বাইবেল, কেরী অনুবাদ, সহজ ভাষায় বাংলা বাইবেল, পবিত্র বাইবেল, ইত্যাদি। এই সবের সকলরেই কোন না কোন দুর্বলতা আছে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্য বর্তমান ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে জীবন নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। আমরা অবশ্যই তা ব্যবহার করব।

৩. ভাষার অভিধান। সকলেই তার নিজের মাতৃভাষা জানে কিন্তু নিখুঁত ভাবে জানে না। একটি অভিধান অনেক ভাবে সাহায্য করে। এই অভিধান পরিস্কার ভাবে ও সঠিক ভাবে আমাদের শব্দের অর্থ প্রকাশ করে যে শব্দের সংগে আমরা পরিচিত কিন্তু তার সঠিক অর্থ কি তা জানি না। আমরা যে শব্দের অর্থ জানি না অভিধান থেকে তা আমরা খুঁজে বের করতে পারি। অনেক সময়ই অভিধান আমাদের ভুল সংশোধন করে দেয় যখন আমরা ভাবি যে, আমরা জানি কিন্তু ভুল করে জানি।

যাহোক, একটি অভিধানের মূল্য এখানে সীমাবদ্ধ। যেহেতু এটি সাধারণত লোকেরা সাধারণ ভাবে যে শব্দ ব্যবহার করে সেভাবেই এটি কাজ করে, কিন্তু এটি সাধারণত পবিত্র বাইবেল যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করে তার একেবারে সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। যেহেতু এটি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ প্রকাশ করে মাত্র একটি শব্দের নয় তাই আপনার নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন শব্দটি দ্বারা পবিত্র বাইবেলের অর্থ প্রকাশ পায়।

আপনার পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের সময়ে আপনি অভিধান ব্যবহার করুন এবং আপনি যে শব্দের অর্থ জানেন না তা পাশ কাটিয়ে যাবেন না। আপনি যখন অধ্যয়ন করছেন তখন যদি আপনার কোন অভিধান হাতের কাছে না থাকে তখন আপনি যে শব্দ জানেন না তা লিখে রাখুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি অভিধান যোগাড় করে তা খুঁজে বের করুন। পরে অভিধানের ব্যবহার নিয়ে পরের অধ্যায়ে আমরা আরও আলোচনা করব (৮ অধ্যায়)।

৪. একটি নোট খাতা। যা লিখে রাখা দরকার তা যদি আপনি লিখে না রাখেন তবে আপনার অধ্যয়ন যা হতে পারত তা নাও হতে পারে। প্রথমত, যখন আপনি নোট করেন তখন আপনি আরও দেখতে পান এবং দ্বিতীয়ত, আপনি আরও বেশী স্মরণ করতে পারেন। কোন কোন সময় লেখালেখি বেশ কষ্টকর ও ক্লান্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু এ সময় আপনি আপনার অলসতাকে ডেকে আনবেন না।

আপনি কি নোট করবেন? প্রথমত, ঘটনা– যে শব্দগুলো বার বার ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ বা অসাধারণ বিষয়, লোক ও স্থানের কথা। এমন কি, কোন ঘটনা যদিও গুরুত্বহীন মনে হয় তবুও তা নোট করুন। পরে এর গরুত্ব আপনি দেখতে পাবেন। দ্বিতীয়ত, অন্য অংশের জন্য রেফারেন্স। আপনি যখন পাঠ করছেন, আপনি স্মরণ করুন এমন একটি পদের কথা যেখানে এই

বিষয়ের মিল আছে যা আপনি এখন পাঠ করছেন। তৃতীয়ত, যেসব প্রশ্ন আপনার মনে আসে সেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে থেমে যাবেন না, সেই সব প্রশ্ন লিখে রাখুন। চতুর্থত, এই বিষয়ে যেসব চিন্তা আসে ও ব্যাখ্যা মনে আসে তা লিখে রাখুন।

আপনার প্রথম পাঠের মধ্যে যখন আপনি পড়তে থাকেন তখন আপনার মনে যেসব প্রশ্ন আসে বা যা কিছু ভাল লাগে তা নোট করুন, যত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ধারণা আসে সবকিছু নোট করুন। হতে পারে যখন বড় একটি অংশ পাঠ করবেন তখন শেষের দিকে আর আপনার কাছে তা অর্থবহ মনে হবে না কিন্তু আপনি জানেন যে, প্রথম দিকে যা আপনি পাঠ করেছেন তা হয়তো আর আপনার মনে নেই, তা আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরে আপনি তা রিভিউ করতে পারেন যা আপনি লিখে রেখেছেন, বেছে ক্রম অনুসারে সাজাতে পারেন ও সেখান থেকে আপনি যা শিক্ষা ভাল করেছেন তা নোট করে আপনার উপসংহার লিখতে পারেন ।

অন্যান উপকরণ বা টুলস্

আমি উপরে মৌলিক টুলস্ এর কথা উল্লেখ করেছি যা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন। এখন আমি কিছু রেফারেন্স বইয়ের কথা বলব যা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য নয় কিন্তু ত বেশ সাহায্যকারী। যদি তা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন তবে আপনার অধ্যয়নে খুবই সাহায্যকারী হবে।

১. কনরডেন্স বা বিষয় সূচী। কনরডেন্সের মধ্যে কতগুলো পদের তালিকা থাকে যে তালিকায় একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রুডেন্স এর মত ছোট কনকরডেন্স যেখানে প্রধান শব্দগুলো তালিকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমস্ত শব্দের নয় কিন্তু যেসব শব্দ একশো বারের চেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব শব্দের তালিকা দেওয়া হয়েছে। একটি পরিপূর্ণ কনকরডেন্স যেমন ইয়ং এনালাইটিক্যাল কনকরডেন্স এবং স্ট্রং এক্সাজটিভ কনকরডেন্স এর মধ্যে পবিত্র বাইবেলের মধ্যে যত শব্দ আছে তার সবই এখানে তালিকা দেওয়া আছে। এই সব কনকরডেন্স অথরাইজড্ ভারসন অনুসারে দেওয়া হয়েছে। লেনসন কমপ্লিট কনকরডেন্স রিভাইজড্ স্ট্যান্ডার্ড ভারসন অনুসারে করা হয়েছে।

শব্দ অধ্যয়ন করার জন্য কনকরডেন্স খুবই সাহায্যকারী, যখন আপনি দেখতে চান শব্দটি সারা পবিত্র বাইবেলে কোথায় কোথায় ও কি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা পরে এই রকম অধ্যয়নের উপযোগীতা ও অনুপযোগীতা নিয়ে আলোচনা করব।

২. পবিত্র বাইবেল অভিধান। পবিত্র বাইবেল অভিধান শব্দগুলোর বিষয়বস্তু অনুসারে তালিকা দেয় ও ব্যাখ্যা করে। এটি একটি শব্দের সংক্ষিপ্তভাবে পবিত্র বাইবেলে যে অর্থ প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করে কিন্তু খুব বেশী একটা রেফারেন্স দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র বাইবেল বলে দেয় কতজন লোকের নাম যোহন ও তারা কে এবং কোথাকার লোক। এটি ইতিহাসের ও সংস্কৃতিগত তথ্যের পটভূমি প্রদান করে। এটি কিছু কিছু বিষয় যেমন, প্রত্নতত্ত্ব, ত্রিত্ববাদ নিয়েও আলোচনা

করে যদিও সেই শব্দ পবিত্র বাইবেলে নেই। এটি সাধারণত কোন কমেনটারীর মত কোন একটি পদের ব্যাখ্যা করে না। কনকরডেন্স যেমন কারণগত তথ্য (কোথায় সেই শব্দটি পাওয়া যায়) প্রকাশ করে আর একটি পবিত্র বাইবেল অভিধান বিষয়বস্তুর বা শব্দের বিষয়ে লেখকের মত কি ছিল কমেনটারীর মতই তা প্রকাশ করে। সবচেয়ে ভাল পবিত্র বাইবেল অভিধানের নাম হল নিউ পবিত্র বাইবেল ডিকশনারী (ইন্টারভার্সিটি প্রেস এবং এরাডম্যানস)।

৩. কমেনটারী। একটি কমেনটারী পবিত্র বাইবেলের প্রকৃত অর্থ ধারাবাহিভাবে বই, অধ্যায় ও এমন কি মাঝে মাঝে পদ অনুসারে লেখকের মতামত দিয়ে থাকে। কোন কোনটার বিস্তারিত ভাবে আবার কোন কোনটির বিষয় বেশ সংক্ষিপ্ত ভাবে কোন কোন অনুচ্ছেদের বা অধ্যায়ের আলোচনা করে থাকে। প্রত্যেটি পুস্তকের সাহায্যকারী পটভূমি, ভূমিকা যেমন এর লেখক, তারিখ, কোন্ জায়াগায় লেখা হয়েছে, কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে, ইত্যাদি আলোচনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া পুস্তকের আউটলাইন, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সাধারণভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। আপনার লাইব্রেরীতে এই ধরণের একটি কমেনটারী সংগ্রহ করা আপনার জন্য খুবই কার্যকরী ও সাহায্যকারী হয়ে থাকবে। এই রকম কমেনটারীর মধ্যে নিউ বাইবেল কমেনটারী (ইন্টার ভার্সিটি প্রেস ও এরডম্যান্স) একটি ভাল উন্নত মানের কমেনটারী।

টুলস্ এর ব্যবহার

একজন লোক টুলস্ ব্যবহার করে নিজেকে সাহায্য করার জন্য যেন সে আরও কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু তার নিজেকেই সেই কাজ করতে হয়। সুতরাং পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যার জন্য টুলস্ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন একজন ব্যাখ্যাকারীকে সাহায্য করার জন্য সে ব্যাখ্যা করতে পারে। টুলস্ নিজে তার জন্য কোন কাজ করবে না। অন্য কেউ আপনাকে বলে দেবার চেয়ে বরং আপনি নিজে যা শিক্ষা করেন তা আপনার কাছে অনেক অর্থবহ এবং তা আরও অনেক বেশী করে আপনার মনে থাকবে। ধরুন আপনার কোন একটি অংক সমাধান করার জন্য কোন সমস্যা হয়েছে। কোন এক্সপার্টকে নিয়ে এসে তা সমাধান করা আপনার পক্ষে সহজ কিন্তু এভাবে আপনি খুব একটা শিখতে পারবেন না। তাছাড়া এতে আপনি খুব একটা আনন্দও লাভ করতে পারবেন না যা আপনি লাভ করতে পারবেন আপনার নিজের আবিস্কারের মধ্য দিয়ে।

অবশ্য কোন কোন সময় আপনার অংকের সমস্যা হলে তা সমাধানের জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন হতে পারে। একই ভাবে রেফারেন্স বই প্রয়োজন হয় তথ্য লাভ করার জন্য বা মাঝে মাঝে যে ব্যাখ্যার সমস্যা হয় তাতে সাহায্য লাভ করার জন্য যা আপনি অন্য ভাবে লাভ করতে পারেন না। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে, "আর ঈশ্বরের সব লোকদের সংগে তোমরাও বুঝতে পার" (ইফিষীয় ৩:১৮), এবং খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারি। ঈশ্বরের বান্দারে লেখা পড়া করা ভাল এবং ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ সম্পর্কে তাদের উপদেশ গ্রহণ করা ভাল

সঠিক টুলস্ ব্যবহার করা

কিন্তু তা করতে হবে নিজেদের ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার পর ও আপনার সেই অধ্যয়ন সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করার জন্য।

ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা করার সময় ব্যবহার করার জন্য আমরা সাতটি টুলস্ এর তালিকা দিয়েছি। অন্যান্য অনেক টুলস্ আছে যা সাহায্যকারী কিন্তু একেবারে প্রয়োজনীয় নয়। ইতিমধ্যেই হয়তো আপনার কিছু সাহায্যকারী বই বা যার তালিকা দিয়েছি তার সবই আছে। ভাল টুলস্ বা অনেক টুলস্ তারা নিজেরাই আপনাকে একটি ভাল অধ্যয়ন উপহার দিতে সমর্থ নয়, তা নির্ভর করে আপনার উৎসাহের উপর এবং যিনি সেই সব ব্যবহার করছেন তার উপর। আপনার অধ্যয়ন থেকে আপনি যে জ্ঞান ও আশীর্বাদ লাভ করেন, তা আপনি পাবেন না এই কারণে যে আপনার তিনটি পবিত্র বাইবেল ও কনকরডেন্স আছে। তা আসবে এই কারণে যে, আপনি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে প্রার্থনাপূর্বক পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য নিজেকে তাঁর হাতে দিয়ে দিয়েছেন এবং ঈশ্বর যেভাবে পরিচালিত করছেন তাঁর প্রতি বাধ্য থেকে সেই অনুসারে আপনি প্রতিপদক্ষেপে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন।

৬

কেমন করে অগ্রসর হবেন

এই পর্যন্ত আমরা সাধারণ বিষয় সকল নিয়ে কথা বলেছি। যারা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে চায় তাদের জন্য গোড়ার বিষয় সকল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা প্রকৃত অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করব। কেমন করে আমরা শুরু করব? আমাদের আসলে কি করতে হবে?

১. আপনার অধ্যয়ন পরিকল্পনা করুন। আপনি একটি ছোট অনুচ্ছেদ বা প্র্যারাগ্রাফ থেকে অন্য একটি অনুচ্ছেদে লম্ফ দিতে পারেন, কিন্তু তা আপনাকে পবিত্র বাইবেল জানতে সাহায্য করবে না যা আপনার জানা প্রয়োজন। আপনাকে একটি অধ্যয়ন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যেন তার থেকে আপনি সাহায্য লাভ করতে পারেন। অনেক সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা পাওয়া যায়। এর একটি হল একই সময়ে একটি পুস্তক পাঠ করা, তা পুরাতন নিয়ম থেকে বা নতুন নিয়ম থেকে হতে পারে। যেহেতু প্রত্যেকটি পুস্তক পৃথক পৃথক ভাবে লেখা হয়েছিল, তাই পুস্তকগুলো হল পবিত্র বাইবেলের এক একটি একক।

যদি আপনি পবিত্র বাইবেলের কোন অংশ অধ্যয়ন করে থাকেন তবে আপনাকে বড় কোন শাস্ত্র বা কঠিন কোন শাস্ত্র পাঠ করতে শুরু করা ঠিক হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় শাস্ত্র দিয়ে শুরু করবেন না, তবে কোন সুখবর দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করা ভাল। (যেহেতু মার্ক সুখবরের মধ্যে ছোট, আমি এই অধ্যায়ে এই শাস্ত্র থেকে উদাহরণ ব্যবহার করব)। এরপর হয়তো নতুন নিয়মের কোন একটি ছোট চিঠি অধ্যয়ন করা মন্দ নয় যেমন, ১ যোহন বা ফিলিপীয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনার অধ্যয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

যখন আপনি একটি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বেছে নেবেন, তখন ছোট একটি অংশ দিয়ে শুরু করুন। অধ্যয়নের জন্য ২০-২৫ পদ একটি ভাল অংশ। সাধারণত পবিত্র বাইবেল অনুচ্ছেদে ভাগ করা আছে এবং তা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আপনি হয়তো সুখবর থেকে একটি বড় অংশ ও চিঠিগুলো থেকে একটি ছোট অংশ পাঠ করতে পারেন। হতে পারে একটি পূর্ণ অধ্যায়ও আপনি বেছে নিতে পারেন কিন্তু কোন কোন সময় বরং আপনি দীর্ঘ অংশ নেবেন। তবে প্রায়ই অধ্যায়ই কোন চিন্তার কোন প্রাকৃতিক ভাগ নয়। কিন্তু কোন অংশ বা কতটুকু অধ্যয়ন করবেন সেই বিষয়ে কোন অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয়।

উদাহরণস্বরূপ, মার্ক সুখবরের ১ অধ্যায়ে ৪৫টি পদ আছে এবং আমরা যতটুকু অধ্যয়ন করতে চাই তার দ্বিগুণ সেখানে আছে। ২০ পদের পরে সাধারণ ভাবেই অনুচ্ছেদ থাকা উচিত তাই ১-২০ পদের অংশটুকু নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করার জন্য বেছে নিতে পারি।

২. আপনার অধ্যয়নের জন্য প্রার্থনা করুন। সদাপ্রভুকে বলুন যেন তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করেন। এই কথা জানুন যে, ঈশ্বর যদি আপনাকে শিক্ষা না দেন তবে আপনার শিক্ষা ফলহীন হবে। তাই আপনাকে এমন কি, অধ্যয়ন পরিকল্পনার পূর্ব থেকেই এই বিষয়ে প্রার্থনা করা দরকার ও প্রতি দিন আপনার অধ্যয়ন শুরু করার আগেই প্রার্থনা করা দরকার। এছাড়াও যখন কোন অংশ আপনার কাছে কঠিন মনে হয় ও অংশটুকুতে কি বলতে চাইছে তা আপনি সঠিক ভাবে বুঝতে পারছেন না তখন আপনি প্রার্থনা করবেন। যখন ঈশ্বর সেই বিষয়ে বুঝতে নতুন কোন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে আপনাকে আলো দান করে আপনাকে আশীর্বাদ করেন তখন সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিন। যখন আপনি সেই সত্য কাজে ব্যবহার করতে চান এবং আপনি কি করবেন তা বুঝতে চেষ্টা করছেন তখনও আপনাকে প্রার্থনা করে শুরু করা দরকার। এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অধ্যয়নের কাজকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করুন।

৩. পড়ুন। কোন অংশ অধ্যয়ন করার আগে সেই কিতাবটি আদ্যপান্ত একবার বা দুইবার ভালভাবে পড়ুন। এর থেকে যে সাহায্য আপনি পাবেন তা হল যে সমস্ত জায়গা কঠিন বলে মনে হবে তা আপনি যথেষ্ট সময় নিয়ে পুনরায় মনোযোগ দিতে পারবেন: সমস্ত কিতাবখানি সম্বন্ধে একটি ধারণা আপনাকে সাহায্য করবে প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালভাবে বুঝবার জন্য। তিনটি বা চারটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করার পর আবার সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়ুন। আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কিতাবটি ভাল করে বুঝবার জন্য কত সুন্দর দরজা আপনার সামনে খুলে যাবে।

প্রত্যেক সময় যখন আপনি অধ্যয়ন করেন, বেছে নেওয়া অংশটুকু পড়ুন ও পুনরায় পড়ুন। আপনি যত পড়বেন আপনি তত সাহায্য সেখান থেকে লাভ করবেন। আপনি পঞ্চম বারেও যখন পড়বেন তখন নতুন বিষয় আবিস্কার করবেন যা আপনি এর আগের চারবারে আবিস্কার করতে পারেন নি– এমন কি দশ বারের সময়ও নতুন বিষয় আপনার চোখে পরবে। অনেক খ্রীষ্টিয় ছাত্রদের একটি বড় দুর্বলতা হল তারা যে অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করছে সে সম্বন্ধে ভাল করে পরিচিত হবার আগেই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে চায়। ঈশ্বর কি বলেছেন তা জানার আগেই তারা ঈশ্বর কি তা জানতে চায়। সেজন্য তারা অনুচ্ছেদটি একবার পড়ে, এমন কি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে এবং এর অর্থ কি তা জানতে চেষ্টা করে। ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিক সম্মান দিতে শিখতে হবে। আমাদের অবশ্যই বারে বারে তা পাঠ করা প্রয়োজন যেন তা আমাদের মনে গেঁথে যায়।

প্রথমবার পড়বার সময় বা কিছু অংশ পড়বার সময় তা ব্যাখ্যা করতে থেমে যাবেন না। আপনি তা পর্যবেক্ষণ করবেন ও নোট করবেন (প্রকৃতপক্ষে, অধ্যয়ন করবার সময় ধরে নোট করা ভাল),

প্রথম থেকেই গভীর ভাবে খোঁজ করতে শুরু করবেন এর অর্থ কি। প্রথমত, অংশটুকুতে কি বলা হয়েছে তা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ। অনেক সময়ই পড়ার সময় অসর্তক হয়ে পরে। কোন কিছু নোটিশ করা ছাড়া বা কি পড়ছেন সেই বিষয়ে মনোযোগ ছাড়া পড়া সহজ। পবিত্র বাইবেল পড়ার সময় কোনরূপ পর্যবেক্ষণ না করা পবিত্র বাইবেল পাঠ করার একটি সাধারণ দুর্বলতা। এটা ঠিক একই রকম যখন কোন লোক কোন বড় কোন ব্যক্তির সংগে বা প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাত করে। যখন সে বড় কোন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাত করে সেই সময়ে সে নিজেকে নিয়ে বেশ গর্বিত বোধ করে, তখন সেই বিখ্যাত ব্যক্তির চেহারা কি রকম তার প্রতি সে খুব মনোযোগ দেয় না। পবিত্র বাইবেলে কি আছে তা সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা খুবই প্রয়োজনীয়। পবিত্র বাইবেলের অর্থ বুঝাটা এর উপর নির্ভর করে। যদি আপনি না জানেন তাতে কি বলা হয়েছে তবে তার অর্থ কি তা আপনি কখনও জানতে পারবেন না।

ক. অংশটুকুর পোশাকি বা সাহিত্য সর্ম্পকিত গঠন। এটি কি বর্ণনা মূলক, কবিতা, শিক্ষামূলক, ভবিষ্যদ্বাণী, ইত্যাদি? উদাহরণস্বরূপ, ১-৩ পদ ভূমিকা, ৪-২৪ পদ বর্ণনামূলক। অংশটুকুর গঠন জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকটি ভাষার গঠনে (উদাহরণ হিসেবে, হিব্রু কবিতায় সমার্থক শব্দ) একটি ফিচার আছে যা বিশেষ ব্যাখ্যা দাবী করে। আমি পরে এই বিষয়ে অন্য ফিচার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

খ. বারে বারে ব্যবহার করা শব্দ ও বাক্য। উদাহরণস্বরূপ, সুখবর শব্দটি ১,১৪,১৫ পদে; প্রচার শব্দটি ৪,৭, ১৪ পদে; অনুতাপ শব্দটি ৪,১৫ পদে; সত্ত্বর শব্দটি ১০,১২,১৮,২০ পদে পাওয়া যায়। আপনি অধ্যয়ন করার সময় এই সব শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব কি তা পরে দেখবেন প্রথমে আপনি তা নোট করে যান।

গ. সংযোগ রক্ষাকারী শব্দ। যেমন ধরুন, এবং, কিন্তু সেজন্য, যেহেতু, সুতরাং, যখন, পরে। এদের প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ শক্তি আছে বাক্যের সংগে বা শব্দের সংগে সংযোগ রক্ষার জন্য এবং তা অর্থের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

৪-২০ পদে মধ্যে ১১টি আয়াতই এবং দিয়ে শুরু হয়েছে। এই সংযুক্ত শব্দটি বর্ণনামূলক কাঠামোতে খুবই সাধারণ এবং তা বুঝতে খুব অসুবিধা করে না। এটা সাধারণ ভাবে নির্দেশ করে যে, ঘটনা একের পর অন্যটি অনুসরণ করছে। যাহোক কোন কোন সময়, এই সব সংযুক্ত শব্দের মধ্যে অনেক অর্থ নির্ভর করে। ধরুন, আমি বললাম, "পৌল অনেক ক্যান্ডি খায় কারণ সে মোটা।" বা "পৌল অনেক ক্যান্ডি খায় সেজন্য সে মোটা।" এই দুটি বাক্যের অর্থ একটি থেকে অন্যটি একেবারেই ভিন্ন যদিও এখানে ক্যান্ডির বিবরণ ও পৌলের ওজন দুটি ক্ষেত্রেই প্রায়ই এক। মার্কের লেখা সুখবরের প্রথম অধ্যায়ে ৮ পদের মধ্যে কিন্তু শব্দটি খুবই অর্থবহ। কিন্তু শব্দটি প্রায়ই একটি কনট্রাষ্ট বা বৈপরীত্য দেখায়। এটা কি এখানেও এই অর্থ প্রকাশ করে?

ঘ. সময় প্রকাশক শব্দ। বর্ণনামূলক ঘটনায় বিশেষ ভাবে এই শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে যেমন, পরে, তখন, তৎক্ষণাৎ, আগে, সন্ধ্যার সময়, এক ঘন্টা পরে। বিশেষ ভাবে আমরা মার্কে তৎক্ষণাত শব্দটি দেখতে পাই (১০,১২,১৮,২৯ পদ); যখন (১০ পদ); তৎকালীন দিনগুলোতে (৯ পদ); এবং পরে (১৪ পদ)।

ঙ. স্থান বা জায়গা, বাক্যসমূহ। উদাহরণস্বরূপ, যিহূদিয়া (৫ পদ); নাসরত (৯ পদ); গালীল সাগর (১৬ পদ)।

চ. বৈসাদৃশ্য বা তুলনামুলক শব্দ। সংবাদবাহককে প্রভুর সংগে তুলনা করা (২-৩ পদ); শয়তানের সংগে স্বর্গদূতদের সেবার সংগে তুলনা (১৩ পদ); ঈশ্বরের পুত্রের সংগে আমার প্রিয় পুত্রের তুলনা করা যেতে পারে (১, ১১); যোহনের প্রচার ও যীশু খ্রীষ্টের প্রচার তুলনা করা যেতে পারে (৭, ১৪)।

ছ. অজানা শব্দ। আপনি অজানা শব্দগুলো একটি ভাল অভিধান থেকে এর অর্থ খুঁজে নিতে পারেন, কোন কোন পবিত্র বাইবেলের নাম ছাড়া। মার্ক প্রথম অধ্যায়ে হয়তো আপনি অজানা শব্দ খুঁজে পাবেন না কারণ সাধারণত বর্ণনামূলক অংশে এরকম খুব কম শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু অথরাইজড্ ভার্সনে দেখুন 'remission' (৪ পদ) এবং 'latchet' (৭ পদ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

জ. প্রতিটি বাক্যের মূল বিষয়। বড় ও সম্পর্কযুক্ত বাক্যে এর প্রধান বিষয়, মূল ক্রিয়াপদ, ইত্যাদি নোট করা ভাল। মার্ক ১:১৪-১৫ আয়াত, "যীশু খ্রীষ্ট আসলেন ... প্রচার করলেন ... এবং বললেন" বাক্যটির প্রধান বিষয়। বাক্যের পরবর্তী বিষয় এই বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট কখন প্রচার করলেন? যোহন বন্দি হবার পরে। তিনি কি বিষয়ে প্রচার করেছেন? সুখবর। তিনি কি বলেছেন? সময় পূর্ণ হয়েছে, ইত্যাদি।

আবার, বর্ণনামূলক অংশগুলো সাধারণত সহজ হয়ে থাকে এবং মনে হয় এখানে কোন সমস্যা নেই। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কিতাবগুলো এবং চিঠিগুলো যদিও লম্বা ও বেশ জটিল বাক্যের হয়ে থাকে এবং তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয় না (দেখুন ইফিষীয় ১:৩-১২)।

ঝ. বাক্যালঙ্কার এক্সপ্রেশন। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরে আলোচনা করব। (দেখুন ১৩ অধ্যায়)। কোন কোন বিষয় বুঝতে বেশ কঠিন, আবার অন্যানগুলো বেশ সহজ। মার্কের মধ্যে বাক্যালঙ্কার হল 'উবুড় হয়ে তাঁর জুতার ফিতা খুলবার যোগ্যও আমি নই।' (৭ পদ) 'সময় হয়েছে' (১৫ পদ), 'আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব' (১৭ পদ)।

ঞ. যুক্তিযুক্ত ঘটনার পর্যায়ক্রম। প্রায়ই কোন অংশে দুইটির বিষয়ের একটি যুক্তিযুক্ত সংযুক্ততা আছে– একটি ঘটনা হয়তো বা অন্য ঘটনার কারণ। উদাহরণস্বরূপ, ১৬ পদে প্রকাশ করে কেন তারা তাদের জাল ফেলছিলেন; ২২ পদে খ্রীষ্ট ক্ষমতা সহকারে শিক্ষা দিয়েছেন, যার বিপরীতে

দেখা যায় কেন লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এখানে মূল শব্দ হল 'কারণ' (২২)।

চ. যে কোন আশ্চর্যজনক, অসাধারণ বা যা আশা করা যায় না এমন কিছু। উদাহরণস্বরূপ, যোহনের খাবার ও কাপড়-চোপড় সাধারণ নয় (৬ পদ)।

ছ. সম্পর্কযুক্ত বিষয়: এটা হতে পারে ব্যক্তি, কোন বস্তু, গুণ, ইত্যাদি, যেমন যীশু, পবিত্র আত্মা ও পিতা (আওয়াজ) (১০-১১ পদের মধ্যে।)

জ. ব্যাকরণগত বিষয়: আপনাকে বিশেষ ভাবে দেখতে হবে এর সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ, এবং বাক্যের অন্যান অংশ যা কিছু বাক্যের মধ্যে পরিস্কার নয়। ৫ পদের মধ্যে দেশ ও লোক ক্রিয়াপদের বিষয়বস্তু 'আসতে লাগল'। ১০ পদের মধ্যে স্বর্গ খুলে গেল এবং আত্মা নেমে আসল হল সে যা দেখতে পেল তার অবজেক্ট।

এখানে অন্যান বিষয় আছে যা আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। আপনি যত অধ্যয়ন করবেন ততই আপনি সেই সব বিষয়ের প্রতি সতর্ক হবেন। খুব তাড়াতাড়ি বা অসতর্ক ভাবে সেই সব পর্যবেক্ষণ করবেন না। শাস্ত্রের মধ্যে নিবির ভাবে পর্যবেক্ষণ করা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের একটি ভাল পদক্ষেপ। আসলে সতর্কভাবে আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন যদি আপনি এই ছয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন: **কি? কখন? কোথায়? কে? কেমন করে? কেন?** প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তর সাধারণত পঠিত অংশটুকুর ঘটনা। শেষের দুইটি প্রশ্ন সেই ঘটনারও উত্তর দিয়ে থাকে কিন্তু বিশেষ ভাবে শেষ প্রশ্নটি হয়তো আপনাকে ভাবতে ও কল্পনা করতে সাহায্য করবে যে, কেন বা কোন কারণে এই কথা বলা হয়েছে বা এই ঘটনা হয়েছে যদিও সেই কারণ সেখানে দেওয়া হয় নি। আপনার এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া প্রয়োজন যেন আপনি এর অর্থ শুধু পাঠ না করেন কিন্তু এর অর্থ খুঁজে বের করেন।

৫. নোট নেওয়া। আপনি যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন তা লিখে রাখুন। যেসব ধারণা আপনার মনের মধ্যে উদয় হয়েছে তা হয়তো এখনও কাদা জলে মাখা, কিন্তু তা যদি আপনি লেখার অক্ষরে টুকে রাখেন তবে তা আপনি পরিস্কার ধারনায় নিয়ে যেতে পারবেন। অধিকিন্তু, তা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

আপনি যখন নোট নেন তখনই আপনি সবকিছু ঠিকঠাক করতে যাবেন না। আপনি যাই পর্যবেক্ষণ করেছেন না কেন, তাই লিখে রাখুন। পরে যখন আপনি আপনার মতামত বা নোট পবিত্র বাইবেলের অংশের সংগে পাঠ করবেন তখন আপনি এর মধ্যে সংযোগ দেখতে পাবেন। তখন হয়তো আপনি দেখতে পাবেন যে, কোন কোন নোট হয়তো প্রাসংগিক নয় কিন্তু অন্য সব বিষয় খুবই প্রসংগিক। যেসব বিষয় প্রাসংগিক নয় তা হয়তো আপনি কেটে দিতে পারেন।

মার্ক ১ অধ্যায় থেকে আপনি হয়তো নোট করতে পারেন যে, যীশু খ্রীষ্ট অনেক জায়গায় ছিলেন:

যিহূদিয়ায়, জর্ডান নদীতে, মরু-এলাকায়, গালীলে। এসব লেখার পরে, আপনি হয়তো পবিত্র বাইবেলের ম্যাপ দেখতে পারেন সেখান থেকে যীশু খ্রীষ্টের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার ব্যাপারটি দেখাতে পারেন। তিনি গালীল থেকে যিহূদিয়ায় এসেছেন বাপ্তিস্ম নেবার জন্য ও পরে পরীক্ষিত হবার জন্য এবং এরপরে তিনি আবার গালীল প্রদেশে ফিরে গেছেন সেখান থেকে তার পরিচর্যা কাজ শুরু করার জন্য ও তাঁর সাহাবীদের বেছে নেবার জন্য।

৬. চিন্তা করুন ও এনালাইজ করুন। যখন পবিত্র বাইবেলের কোন অংশ আপনি বারে বারে পাঠ করেছেন ও অনেক পর্যবেক্ষণ আপনি নোট করে রেখেছেন, এরপর আপনি সেই সব বিষয় নিয়ে ধ্যান করতে পারেন। সেখানে যেসব ঘটনার বর্ণনা আছে সে সব কিছুর অর্থ কি তার খোঁজ করুন।

আপনি হয়তো ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে চিন্তা করতে পারেন যেখানে প্রভুর পথ প্রস্তুত করার কথা আছে (মার্ক ১:২)। কে তিনি? নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া। কার পথ তিনি প্রস্তুত করবেন? খ্রীষ্টের পথ। এর মানে হল খ্রীষ্টই প্রভু! যেসব লোকেরা পাপ স্বীকার করছিল এবং বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল তা কেমন করে খ্রীষ্টের আসবার পথ প্রস্তুত করছিল? ৭-৮ পদের মধ্যে কিভাবে যোহনের সংবাদ কাজ করেছে? এভাবে যদি আপনি ধ্যান করেন তবে পবিত্র বাইবেলের অর্থ আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে।

ঠিক স্বর্গ থেকে বলা কথার পরে আপনি হয়তো যীশুকে প্রেলোভন দেখানোর বিষয়টা নিয়ে বেশ আশ্চর্য বোধ করবেন (১১ পদ)। এটার মধ্যে পরীক্ষা করার বিষয়ে এবং কে পরীক্ষা করছে সেই বিষয়ে আমাদের কাছে কি কিছু প্রকাশ করে? এর থেকে যে উত্তর আপনি লাভ করবেন তা আমরা যখন হতাশ হই বা নিজেকে দোষী বলে অনুভব করি বা পরীক্ষিত হই তখন অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হই।

আপনি যখন ধ্যান করছেন, তখন হয়তো অনেক প্রশ্ন আপনার মনের মধ্যে আসবে যার উত্তর হয়তো আপনি তখনই পাবেন না। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, ৫ পদে ধারণা দেয় যিহূদিয়ার ও যিরূশালেমের সমস্ত লোক তাদের পাপ স্বীকার করেছে ও বাপ্তিস্ম নিয়েছে। শাস্ত্র এই ব্যাপারে পরিস্কার করে তার উত্তর দেয় না কিন্তু এটা হয়তো এমন একটা ব্যাখ্যার প্রশ্ন যার সম্মুখিন আপনি হয়েছেন। আপনি এই প্রশ্নটি লিখে রাখুন ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আরও খোঁজ করতে পারেন।

আপনি বিরক্ত বোধ করবেন না যদি আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে আর এর কোন উত্তর খুঁজে না পান। সেই সব প্রশ্ন আপনি চিন্তার মধ্যে রাখুন ও নোট লিখে রাখুন। আপনি অধ্যয়ন করতে করতে হয়তো কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন আবার হয়তো কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে কখনও পরিস্কার হবে না। ঈশ্বর কখনও প্রতিজ্ঞা করেন নি এখনই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু তিনি বুঝবার আলো আমাদের হৃদয়ে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা

করেছেন যখন তা প্রয়োজন হয়।

৭. ব্যাখ্যার নীতি ব্যবহার করুন। আপনি যখন আপনার অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন তখন ব্যাখ্যা করার যে নীতি আছে তা অনুসরণ করুন। আমরা পরের অধ্যয়ে এই নীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৮. পঠিত অংশের অর্থ প্রয়োগ করুন। এর মানে হল, আপনার নিজের জীবনে ও মণ্ডলীর জীবনে আজ এর ভুমিকা কি তা প্রয়োগ করুন। আপনার পঠিত অংশের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই বিষয়ে আপনি পরিস্কার হোন। যখন আপনি এর ব্যাখ্যা করেন তখন পবিত্র বাইবেলের অর্থ কি তা আপনি লাভ করেন এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির রেফারেন্স ছাড়াই তা আপনি প্রকাশ করেন। যখন তা আপনি প্রয়োগ করেন তখন আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে তা ব্যবহার করবেন তা ঠিক করেন। প্রথম হল ঈশ্বর কি বলেছেন তা দেখা আর দ্বিতীয়ত হল ঈশ্বর কি চান, আমি কি করব।

"ব্যাখ্যা এক কিন্তু প্রয়োগ অনেক।" যেহেতু এটি সত্য এবং যেহেতু এটা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, যা সঠিক নয় এমন ব্যবহার আপনাকে অন্যায়ের দিকে ও ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরও বিস্তারিত ভাবে এই বইয়ের শেষের দিকে আলোচনা করব।

আমরা যুক্তি যুক্ত ভাবে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার যে প্রধান পদক্ষেপ সেই বিষয়টি দেখেছি। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নে এই রকম পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে ও এটি রক্ষা করার মূল্যও আছে।

যাহোক, কিছু কিছু পদক্ষেপ হয়তো মনে হতে পারে একটি অপরটির উপর জড়িয়ে আছে। আপনি হয়তো পড়ছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, লিখছেন ও অবিরত প্রার্থনা করছেন। যদি আপনি এই সব মৌলিক বিষয়গুলো আপনার মনে রাখতে পারেন তবে আপনি তা স্বাধীন ভাবে ও সতর্কভাবে অধ্যয়ন করতে অগ্রসর হতে পারেন। পবিত্র আত্মা আপনাকে সাহায্য করবেন যেন আপনি এভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন যাতে আপনি লাভবান হতে পারেন।

দুই.

সাধারণ নিয়ম-নীতি

৭

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

কিছু কিছু সাধারণ "নিয়ম" বা "নীতি" আছে যা সমস্ত রকম ভাষার অনুবাদ করার জন্য আমাদের পরিচালনা দেয়– বর্ণনামূলক, প্রচার, কবিতা, তা সে যাই হোক না কেন। আমরা সহজভাবে প্রথম নীতিটির কথা বলতে পারি আর তাহল কোন অংশের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা হয় সেই অংশের পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করে। প্রসংগ মানে হল যে অংশটুকু আমরা পাঠ করছি তার আগের ও পরের ব্যপারগুলো। সাধারণ ভাবে প্রসংগ বলতে বুঝা যায় যে অংশটুকু পাঠ করা হচ্ছে তার সংগে আর কি কি আছে।

সাধারণ ভাবে পূর্বসূত্রের বা প্রসংগের দুই ধরণের লেভেল স্বীকার করা হয়ে থাকে। এর সংগে ঘনিষ্ট বা কাছের, বাক্য, পদ বা অনুচ্ছেদটির আগে পরে কি আছে তা খুঁজে বের করা। দূরের বিষয় হল এর আগের অধ্যায়ে বা আগের পুস্তকে বা পরের অধ্যায়ে বা পরের পুস্তকে বা একই ধরণের পুস্তকে এই বিষয়ে কি কি বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করা।

পূর্বসূত্রের অনেক গঠন আছে। সাধারণ ভাবে, একটি শব্দের অর্থ সঠিক ভাবে বুঝা যায় এর বাক্যের বা অনুচ্ছেদের আলোকে। মানে, শব্দটির প্রসংগ হল সেই বাক্যটি। সেই একই কথা কোন বাক্য সম্বন্ধে। কোন বাক্য নিজেই কোন প্রসংগ ছাড়া অর্থহীন মনে হতে পারে। সেই বাক্যের অনুচ্ছেদ বা অংশের মধ্যে সেই বাক্যের প্রসংগ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে, যীশু খ্রীষ্টের বলা অনেক দৃষ্টান্ত বিশেষ বিশেষ সময়ে বা ঘটনার সময়ে বলা হয়েছিল এবং যীশু খ্রীষ্ট সেই ঘটনা থেকে কোন কোন সত্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনা ও এর ব্যবহার হল সেই দৃষ্টান্তের পূর্বসূত্র বা প্রসংগ। কবিতার জন্য ভাষার বিশেষ গঠন আছে। হিব্রু কবিতা শ্লোক আকারে লেখা, এবং প্রায় অর্ধেক শ্লোক হল অন্য অর্ধেকের প্রসংগ বা পূর্বসূত্র, সম্পূর্ণ গীতসংহিতা হল পূর্ণ শ্লোকের প্রসংগ।

হতে পারে যে, খ্রীষ্টিয়ানরা শাস্ত্রের প্রসংগের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে কিছু কিছু ভাল কাজ করার ইচ্ছা করেছে। তার মধ্যে একটি হল শাস্ত্রের পদ মুখস্থ করা। অবশ্যই এটা ভাল। এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। যেহেতু আমরা সমস্ত পবিত্র বাইবেল মুখস্থ করতে পারি না, এমন কি, একটি অধ্যায়ও মুখস্থ করা সহজ নয় তাই আমরা পদগুলো মুখস্থ করতে পারি।

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

খুব সম্ভবত আমরা কিছু কিছু পদ মুখস্থ করি এই কথা অনুভব না করেই যে, এই সব পদগুলো কোন কোন বাক্যের অংশ (উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ৩:২৩)। এটা সত্যি যে, সম্পূর্ণ বাক্যটি ছাড়া এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারা যায় না, তবুও আমরা মাত্র এর অংশটুকু জানি, তাই আমাদের স্মৃতিতে থাকে একটি পূর্ণ বিষয় হিসাবে। পবিত্র বাইবেলের প্রতিজ্ঞাগুলো একই ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময়ই এই সব প্রতিজ্ঞাগুলোর আগে একটি শর্ত থাকে তবুও আমরা শুধু সেই সব প্রতিজ্ঞা মুখস্থ করি ও তা ভালবাসি ও ঈশ্বর যেসব শর্তগুলো সেই সব প্রতিজ্ঞার সংগে দিয়েছিলেন তা অগ্রাহ্য করি। এই বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যায় যিশাইয় ৫৮:১১ পদ থেকে: "আমি মাবুদই তোমাদের সব সময় পরিচালনা করব ...." এই আশার বাণীর আগে দুইটি 'যদি' শব্দ আছে: "যদি তোমরা তোমাদের কাছ থেকে অত্যাচারীর জোয়াল, ... ত্যাগ কর, যদি খিদে পাওয়া লোকদের প্রতি মমতা দেখিয়ে তাদের খাবার দাও, ..." (যিশাইয় ৫৮:৯- ১৯)।

শব্দ অধ্যয়নের জন্য কনকরডেন্স ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটি ভাল ব্যবহার কোন কোন সময় ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সেখানে একটি শব্দ খোঁজ করতে গিয়ে আমরা অনেকগুলো পদ পেয়ে থাকি। যে যে স্থানে সেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিটি স্থান থেকে সেই শব্দের প্রসংগ বা পূর্বসূত্র পাওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং আমরা কনকরডেন্সে মাত্র পদটি পাই যা সেই বিষয়বস্তুর সংগে সংযোগ রক্ষা করে এবং এর আবেদন বা ব্যবহারের জন্য একটি উপসংহার গ্রহণ করি। এটা একটা সহজ পদ্ধতি যেখানে পবিত্র বাইবেলের অনেক পদের ই সঠিক অর্থ হারিয়ে ফেলি।

আসুন যোহন ৯:৩ পদ থেকে এর প্রসংগের আলোকে কিছু নীতি দেখি। এই পদের মধ্যে একটি বাক্য হল, "পাপ সে নিজেও করে নি, তার মা-বাবাও করে নি"। এর মানে কি এই যে, ঐ তিনজন লোক পাপ শূন্য? বাক্যাংশটি যখন পড়ি তখন সেখান থেকে ঐ অর্থই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা জানি এর অর্থ তা নয়। যদিও পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য অংশ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া কেউই পাপ শূন্য নয় (রোমীয় ৯-১০, ২৩)। ধরুন, কেউ বাধা দিয়ে বলল যে, এই কথা পবিত্র বাইবেলের ই কথা, অন্যান্য পদের মধ্যে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ এই পদের মধ্যে বলা হয়েছে যে ঐ তিনজন পাপ শূন্য ছিল। কেমন করে আমরা দেখাতে পারি যে, সে ভুল করছে?

এটা দেখাা যায় প্রসংগ বা পূর্বসূত্রের মাধ্যমে। যীশু খ্রীষ্ট এখানে তাঁর সাহাবীদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন (২ পদ)। এখানে প্রশ্ন ছিল না যে, এই লোকেরা পাপী ছিল কি না? বরং তারা জিজ্ঞেস করেছিল, "কে পাপ করেছিল ... যাতে সে অন্ধ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল?" অন্য কথায় বলতে গেলে, "কার পাপে এই লোক অন্ধ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল সেটা কি তার নিজের নাকি তার বাবা-মায়ের? যীশু খ্রীষ্ট এখানে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন, "পাপ সে নিজেও করে নি, তার মা-বাবাও করে নি। এটা হয়েছে যেন ঈশ্বরের কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।"

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

সুতরাং প্রসংগ বা পূর্বসূত্র অর্থকে পরিস্কার করতে সাহায্য করে অন্যথায় অনেক সময়ই সন্দেহের মধ্যে থাকতে হয়, আর এক জায়গার শিক্ষার সংগে অন্য জায়গার শিক্ষার একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়।

ব্যাখ্যা করার গাইডলাইন সমূহ

প্রসংগের শক্তি হয়তো সব সময়ে দেখতে পাওয়া সহজ হয় না। নিম্নে কিছু গাইডলাইন দেওয়া হল যা আপনাকে সাহায্য করবে।

১. আপনি যে বাক্য, শব্দ বা পদ পাঠ করছেন তার যত রকমের অর্থ হতে পারে সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। আপনি একটি অর্থ বা অনেক অর্থ চিন্তা করতে পারেন। তা লিখে রাখুন। (এর মানে এই নয় যে, আপনি অবাস্তব কিছু অসংগতিপূর্ণ কিছু চিন্তা বা কল্পনা করবেন)। ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি কি কোন সমস্যা দেখতে পান? তাও লিখে রাখুন। কোন পদের অর্থ কি হতে পারে সেই বিষয়ে পরিস্কার ভাবে চিন্তা করাই ভাল এবং এতে কি কি অসুবিধা আছে সেই বিষয়েও দেখা দরকার।

২ পদটির প্রসংগ বা পূর্বসূত্র অনুসারে পাঠ করুন। যেখান থেকে আপনি পদটি পাঠ করছেন তার আগে পরে যেসব বিষয় আছে সেই বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ এর যথেষ্ট প্রসংগ সহকারে পাঠ করুন। কয়েকটি পদ পড়ে আপনি তা এড়িয়ে যাবেন না। বরং, সেই ঘটনার বা চিন্তার ধারাবাহিকতা সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য বেশকিছু অংশ পাঠ করুন। প্রথম বার সোজাসুজি পাঠ করুন এবং সেই সময় কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করবার জন্য বেশী সময় ব্যয় করবেন না। এরপর আরও সর্তকতার সংগে আবার পাঠ করুন। এই সময়ে শব্দ বা চিন্তার মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা নোট করুন।

৩ আরও গভীরভাবে পদটি অধ্যয়ন করুন। এই সময়ে সংযোগকারী শব্দগুলো নোট করুন, (সাধারণত বাক্যের প্রথমেই তা অবস্থান করে), নিশ্চিত হোন যে, প্রত্যেকটি সংযোগকারী শব্দ যে কারণে ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছেন। এই সব শব্দের উদাহরণগুলো সংগে অন্যান্য নিয়ম-নীতির আলোচনা আমরা ৬ অধ্যায়ে দেখতে পেয়েছি।

৪ যে কোন প্রধান শব্দ যদি বারে বারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তা নোট করুন। সাধারণ শব্দগুলো যেমন এবং আর ইত্যাদি নোট করবেন না। বিশেষ ভাবে পদের পূর্বসূত্র অনুসারে যেসব প্রধান শব্দ যদি তা বারেবারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তা নোট করুন। এটা হয়তো নির্দেশ করে কোন বড় মূলভাব এবং অন্যান্য অংশের সংগে এর সম্পর্ক। যে কোন দ্বৈত শব্দ, উদাহরণ হিসাবে ১ করন্থীয় ১০:১৪-৩১, গ্রহণ, খাবার, পান করা ইত্যাদি দেখুন।

৫ অংশটুকু আপনার নিজের ভাষায় লিখতে চেষ্টা করুন (আপনার পদগুলো ও এর প্রসংগ)।

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

এতে দেখা যাবে যে, যে বিষয়টি আপনি অধ্যয়ন করছেন সেই বিষয়ে আপনি বুঝতে পেরেছেন ও তা পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করতে পারছেন।

৬ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এই পদের প্রসংগ অনুসারে এর মানে কি? যদি আপনি উত্তর দিতে না পারেন, আপনার হয়তো আরও অধ্যয়ন করতে হতে পারে। যাহোক, অনেক কঠিন কঠিন পদ আছে যে সবের অর্থ নিয়ে পন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেও মতভেদ আছে। তাই নিরুৎসাহিত হবেন না যদি না আপনি একটি পরিস্কার অর্থ করতে না পারেন। কোন কোন বিষয় আছে যা আপনাকে ঈশ্বরের কাছেই দিতে হবে যেন তিনি এই বিষয়ে বুঝবার জন্য আলো দান করেন।

একটি উদাহরণ

আসুন আমরা যে গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা করেছি তার আলোকে ১ করিন্থীয় ১০ পদটি অধ্যয়ন করি। যেখানে লেখা আছে, "কোন কিছু করা অনুচিত নয়। তা ঠিক, কিন্তু সব কিছুই যে মানুষের উপকার করে তা নয়। কোন কিছু করা অনুচিত নয় বটে, কিন্তু সব কিছুই যে মানুষকে গড়ে তোলে তা নয়।" এর সাম্ভাব্য অর্থ কি? এখানে 'কোন কিছু' মানে কি "কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই সব কিছু"। তাহালে পাপ – খুন, ব্যভিচার করা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিমাপূজা– সব কিছুই করা যেতে পারে? নিশ্চয়ই এটা এর অর্থ নয়। কিন্তু কেমন করে আমরা জানতে পারি?

সম্পূর্ণ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা এই বিষয়টি জানতে পারি। ৬ পদ বলে, "তাঁরা যেমন মন্দ বিষয়ে লোভ করেছিলেন আমরা সেই রকম না করি।" ৭ পদ ও ১৪ পদ একটি আদেশ করে "তোমরা প্রতিমাপূজা থেকে পালিয়ে যাও"; ৮ পদ বলে "আমরা যেন সেইভাবে ব্যভিচার না করি।" কোন কোন জিনিষ করা আইনত সিদ্ধ নয়। পূর্বসূত্র বা প্রসংগ আমাদের বলে যে, কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং ২৩ পদে পৌল তার নিজের সংগে ও শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের সংগে বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই প্রসংগ আমাদের বলে যে, যে সাম্ভাব্য অর্থ করা হয়েছিল তা ভুল। এটা কি আমাদের সঠিক অর্থে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে?

আবার ১০ অধ্যায় পাঠ করুন ও পর্যবেক্ষণ করুন। এখানে প্রধান বিষয় কি? এখানে কি কোন শব্দ আছে যা বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে? হয়তো আপনি এখানে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পান করা, খাওয়া-দাওয়া ও অংশগ্রহণ করা শব্দগুলো একের অধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব শব্দ ব্যবহারের সময়, পরিবেশ ও কোন্ প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়েছে তা নোট করুন। এখানে লক্ষ্য করুন ২৩ পদটিকে ঘিরে আছে খাওয়া-দাওয়া ও পান করার বিষয়টি। কি খাওয়া-দাওয়া ও পান করার কথা বলা হয়েছে? যদি এখানে আমরা ১৯ পদ ও ২৮ পদটি তুলনা করি তবে এর অর্থ আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যায়– এই খাবার ছিল প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার।

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

২৩ পদে পৌল এখানে বিপরীত কথা বলেছেন: সব কিছুই সম্ভব কিন্তু সব কিছুই সাহয্যকারী নয়। তারা গড়ে তোলে না। এর পরের পদগুলোতে তিনি কি এমন সব বিষয় সম্বন্ধে কথা বলেছেন যা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা আমাদের জন্য সাহায্যকারী নয়? পরিস্কার ভাবেই তিনি তা বলেছেন। উল্লেখ্য ৩২-৩৩ পদে তার মূল বিষয় ঈশ্বরের গৌরব করা ও অন্যকে সাহায্য করা। এখানে বিশেষ কাজ করার অনুমতির বিষয়, যেমন প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবারের বিষয় বলা হয়েছে যে, যদি তা অন্যের অসুবিধা করে ও ঈশ্বরের গৌরব না হয় তবে তা করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এটা হল ২৩ পদের অর্থ।

এখানে অন্যান্য কঠিন পদ আছে যা তার প্রসংগের আলোকে বুঝতে হবে: গীতসংহিতা ১৩৭:৪ (এটি কি খ্রীষ্টিয় গান মাত্র তার নিজের দেশের জন্য?); দানিয়াল ৬:৪ (দানিয়াল কি একজন বেপাপ লোক ছিলেন?); লূক ১৬:২৫ (এটা কি এমন কোন বিষয়ের জন্য যেমন সেকুলার শিক্ষা এবং আলোর জন্য ইলেকট্রিক ব্যবহারের জন্য বলা হয়েছে?); রোমীয় ১৪:৪ (এখানে ১ করিন্থীয় ১০:২৩ পদের মত এই রকম সমস্যা রয়েছে)।

সব সময়ই কি প্রসংগ দেখতে হবে?

একটি প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তরের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। পবিত্র শাস্ত্রে প্রসংগ কি সবসময়েই খুবই গুরুত্বপূর্ণ? এমন অংশ কি নেই যেখানে এটির প্রয়োজন নেই? ধরুন, হিতোপদেশের কোন উক্তি বা সুখবরের কোন ঘটনা (উদাহরণ হিসাবে, লূক ১৩:১৮-২৪)?

আমার মনে হয় এর উত্তর হল যে, এমন অনেক অংশ আছে যেখানে নিঃসন্দেহে এর প্রসংগ বা পূর্বসূত্র কি তা পরিস্কার নয়। অনেক হিতোপদেশ আছে যেটি এর আগের বা পরের পদের কথার সংগে কোন যোগাযোগ নেই। তা নিজেই একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করে। (তাদের প্রকৃতিই হল তারা সংক্ষিপ্ত, ছোট্ট কথার মধ্যেই শেষ হয় এবং তার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ চিন্তা প্রকাশিত হয়)। এছাড়া, কোন বর্ণনামূলক অংশের লেখক একটি নির্দিষ্ট ঘটনা, কারণ ও কথোপকথন প্রকাশ করে ও অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে অগ্রসর হয়। সুতরাং সেখানে পরিপূর্ণ বিষয় প্রকাশিত হয় না। তারা প্রায়ই এমন সব ঘটনা একটির পরে অন্যটি প্রকাশ করেছে যে, সেসব ঘটনা আসলে পরপরই ঘটে নি। কোন কোন সময় এদের পারস্পারিক সংযোগ পরিস্কার নয়। অন্যান্য সময় এই রকম সংযোগ দেখতে পাওয়া খুবই কষ্টের। (উদহরণ হিসাবে, লূক ১২ ৪৯-৫০ যেখানে অনেক বিষয় বলা হয়েছে যার একটির সংগে অন্যটির কোন যোগাযোগ নেই।) আমরা সব সময়ই একটি ঘটনার সংগে অন্য ঘটনার কোন সংযোগ খুঁজে পাব এমন আশা করা ভুল হবে।

দুটি বিষয় স্মরণ করুন। সবসময়ই খুব তাড়াতাড়ি কোন ঘটনার সংযোগ খুঁজতে যাবেন না যদি না তা পরিস্কার ভাবে আপনার পাঠে ধরা পরে, এরজন্য হয়তো আপনাকে আরও বেশী করে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন হতে পারে। তখন হয়তো এটি আপনি দেখতে পাবেন। আর এমন কোন

পূর্বসূত্র বা প্রসংগ বিবেচনা করা

সংযোগ সৃষ্টি করতে চাইবেন না যা সত্যিকারের সংযোগ নয়। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে এমন কোন জোর করব না বা জোর করে এর অর্থ করতে চাইব না যে অর্থ সেখানে প্রকাশ করে না।

কোন কোন ব্যতিক্রম থাকলেও, ব্যাখ্যার প্রথম নীতি হল– শাস্ত্রের প্রসংগের আলোকে এর ব্যাখ্যা করতে হবে।

৮

শব্দগুলো বুঝতে পারার সঠিক জ্ঞান

ব্যাখ্যা করার দ্বিতীয় সাধারণ নীতি হল: শব্দের সঠিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা।

অবশ্য এর সমস্যা হল কেমন করে আপনি সঠিক অর্থ বের করবেন, এবং তার জন্য শব্দের সাধারণ অর্থের বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার– সেই শব্দগুলো কি এবং এর অর্থই বা কি। শব্দ হল একটি চিন্তার, কথামালার, ও যোগাযোগের খন্ড খন্ড অংশ যা দিয়ে পুরো চিন্তা প্রকাশিত হয়ে থাকে। শব্দগুলো সঠিক ভাবে একসংগে সংযুক্ত করেই ভাষার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই শব্দ দিয়েই প্রাথমিক ভাবে মানুষ একে অন্যের সংগে যোগাযোগ করে থাকে। অধিকিন্তু, ঈশ্বর পবিত্র পবিত্র বাইবেলে ভাষা ব্যবহার করেছেন– বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সংগে যোগাযোগ করার জন্য একেবারে সাধারণ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

শব্দ হল একটি ভাষার একটি একক যার একটি অর্থ আছে; কিন্তু বেশীর ভাগ শব্দেরই একের অধিক অর্থ আছে তাই শব্দ নিজেই পরিস্কার অর্থ করতে পারে না। যদি আমি বলি ট্রাংক, আপনি জানবেন না আমি কি একটি বাক্সের কথা বলেছি যেখানে কাপড়-চোপড় রাখা হয় বা হাতির লম্বা নাকের কথা বলেছি বা গাড়ীর লাগেজ রাখার জায়গার কথা বলেছি। যখন আপনি মাত্র 'আলো' এই শব্দের কথা শুনে থাকেন, আপনি জানেন না এর মানে অন্ধকারের বিপরীত, রঙ্গের ধুসর রং বা ওজনে কম কি না। সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য শব্দের সাহায্য প্রয়োজন সঠিক অর্থ পাবার জন্য।

প্রকাশিত বাক্য ৫:৫ সিংহ শব্দটি দিয়ে খ্রীষ্টকে বুঝায়, কিন্তু ১ পিতর ৫:৮ শয়তানকে এই শব্দের মধ্য দিয়ে বুঝানো হয়েছে। দুটি জায়গায়ই অন্যান্য শব্দ দ্বারা এর অর্থ পরিস্কার করে দিয়েছে। এছাড়া যখন আমরা শব্দের অন্যান্য কারণ চিন্তা করি তখন এখানে আমরা প্রসংগের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

১ কয়েক বছর বা যুগের পরে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়। লোকেরা নতুন ভাবে তা প্রয়োগ করতে শুরু করে। যখন অথরাইজড্ ভারসন অনুবাদ করা হয় তখন 'pervent' মানে ছিল "আগে

যাওয়া"। মূল ভাষার বেশ কাছের অর্থ ছিল তা। কিন্তু ৩৬০ বছর পরে এর সাধারণ অর্থ দাড়িয়েছে "বাধা" বা "থামা"। অথরাইজড্ ভারসনের ১ থিষলনীকীয় ৪:১৫ বলেছে," we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede (prevent) those who have fallen asleep. (RSV) সত্যি, আমরা তাদের বাধা দেব না কিন্তু পৌল সেই কথা এখানে বলেন নি। সেই ১৬১১ সালে যখন লোকেরা এই অনুবাদ পাঠ করত তখন তারা সঠিক ভাবেই এর অর্থ বুঝতে পারত যেমন আর এস ভি বা এভি ভারসনে বলা হয়েছে। ১৬ পদ এর অর্থ পরিস্কার করেঃ "And the dead in Christ will rise first."

যদি আমাদের শব্দের সঠিক অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করতে হয় তবে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, এখন আমাদের কাছে শব্দটির অর্থ কি এবং যে অনুবাদ আমরা ব্যবহার করছি সেই সময়ে তার অর্থ কি ছিল।

২. বিভিন্ন শব্দের অর্থ একই হতে পারে বা একই রকম হতে পারে। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, দুইটি শব্দের অর্থ কখনও একেবারে একই হতে পারে না, কিন্তু কোন কোন সময় তার অর্থ অনেকটা কাছাকাছি হতে পারে এবং অনেক সময় এর পার্থক্যটা ধরা নাও পড়তে পারে। আপনি কেমন আছেন? আপনি আপনার বন্ধুকে বললেন। হয়তো সে বলবেন "আমি বেশ ভাল অনুভব করছি।" বা আমি ভাল আছি। এই দুটি উত্তরের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু উভয় উত্তর থেকেই আপনি বুঝতে পারেন যে, তার স্বাস্থ্য ভাল। যদি সে খুব ধীরগতিতে বা আরামপ্রদ ভাবে হাঁটেন, আপনার হয়তো সেই একই রকম ভাবনা থাকবে যদি আপনি চান সে দ্রুত ও তাড়াতাড়ি হাঁটেন। অনেক সময়ই বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ এটা নির্দেশ করে না যে, তাতে অর্থের দিক থেকে খুব একটা পার্থক্য আছে। সাধারণত ভেরাইটির জন্য আমরা অনেক সময়ই সমার্থক শব্দ ব্যবহার করি এবং পবিত্র বাইবেলের মধ্যেও তা একই ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা অবশ্যই চিন্তা করব না যে, পবিত্র বাইবেলে যত বার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তার অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকবে। মথি ২০:২১, মার্ক ১০:৩৭ পদের 'রাজ্য ও মহিমা' শব্দের ব্যবহার দেখুন এবং মথি ১৮:৯ ও মার্ক ৯:৪৭ পদে 'জীবন ও ঈশ্বরের রাজ্য' শব্দটির ব্যবহার দেখুন।

অন্য দিকে, আমরা কোন কোন সময়ে শব্দ পরিবর্তন করতে পারি যেন তা অন্য অর্থ প্রকাশ করে। আমরা হয়তো একই রকম শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে আরও শক্তিশালী ও নিশ্চিত অর্থের জন্য কোন শব্দ ব্যবহার করতে চাইব। দ্বিতীয় শব্দটি হয়তো প্রথম শব্দটির সমার্থক শব্দ হতে পারে, কিন্তু তা ভিন্ন শব্দ। পবিত্র বাইবেলের লেখকগণও এই রকম ভাবে তাদের লেখার মাঝে ব্যবহার করেছেন।

এর একটি ভাল উদাহরণ আমরা পাই গালাতীয় ৬:২ পদে। অথরাইজড্ ভারসনে burden শব্দটি দুই জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আর এস ভি-তে দ্বিতীয় বারে ব্যবহার করেছে load শব্দটি। অংশটুকুর প্রসংগ দেখায় যে, সেখানে অর্থের দিক থেকে একটু পার্থক্য আছেঃ

শব্দগুলো বুঝতে পারার সঠিক জ্ঞান

প্রত্যেক লোককে অবশ্যই তার নিজের দায়িত্ব বহন করতে হবে কিন্তু অন্যদেরও সাহায্য করতে হবে তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। প্রার্থনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ১ তীমথিয় ২:১ পদে যা সমার্থক শব্দ। এর মধ্য দিয়ে কি ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রার্থনার কথা বুঝিয়েছে বা দুই বার সমার্থক শব্দ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেছে?

৩ পবিত্র বাইবেল অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করেছে যা পৃথিবীর সাধারণ চিন্তা থেকে আসে নি। একটি কফি শপের লোকেরা যেসব শব্দ প্রয়োগ করে সেই একই শব্দাবলি যখন পবিত্র বাইবেলের লেখকগণ তাদের লেখায় প্রয়োগ করেছেন তার অর্থ হয়তো এক নাও হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে, যখন আপনি শুনতে পান একজন লোক অন্য জনকে বলছে একজন ভাল লোক (a just man) তখন হয়তো আপনি জানেন সে হয়তো বুঝাতে চাইছে কেনাকাটায় সে লোকটি অন্যদের চেয়ে ভাল, ছলনাকারী নয়। ঠিক একই রকম অর্থ পবিত্র বাইবেল প্রকাশ করতে চেয়েছে যখন বলা হয়েছে ঈশ্বর ধার্মিক। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে যখন ঈশ্বরের সামনে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ধার্মিক বলা হয়েছে (রোমীয় ১:১৭) এর অর্থ আগের অর্থের চেয়ে অনেক ভিন্ন। এখানে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের তাঁর সামনে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেছেন। বিশ্বাসীদের একটি অধিকার আছে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার জন্য কারণ তাদের পাপের জন্য যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছেন। তাই এখানে ধার্মিকতার জনপ্রিয় অর্থ প্রয়োগ করা হয় নি।

৪ একই শব্দ কিন্তু তাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মাঝে মাঝে একই অনুচ্ছেদে বা অংশে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মানে হাতে পারে। প্রায়ই এই রকম ভিন্নতা হয় যাকে আমরা আক্ষরিক ও বাক্যালঙ্কার ব্যবহার বলে থাকি। ইহিস্কেল ৪৪:৫-৬ এই রকম বিষয়ের একটি ভাল উদাহরণ। ৫ পদে গৃহ আক্ষরিক অর্থে মন্দির কিন্তু ৬ পদে সমস্ত জাতিকে আবার গৃহ বলা হয়েছে। এখানে পরবর্তী দুইটি পদেই আক্ষরিক ও বাক্যালংকার ব্যবহার করা হয়েছে। যিশাইয় ৪৯:৬ পদে আলো শব্দটির ক্ষেত্রে এই রকম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

একই রকম শব্দের ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে যাকে আমরা ধর্মীয় শব্দ বলে থাকি, পুরাতন নিয়মের চেয়ে নতুন নিয়ম আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ও আরও অর্থপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে ধার্মিকতা শব্দটির ক্ষেতে বলা যেতে পারে যে, গীতসংহিতার গজল রচনাকারী তার নিজের ধার্মিকতার বিষয় প্রকাশ করেছেন যেখানে এর মানে হল ভাল নৈতিক চরিত্র, সৎ (গীতসংহিতা ১৮:২০); কিন্তু নতুন নিয়মে ধার্মিকতার আরও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে যার অর্থ খ্রীষ্টের কাজের দরুন বিশ্বাসীর প্রতি ধার্মিকতা বর্তায় কারণ সে খ্রীষ্টকে পরিত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছে (রোমীয় ৫:১৭; ফিলিপীয় ৩:৯)। সত্যি নতুন নিয়মে যত পরিস্কার ভাবে শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় পুরাতন নিয়মে তা পাওয়া যায় না। (দেখুন ১৫:৬) আশা সে রকম একটি শব্দ। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের আশা ছিল সাধারণ– ভবিষ্যতের জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পূর্ণ একটি জীবন হবে। এখন খ্রীষ্টয়ানদের আশা হল যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং আমরা একদিন তাঁর মতই হব (১ যোহন ৩:২-৩)।

শব্দগুলো বুঝতে পারার সঠিক জ্ঞান

কেমন করে শব্দ অধ্যয়ন করতে হবে?

উপরের ঘটনাবলি আমাদের দেখায় যে, যদি আমাদের পবিত্র বাইবেল বুঝতে হয় তবে আমাদের অবশ্যই শব্দগুলো বুঝতে হবে। তা করতে হলে সতর্কতার সংগে সেই সব শব্দগুলো অধ্যয়ন করতে হবে। আমরা যেসব শব্দ বুঝতে পারি না তা সহজেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু যদি আমরা তা করি তবে যে অংশটুকু আমরা অধ্যয়ন করছি তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারব না। এই ধারণা নিয়ে আমরা সাধারণ ভাবে শব্দ পাঠ করতে পারি না যে, আমরা তার অর্থ জানি। যদি তা করি তবে আমরা শব্দের অর্থ সম্পর্কে মনে একটি ফাঁপা ধারনা নিয়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে থাকব। তাই অধ্যয়ন করার সময় আমাদের থামতে হবে শব্দটির আসল অর্থ জানার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই এই ব্যাপারে আমরা অসতর্ক হতে পারি না। তাই কিভাবে আমরা পবিত্র বাইবেলের শব্দ অধ্যয়ন করতে পারি?

১. অভিধানে শব্দের অর্থ খোঁজ করা। একটি অভিধান খুবই সাহায্যকারী আমাদের কাছে শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ করে যার একটি মাত্র অর্থ রয়েছে– যেমন unicorn (গণনা ২৩:২২; গীতসংহিতা ৯২:১০), rue (লূক ১১:৪২), quaternion (প্রেরিত্ ১২:৪), এবং provender (আদিপুস্তক ২৪:২৫); এবং এমন কি bowles এবং reins, যা বিশেষ করে বাক্যালঙ্কার হিসাবে অর্থরাইজড্ ভারসনে ও সেক্সপিয়ারের লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৭:৯; ফিলিপীয় ১:৮; ২:১; প্রকা ২:২৩)।

উপরের আলোচিত বিশেষ শব্দের জন্য নয় কিন্তু সাধারণ শব্দের জন্য অভিধানে অনেক সময় দুইটি কোন কোন সময় তিনটি বা এর অধিক অর্থ দিয়ে থাকে। এর কারণ হল এই শব্দ নানান অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি অভিধান সহজেই বলতে পারে না পবিত্র বাইবেলে কোন অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দের নানা রকম সংজ্ঞা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা আমাদের সাহায্য করে শব্দটির সাম্ভাব্য অর্থ খুঁজে পাবার জন্য। কি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা আমাদের একটি ধারণা দান করে কিন্তু তা আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত দেয় না; আমাদের হয়তো এর সঠিক অর্থ লাভ করার জন্য অন্য জায়গায় খুঁজে দেখতে হবে। সুতরাং সাধারণ শব্দের জন্য অভিধান মাত্র আমাদের আংশিক ভাবে সাহায্য করে।

২. প্রসংগের আলোকে শব্দের অর্থ অধ্যয়ন করুন। ২ শমূয়েল ২:১৪ বলে, "দু'দলের কয়েকজন যুবক উঠে আমাদের সামনে যুদ্ধ (ক্রিড়া) করুক।" এখানে আক্ষরিক অর্থে ক্রিড়া শব্দটি ব্যবহার করায় মনে হতে পারে যে, তিনি একটি খেলায় অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু প্রসংগ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, এখানে দুই প্রতিযোগী রাজা ও তাদের সেনাপতিরা সম্পৃক্ত। ১৬ পদে দেখায় যে, এই যুবকেরা প্রকৃত পক্ষে একে অন্যকে ধরে মেরে ফেলেছে। সুতরাং ক্রিড়া করা এখানে একটি বিকট বা শ্লেষপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

গীতসংহিতার লেখক বলেছেন, "কারণ ঈশ্বরভক্তদের চলার পথের উপর সদাপ্রভুর খেয়াল

(জানেন) আছে।" আমরা হয়তো ধারণা করতে পরি এখানে জানেন মানে ঈশ্বর যেহেতু সব কিছুই জানেন তাই তিনি ধার্মিক লোকেরা কি করেন তা সবই জানেন। কিন্তু যখন আমরা এর কাছাকাছি প্রসংগ জানতে পারি বিশেষ করে এই পদের দ্বিতীয় অংশ থেকে তখন আমরা জানতে পারি এখানে জানেন এর অর্থ আরও বেশ শক্ত ও জোড়ালো। এক ভাবে ঈশ্বর কর্তৃক জানা; অন্য ভাবে ধ্বংস। এই বৈপরীত্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে রক্ষা করা ও যত্ন নেওয়ার অর্থ। অন্যান্য পদের একই ভাবে ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে (আদিপুস্তক ১৮:১৯)।

আর একটি উদাহরণ দেইঃ "যে অবোধ (simple), সে সকল কথায় বিশ্বাস করে" (হিতোপদেশ ১৪:১৫)। এই কথা মনে হতে পারে যে, এই শব্দের মধ্য দিয়ে হয়তো এক জন বিশ্বাসীর ভাল বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করে যার মধ্যে কোন জটিলতা নেই বা যে বেশী প্রশ্ন করে না কিন্তু ঈশ্বরের উপর সাধারণ বিশ্বাস রাখে। আবারও এখানে প্রসংগ বা পূর্বসূত্র আমাদের সত্যিকারের অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এখানে লেখক অবোধের সংগে সতর্ক লোকের তুলনা করেছেন। এখানে অবোধ মানে হল বোকা, যে সহজেই ঠকে। এখানে অবোধ কোন গুণ নয় কিন্তু দুর্বলতা। যেসব কিছুইতেই বিশ্বাস করে সে জ্ঞানী নয় কিন্তু বোকার নামান্তর।

পবিত্র বাইবেল এমন অনেক শব্দে পূর্ণ যার অর্থ আমরা প্রসংগ থেকে লাভ করে থাকি। আপনি যখন এমন কোন শব্দ পান যার অর্থ পরিস্কার নয়, সেখানে থামুন ও পুরো অংশটি পাঠ করুন। যদি দরকার হয় পুনরায় অংশটুকু পাঠ করুন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি এমন কোন ক্লু পেয়ে যাবেন যার মধ্য দিয়ে আপনি শব্দটির অর্থ খুঁজে পেয়ে যাবেন।

৩ কনকরডেন্স ব্যবহার করুন। কনকরডেন্স কি এবং তা কিভাবে আমাদের সাহায্য করে তা আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি (৫ অধ্যায়)। পবিত্র বাইবেলে এমন অনেক শব্দ আছে যা অনেক বার ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অন্যান্য শব্দ মাত্র কয়েক বার ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দের অর্থ ভালভাবে রপ্ত করতে গেলে সেই শব্দ পবিত্র বাইবেলে যত জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে সেই সব অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু ছোট কনকরডেন্স সব শব্দের তালিকা দেয় না আবার সম্পূর্ণ কনকরডেন্স হয়তো খুব বেশী তালিকা দেয় যা আপনার পক্ষে অধ্যয়ন করা খুব কষ্টকর। এক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন?

অনেক রেফারেন্স পবিত্র বাইবেলের নীচের অংশে একটি তালিকা দেওয়া হয়ে থাকে যেখানে একই অর্থে আর কোন্ কোন্ স্থানে এই শব্দের ব্যবহার আছে তার তালিকা প্রকাশ করে। এই রকম রেফারেন্স পবিত্র বাইবেল আপনাকে প্রকৃত সাহায্য দিতে পারে। এছাড়া আপনি যত বাইবলে অধ্যয়ন করবেন ততই আপনি আপনার নিজের রেফারেন্স বা শব্দ তালিকা তৈরী করতে পারবেন এবং অন্যান্য অংশ পাঠ করতে গিয়ে সেই সব তালিকা আপনার স্মরণে আসবে। যদি আপনি এমন পবিত্র বাইবেল পাঠ করে থাকেন যেখানে নীচের অংশে বেশ একটু জায়গা আছে

তবে আপনি নিজেও সেখানে লিখে রাখতে পারেন যা আপনি পড়বার সময়ে পাবেন। আমরা যেমন দেখেছি, শব্দের নানা রকম অর্থ আছে, প্রত্যেকটি সমার্থক শব্দই আপনাকে বুঝবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আলো দান করবে না।

তীত ৩:৫ পদ দেখুন, যেখানে আমরা পাঠ করি যে, "আমাদেরকে পরিত্রাণ করলেন।" এর মানে পাপ হতে আমাদের আত্মিক পরিত্রাণ। কিন্তু যখন লূক লিখলেন, আমাদের রক্ষা পাবার সমস্ত আশা ক্রমে দূরীভূত হল (প্রেরিত্ ২৭:২০), এখানে তিনি আত্মিক পরিত্রাণের কথা বলেন নি কিন্তু জাহাজটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু গ্রীক শব্দ অনুসারে একই শব্দ দুই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এটা পরিস্কার ভাবেই মনে হতে পারে যে, এটা একটা বোকামীর উদাহরণ তবুও অনেক সময় শব্দের ব্যবহার ও এর অর্থ পরিস্কার থাকে না তাই অন্যান্য জায়গায় সেই শব্দ কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উদাহারণ হিসাবে মথি ২৪:২৩ পদ কিভাবে দেখবেন?

আপনি দেখতে পাবেন যে, শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই সতর্কভাবে তা অধ্যয়ন করতে হবে। আরও অধ্যয়নের জন্য হয়তো আপনি নিম্নলিখিত শব্দগুলো দেখতে পারেন: বারম্ব যিরমিয় ১৮:১১; (দুই বার বলা হয়েছে কিন্তু একই অর্থে?); continually লেবীয় ২৪:২ এবং ১ বংশাবলি ১৬:৬; dogs ২ রাজাবলি ৯:১০ এবং গীতসংহিতা ২২:১৬; body ইফিষীয় ৩:৬ (ইফিষীয় সব জায়গায় এর ব্যবহার দেখুন); fruit যোহন ১৫:২, ৪-৫,৮, ১৬ (দেখুন গালাতীয় ৫:২২-২৩; রোমীয় ১:৩); brethren, মথি ২৫:৪০; nation মথি ২৫:৩২; crowns, গীতসংহিতা ১০৩:৪; promise, ইফিষীয় ৩:১৬ (পুরো চিঠিটি দেখুন); এবং saved, ১ তীম ২:১৫।

৯

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

তৃতীয় সাধারণ নীতি এভাবে বলা যেতে পারে: বাক্য ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে ব্যাখ্যা করুন। প্রশ্ন হল ব্যাকরণ কি? ব্যাকরণবিদেরা বলেন, ব্যাকরণের মধ্যে দুটি বিষয় আছে: শব্দের গঠন ও শব্দের সম্পর্ক। দুটাই অর্থকে প্রভাবান্বিত করে কিন্তু আমরা শেষেরটির সংগে প্রধানত যুক্ত থাকব।

এটা সত্যি যে, শব্দগুলো সবসময়েই একাকী ব্যবহার হয় না কিন্তু অনেকগুলো একসংগে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এভাবেই মাত্র এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে (যেমন আমরা এর আগের অধ্যায়ে দেখেছি)। একটি শব্দ যখনই অন্য শব্দের সংগে সংযুক্ত হয় তখন কিছু অর্থ সেখানে পরিস্কার হয়। যেমন ধরুন ouch যে শব্দের অর্থ একাকী মনে হতে পারে, প্রধানত বক্তা কোন ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু এই ব্যথা কি মৌমাছিতে কামরানোর জন্য নাকি সে কাটাযুক্ত কোন স্থানে বসেছে বা কেউ তাকে আঘাত করেছে? অন্যান্য শব্দবলি প্রয়োজন এর অর্থ পরিস্কার করার জন্য।

অন্য কোন ব্যক্তির সংগে কোন যোগাযোগ করার জন্য দুই ব্যক্তিরই শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যথাযত জ্ঞান থাকতে হবে যে, বাক্যের মধ্যে কিভাবে শব্দ একটি সংগে আরেকটির ব্যবহার হয়ে থাকে। এর অর্থ হল আমাদের দুজনকেই অবশ্যই ব্যাকরণ সম্বন্ধে জানতে হবে কিভাবে ব্যাকরণ নানা ভাবে সেই শব্দগুলোকে একটি অন্যটির সংগে সংযুক্ত করে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করার জন্য।

আসুন দুইটি উদাহারণ দেখি কিভাবে ব্যাকরণের নীতি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ১ করিন্থীয় ১১:২৭ পদে আমরা পাঠ করি, "অতএব যে কেউ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটি ভোজন কিম্বা পানপাত্রে পান করবে, সে প্রভুর শরীর ও রক্তের দায়ী হবে।" যখন আমরা জিজ্ঞেস করি অযোগ্যরুপে এর মানে কি, তখন আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে এটি কাউকে খাবার বা পান করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর মানে অযোগ্যরূপে যে কেউ খায় বা অযোগ্যরূপে যে কেউ

পান করে? অনেক লোক চিন্তা করে এর মানে প্রথমে হল– কোন অযোগ্য ব্যক্তির প্রভুর ভোজ নেওয়া নিষেধ। কারণ তারা নিজেরাও ভাবে তারা অযোগ্য ব্যক্তি, তাই তারা প্রভুর ভোজে অংশ-গ্রহণ করে না। যাহোক, যখন আমরা এর ব্যাকরণ দেখি, তখন জানতে পারি যে, এটা এর অর্থ হতে পারে না। অভিধান আমাদের বলে যে, অযোগ্যরূপে শব্দটি হল একটি সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ, এবং ব্যাকরণের বই আমাদের বলে যে, সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদকে মডিফাই করে নাউন বা নামপদকে নয়। সুতরাং অযোগ্যরূপে এই শব্দটি কোন ব্যক্তিকে নয় কিন্তু খাবারকে বা পান করাকে নির্দেশ করে।

আর এস ভি এবং অন্যান্য অনুবাদে unworthily অনুবাদ করেছে an unworthy manner. কেউ অবশ্যই প্রভুর ভোজে অংশ নিতে দ্বিধা করবে না এই কারণে যে, সে অযোগ্য। (যদি না সে জ্ঞানত পাপ তার নিজের জীবনে ধরে রাখে অবশ্য সেটা অন্য ব্যাপার।) আমরা সবাই অযোগ্য। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কারণে এবং তার যোগ্যতায় তাঁর উপর একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যোগ্য বিবেচিত হই এবং প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু আমরা অযোগ্যরুপে গ্রহণ করতে পারি: যদি আমাদের যথাযত ভক্তি না থাকে বা আত্মিক বিচারবুদ্ধি না থাকে। অন্যদের জন্য আমাদের হয়তো বা সঠিক চিন্তা নাও থাকতে পারে; আমরা হয়তো খাবার-দাবার নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি। এই পদে এই রকম মন্দতার বিষয়েই বলা হয়েছে। ব্যাকরণের কল্যাণেই আমরা এটা জানি কারণ আমরা স্বীকার করি যে, গুরুত্বপূর্ণ সেই শব্দটি হল সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ বা এডভারব কোন এডজেকটিভ নয়।

এরপর ধরা যেতে পারে যোহন ২১:১৫ পদ যেখানে যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে যোহনের পুত্র শিমোন, এদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম কর?" সংগে সংগেই আমরা চিন্তা করি কার চেয়ে, কিসের চেয়ে? অভিধান আমাদের বলে যে এদের (these) হল demonstrative pronoun Ges this এর বহুবচন। যখন আমরা ঃযবং শব্দটি বের করি এবং আমরা শিখি যে, এটি একটি demonstrative pronoun ev adjective "কাছের, বর্তমান প্রসংগের বা এই মাত্র আলোচনা করা হয়েছে বা করা হবে এমন কোন ব্যক্তি বা জিনিষকে বুঝায়"। আমরা দেখতে পাই এটা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে পারে এবং তা এমন কিছু যা বর্তমান প্রসংগের বিষয় বস্তু। যীশু খ্রীষ্ট যখন পিতরের সংগে কথা বলছিলেন তখন সেখানে কাছে কি বা কে ছিল? হ্যাঁ, কোন কোন সাহাবী। কোন জিনিষ কি ছিল? হ্যাঁ, কিছু মাছ যা তারা ধরেছিল সুতরাং ব্যাকরণ জানার মধ্য দিয়ে সাম্ভব্য এর অর্থ কি তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে "এদের" মানে কি। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের অন্যান্য নীতিও অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। প্রসংগ বা পূর্বসূত্র (১ পদ) আমাদের বলে যে পিতর মাছ ধরার কাছে ফিরে গিয়েছিল, যদিও যীশু খ্রীষ্ট সেই মাছ ধরার কাজ থেকে তাদের আহ্বান করে তাঁর সাহাবী করেছিলেন। সুতরাং হয়তো যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও পিতর মাছ ধরার কাজকে আরও বেশী ভালবাসতেন। পিতর নিজেও এর আগে বলেছিলেন যে, তিনি অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

যীশু খ্রীষ্টকে আরও বেশী ভালবাসা করেন (মথি ২৬:৩৩) সুতরাং হয়তো যীশু খ্রীষ্ট তার সেই ভালবাসার গর্বের কথাকে এখানে চ্যালেঞ্জ করছেন।

ব্যাকরণ সবসময়েই যে আমাদের প্রকৃত অর্থ করতে সাহায্য করে এমন নয়, কিন্তু এটির সাম্ভাব্য অর্থ কি হতে পারে তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। আমরা যে কোন অর্থই গ্রহণ করতে পারি না যা এই নীতিকে অস্বীকার করে। এভাবে পবিত্র বাইবেল হৃদয়াঙ্গম করার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা কোন স্ট্রেইঞ্জ বিষয় নয়। মানুষের মুখের সাধারণ ভাষার নিয়ম-নীতি অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারা খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

ব্যাকরণের উপাদানগুলো জানা

যদি ব্যাকরণের নিয়ম-নীতি অনুসারে আমাদের পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করতে হয় তবে ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। এটা হয়তো ভাল হবে যদি আপনি ব্যাকরণ বই নিয়ে পড়তে শুরু করেন ও এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান আবার একটু ঝাজালো করে নেন। নিশ্চিত হোন যে, আপনি পার্টস্‌ অব স্পিচ বুঝতে পারেন: নাউন, ভারব, প্রনাউন, এডজেকটিভ এডভারব, প্রিপজিশন, কনজাংকশন, এবং ইন্টারজেকশন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রত্যেকটি বিষয় শব্দের সংগে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে বাক্য গঠন করে ও অর্থের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আপনার হয়তো সব কিছু নিঁখুত ভাবে জানা দরকার নেই কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে।

একটি সাধারণ ইংরেজী বাক্য আমাদের বলে এর সাবজেক্ট বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। সাবজেক্ট হল এমন কিছু যে কিছু করে বা কিছু করার আছে: জনি একটি বালক। সে একটি আপেল চুরি করেছে ও শাস্তি পেয়েছে। সাধারণত, সাবজেক্ট প্রথমে বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর ভালবাসা। এখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। সুতরাং প্রভু ধন্য। অবশ্য কবিতার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় শব্দের বিন্যাশ পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। হতে পারে যে এখানে ধন্য শব্দটির উপর বেশ জোড় দেওয়া হয়েছে।

যদিও এ সময়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হব। যদি আমরা বলি, "ভালবাসাই সদাপ্রভু" আমরা একই শব্দাবলি ব্যবহার করছি যখন আমরা বলছি "ঈশ্বর ভালবাসা" কিন্তু এখানে অর্থের অনেক পার্থক্য আছে। এখন আমরা ভালবাসা সম্বন্ধে কিছু বলছি। কোন কোন লোক বলতে পারে যে, এই বাক্যে খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে শিক্ষা আছে তা ধ্বংস করা হয়েছে। ঈশ্বর কখনও ভালবাসার সংগে একইরূপ নয়। একজন মায়ের ভালবাসা কখনও ঈশ্বরের প্রেমের সংগে এক নয়। তাই আমাদের পবিত্র বাইবেলের বাক্যগুলো সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, দেখতে হবে কখন ও কিভাবে শব্দের অর্ডার বা ব্যবহার অর্থকে প্রভাবান্বিত করে।

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

ক্রিয়াপদ ও তাদের কালসমূহ

বাক্যের ক্রিয়াপদ, "সক্রিয় শব্দাবলি" যে কোন ভাষা বুঝবার ক্ষেত্রে এমন কি, পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিষয় যা আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে তা হল কাল বা সময়। একটি ক্রিয়াপদ সাধারণত নির্দেশ করে হয়তো তা অতীত কাল, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের: "আমি খেয়েছি, আমি খাই, ও আমি খাব"। কিন্তু যেহেতু এটি তত সহজ বিষয় নয় তাই আসুন এটি আরও সতর্ক ভাবে দেখি।

১. অতীত কাল। অতীত কাল হয়তো প্রকাশ করে অতীত কালে কোন কিছু ঘটে গেছে। রোমীয় ৭:৯, "পাপ জীবিত হয়ে উঠল, আর আমি মরলাম"। এটা এও দেখাতে পারে যে, এটা অনেকবার ঘটে, কোন কিছু বার বার ঘটে যা অভ্যাসগত। ১ করিন্থীয় ১৩:১১, "আমি বলেছি ... আমি চিন্তা করেছি ... আমি শিশুর মত চিন্তা করছি।"

২. বর্তমান কাল। বর্তমান কাল প্রকাশ করে একটি সার্বজনীন সত্য, যা কোন একটি বিশেষ সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। যোহন ৪:২৪, "ঈশ্বর আত্মা"। এখানে বিষয় হল ঈশ্বর আত্মা শুধু মাত্র এখনই নয় বা তিনি আত্মা হিসাবেই চলতে থাকবেন তা নয় কিন্তু এটা তাঁর প্রকৃতি। বর্তমান কাল এটাও দেখায় যে, যা কিছু চিরকালীন ভাবে সত্য, যা চলে আসছে বা ঘটতে থাকবে। লূক ১২:৫৪, "যখন তোমরা মেঘ দেখ .... বলে থাক।" এটা বারে বারেই সত্য। মথি ২৩:১৩, "নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না" দেখায় চলমান মনোভাব বা ব্যবহার। বর্তমান কাল এমন কি, নিকট ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা প্রকাশ করতে পারে। মথি ২৬:২, "আর দুই দিন পরেই নিস্তার পর্ব।"

৩. ভবিষ্যত কাল। ভবিষ্যত কাল সাধারণ ভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। যোহন ১৪:৩, "আমি আসব।" আবার সাধারণ ভাবে তা আদেশমূলকও হতে পারে। মথি ৫:২১ (পুরাতন নিয়ম থেকে কোট করছি) "তুমি খুন করবে না।" যদিও এখানে বাক্যের গঠন ভবিষ্যত কালের কিন্তু এখানে যে অর্থ প্রকাশ পায় তা সর্বকালীন।

কাল নিয়ে বিশেষ সমস্যা আসে বিশেষ ভাবে শাস্ত্রের মধ্যে যেসব অংশ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক, বিশেষ ভাবে পুরাতন নিয়মে। (এছাড়া, দেখুন ১৯, ৪ অধ্যায়)। বেশীর ভাগ ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যত কালের বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত যা ক্রিয়াপদের দ্বারা ভবিষ্যত কালের জন্য– কিন্তু সব নয়। কোন কোন সময় অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় বেশীর ভাগই অতীত কালে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এটা ভবিষ্যতের খ্রীষ্টের কাজের বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। মথি ৮:১৬-১৭ দেখায় যে, যিশাইয় ৫৩:৪, "তিনি আমাদের ব্যথা সব বহন করেছেন" যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী দেবার শত শত বছর পরে। ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বর্তমান কালও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে ভবিষ্যত কালের জন্য। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ের বড় একটা অংশে বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীতে খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে

(তুলনা করুন যোহন ১৯:২৩-২৪ পদের সংগে গীতসংহিতা ২২:১৮ পদ)।

এসব কি পবিত্র বাইবেলের কাল ব্যবহার নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছে? এর মানে কি এই যে, সেখানে কোন প্রকৃত অর্থ নেই বা সেই সব অর্থ বের করা আমাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক? আসলে তা নয়। আমরা কালগুলোর সম্ভাব্য অর্থ কি হতে পারে সেই কথা চিন্তা করছি। যখন আমরা জানি এটা সম্ভব, তখন আমরা এর প্রকৃত অর্থ কি তা খুঁজে পেতে পারি। এরপর আমরা এর প্রসংগ ও অন্যান্য জায়গা খুঁজে দেখতে পারি এবং সাধারণ ভাবেই আমরা এর প্রকৃত মানে কি হতে পারে তা বুঝতে পারি। অবশ্য সেখানেও অনেক সমস্যা আছে; আমাদের আরও প্রার্থনাপূর্বক অধ্যয়নের জন্য সিরিয়াসলি প্রস্তুত হতে হবে।

কোন কোন সময় কাল এমনভাবে অর্থকে প্রভাবান্বিত করে যা আমরা সহজে দেখতে পাই না। উদাহরণস্বরূপ, ১ যোহন ৩ পদে বেশ কঠিন ব্যাখ্যা করার জন্য। ৬ ও ৯ পদে এই কথা লেখা আছে, “যে কেউ পাপ করে, সে তাঁকে দেখে নাই এবং জানেও নাই ... যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপ করে না।” এই পদগুলোকে কি সম্পূর্ণরূপেই বুঝতে হবে? এতে কি বলে যে, কোন সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় কখনও পাপ করবে না? কোন কোন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস করে এটাই তার অর্থ, কিন্তু বেশীর ভাগ পবিত্র বাইবেলের ছাত্ররা তা মনে করে না। কারণ এই রকম অর্থ পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য অংশের সংগে বিরোধিতা করে। মনে হয় এই পদগুলোতে এরকম কথাই বলে কিন্তু তা আমাদের সতর্কতার সংগে দেখতে হবে।

এখানে আমাদের দেখতে হবে পাপ ও পাপ করা বর্তমান কাল, এবং আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, বর্তমান কালের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে। আমাদের এরপরে অন্যান্য চিঠিগুলো দেখতে হবে এবং অন্যান্য বিষয়ও ভাবতে হবে: (১) যোহন বিশ্বাসীদের কাছে লিখছেন (২:১১-১৪); (২) তিনি অবশ্যই তাদের সাম্ভব্য পাপের বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন (২:১, ১৫; ৩:১১-১২); এবং (৩) এই সম্ভবতার মধ্যে তিনি নিজেকেও অর্ন্তভূক্ত করেছেন। এমন কি, একটি পাপ করা দেখায় যে, একজন যদি খ্রীষ্টিয় না হয়ে থাকে তবে সে কেন বলে যে সে ঈসায়ী, “আমি তোমাদের কাছে লিখছি যেন তোমরা পাপ না কর (২:১) এবং “যদি আমরা বলি আমরা পাপ করি নি, আমরা নিজেদের ঠকাই” (১:৮)?

১ যোহন ৩:৬-৯ পদের অন্য অর্থই বা কি হতে পারে? বর্তমান কাল প্রকাশ করে চলমান কিছু বা অভ্যেসগত ভাব যা চলছে। সেটা কি কারণসম্মত অর্থ হতে পারে? আমরা সতর্কভাবে ১ যোহন পাঠ করলে দেখব তিনি খুব শক্ত ভাবে বিপরীত বিকল্প কিছু উপস্থিত করছে: আলো ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা, জীবন ও মৃত্যু, ধার্মিকতা ও পাপ। এর প্রত্যেকটি তিনি নিশ্চিতরূপে উপস্থিত করেছেন যদিও এসব এটা বা ওটা হতে পারে– সমস্ত আলো বা সমস্ত অন্ধকার বা সমস্ত ধার্মিকতা বা সব পাপ। যাহোক, আমরা জানি এবং ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার করে যে, আমাদের অভিজ্ঞাতা কখনও সম্পূর্ণ বা নিশ্চিতরূপ নয়। যোহন নিজেও তা স্বীকার করেছেন। সুতরাং

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

আমরা এই কথা বুঝতে পারি যে, যোহন খুব শক্ত ভাবে এই সত্য উপস্থিত করছেন যা আমরা পবিত্র বাইবেলের সর্বত্রই দেখতে পাই: যে লোক সদাপ্রভুকে জানে সে অবশ্যই পবিত্র ও ধার্মিকতায় জীবন যাপন করবে; সে কোন মতেই যে পাপ করতেই থাকে তার মত হবে না। অন্যান্য অনেক অনুবাদ এই বিষয়টি পরিস্কার করেছে এবং এই রকম বিষয়ে অন্যন্য অনুবাদ পরীক্ষা করাও বেশ মূল্যবান হবে।

সর্বনাম পদ, সম্বন্ধ পদ, ও সংযোগ অব্যয়

এই কথা মনে হতে পারে যে, সর্বনাম পদগুলো সাধারণ শব্দ কিন্তু তা আমাদের সতর্কতার সংগে দেখতে হবে। সর্বনাম পদ আসলে নামপদ বা নাউনের পক্ষে দাঁড়ায়। "যীশু খ্রীষ্ট বৈথেনিয়ায় আসলেন এবং তারপরের দিন তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করলেন", এই বাক্যে সর্বনাম পদ তিনি যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করেছে। প্রায় সময়েই কোনটি সর্বনাম পদ বা কোনটি নামপদ তা বুঝবার জন্য কোন সমস্যা হয় না। "করিম বের হয়ে গেল ও সে রহিমের সাক্ষাত পেল।" এখানে সে বলতে করিমকেই বুঝায়। কিন্তু এটির বিষয়ে কি বলবেন: "রহিম করিমের কাছে গেল সে তাকে একটি বই দিল?" আমরা কি নিশ্চিত করে বলতে পারি কে কাকে বই দিল? যদি আমরা এর প্রসংগ বুঝতে পারি তবে হয়তো জেনে থাকব কাকে বইটি দেবার জন্য বলা হয়েছে।

সাধারণত ইংরেজী ভাষায় এমন কি, পবিত্র বাইবেলের সর্বনাম পদ নির্দেশ করে কাছাকাছি কোন নামপদের বা নাউনের; কিন্তু তা সব সময়েই সত্য হয় না। আসুন কিছু কিছু পদ দেখি।

প্রেরিত্ ৭:৫৯: যখন সাক্ষীরা স্তিফানকে পাথর মারছিল তখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, "যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।"

এখানে কোন সমস্যা নেই বুঝবার জন্য।

লূক ১১:৩৭ "তিনি কথা বলছেন এমন সময়ে এক জন ফরীশী তাঁকে ভোজনের নিমন্ত্রন করল; আর তিনি ভিতরে গিয়ে ভোজনে বসলেন।" কে ভিতরে গেল? অবশ্যই যীশু খ্রীষ্ট যদিও এখানে ফরীশী নামপদের সবচেয়ে কাছের সর্বনাম পদ। প্রসংগ থেকে এর অর্থ পরিস্কার। (এছাড়া, দেখুন ২ বংশাবলি ২৪:২৪; যোহন ১৩:১, ৩; ১১:৩)।

আর এস ভি ভরসন থেকে ইফিষীয় ১:৩-১১ পদ পাঠ করুন। এখানে সর্বনাম পদের অর্থ একেবারে পরিস্কার নয়। কোন কোন সময় সে/তিনি পিতা সদাপ্রভুকে নির্দেশ করে আবার কোন কোন সময় খ্রীষ্টকে। আমাদের নিবির ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোথায় অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে।

যিশাইয় ৩৭:৩৬ "পরে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করে অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করলেন; লোকেরা প্রত্যুষে উঠল, আর দেখ, সমস্তই মৃত দেহ।" যদি অথরাইজড্ ভারসন দেখেন তবে এই পদটি বেশ মজার মনে হবে কারণ মনে হবে মৃত লেকেরা উঠেছে।

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

এখানে যে ধাঁধা তা হল অথরাইজড্ ভারসনে 'তারা' (they) দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে। আর এস ভি অনুবাদে এটি পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আপনি দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ১৫-১৬ পদ দেখতে পারেন। এখানে সে, তুমি, তারা একই লোকের কথা বলা হয়েছে। মার্ক ৫:১৮– "সে তাঁকে বিনতি করল, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।" ইংরেজী অনুবাদে এখানে কে কার সংগে থাকতে পারে সেটা পরিস্কার নয়।

সর্বনাম পদ অর্থের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এক সময়ে, বিশেষ করে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের শাস্ত্র খুবই নিবর ভাবে পাঠ প্রয়োজন হয়ে পরত বিশেষ ভাবে সর্বনাম পদ কাকে নির্দেশ করে তা দেখতে। চেষ্টা করুন অথরাইজড্ ভারসন থেকে যাত্রা পুস্তক ১:১২; যিশাইয় ১০:২৬-২৭ (যরং) এবং যিশাইয় ৩৩:৫-৬ (he and his) বলতে কাকে বুঝিয়েছে।

বাক্যের গঠনের ক্ষেত্রে শব্দের অন্য দুইটি সংযুক্তি একটু আলোচনা করা প্রয়োজন যাদের বলা হয় objective Ges subjective genitive। এদের প্রত্যেকটিই একটি নামপদ দিয়ে শুরু হয় যার মধ্যে কিছু মৌখিক ধারণা থাকে যেমন ভালভাসা, ভয়, বা ডাকা ইত্যাদি। একটি প্রিপজিশন তাকে অন্যটির সংগে যুক্ত করে যাকে আমরা genitive construction বলে থাকি, যেমন, love of God. এখন প্রশ্ন আসে: এখানে কি ঈশ্বর তাকে ভালবাসে বা সে ঈশ্বরকে ভালবাসে? এখানে তিনি কি সাবজেক্ট বা মৌখিক ধারণার অবজেক্ট? ইংরেজীতে এখানে দুটি অর্থই সম্ভব তবে একই সংগে নয়। আমাদের এখানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটি সঠিক। যদি ঈশ্বর এখানে প্রেমিক হন তবে তা subjective genitive। যদি তাকে ভালবাসা দিতে হয় তবে objective genitive।

উদাহরণস্বরূপ, ২ করিন্থীয় ৫:১৪ "কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের বশে রেখে চালাচ্ছে"। এখানে আমাদের জন্য খ্রীষ্টের প্রেম (খ্রীষ্ট হলেন সাবজেক্ট) বা তাঁর জন্য আমাদের প্রেম (খ্রীষ্ট হলেন অবজেক্ট)? তাই উত্তর পাবার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রসংগ বা পূর্বসূত্রের কাছে যেতে হবে, সম্ভবত কোন সমার্থক বাক্য খুঁজে বের করতে হবে যেখান আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এই রকম অন্যান্য পদ হল আদিপুস্তক ১৮:২০ (অথরাইজড্ ভারসন); যোহন ৫:৪২ এবং ১ তীমথিয় ৪:১।

সংযোগ অব্যয়, বাক্যের মধ্যে প্রধান সংযোগকারী শব্দও অর্থ করার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সহজ বাক্যের কথা চিন্তা করুন: "আমি সবজী খাই এবং আমি শক্তিশালী।" এখন এবং এর পরিবর্তে অন্য কোন সংযোগকারী শব্দ এই বাক্যের জন্য খোঁজ করুন। উদাহারণ স্বরূপ, "আমি সবজী খাই কারণ আমি শক্তিশালী।" এরপর "আমি সবজী খাই যখন আমি শক্তিশালী।" এছাড়া তবুও, সুতরাং, যদিও ইত্যাদি শব্দ দিয়ে চেষ্টা করতে পারেন। চিন্তা করুন, এখানে প্রায় সব বাক্যেরই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রকম। লূক ১২:১৫, ২৩, ৩২ এই তিনটি পদে সংযোগকারী শব্দ 'জন্য' খুঁজে পাবেন। এখানে আপনার দেখতে কষ্ট হবে না যে, কিভাবে সংযোগকারী শব্দ আদেশের সংগে সংযুক্ত করেছে লোভ না করতে, ভয় না পেতে ও ভীতু না হতে।

ব্যাকরণ সঠিক ভাবে উপলব্দি করা

আপনাকে অন্যান্য ব্যাকরণের উপাদানও অবশ্যই জানতে হবে। যথেষ্ট জায়গা নেই বলে এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করা গেল না, কিন্তু যদি আপনি আপনার পবিত্র বাইবেলকে গভীর ভাবে জানতে চান তবে আপনাকে সেই সব উপাদানের সংগেও পরিচয় হতে হবে। তাই একটি ব্যাকরণ বই একটি আত্মিক পরিচর্যা হতে পারে!

আরও কিছু গাইডলাইন

এখানে আরও চারটি গাইডলাইন দেওয়া হল যা আপনার অধ্যয়নে ব্যাকরণের নীতি প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে:

১. যেখানে একটি পদ বা অংশ বিশেষের অর্থ পরিস্কার নয় তখন এর প্রধান শব্দ চিহ্নিত করুন এবং ব্যাকরণর নিয়ম অনুসারে তার অর্থ করুন, অর্থাৎ এর পাটস্ অব স্পিচ অনুসারে শব্দগুলোর একটি সংগে আরেকটির সম্পর্ক নির্ণয় করুন, ইত্যাদি। দরকার পড়লে ব্যাকরণ বই ও অভিধানের সাহায্য নিন।

২. শব্দের সংগে আশে পাশে থাকা অন্য শব্দগুলোর যোগাযোগ কি তা অধ্যয়ন করুন।

৩. পুরো অংশটুকুর সম্ভাব্য অর্থ বের করতে চেষ্টা করুন।

৪. যদি সেখানে একের অধিক সম্ভাব্য অর্থ থাকে তবে অন্য নীতি বিশেষ করে প্রসংগ বা পূর্বসূত্র নীতি প্রয়োগ করুন।

আসুন পবিত্র বাইবেলের একটি অংশের উপর এই নীতিগুলো প্রয়োগ করি: যোহন ১:৪১, "তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁকে বলেন"। এই পদে আমাদের প্রত্যেকটি শব্দ সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই কারণ এটা বুঝবার জন্য এখানে যথেষ্ট সমস্যা নেই। একটি শব্দ যদিও একটু সমস্যা দিচ্ছে তাহল প্রথমে। এখানে আমরা শব্দের ধারাবাহিকতার কথা একটু চিন্তা করতে পারি। আমরা এখানে দ্বিতীয় একটা শব্দের প্রত্যাশা করি, হতে পারে এর তৃতীয় বা আর অনেক। সুতরাং এখানে যা ঘটে গেছে তা প্রথমটির পরে হয়তো আরও অন্য ঘটনা আছে। সেটা কি?

অভিধান আমাদের বলে যে, প্রথম শব্দটি হল একটি বিশেষণ (যেমন বলে থাকে, প্রথম বছর) বা সাহায্যকারী ক্রিয়াপদকে (অর্থ "এর আগের কোন কিছু)। যোহন ১:৪১ পদে একটি বিশেষণ হিসাবে এটার অর্থ হতে পারে আন্দ্রিয় প্রথম দেখেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তার ভাইকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং পরে তার বন্ধু তার ভাইকে খুঁজে পেয়েছে। প্রত্যেকেই খুঁজে পেয়েছে কিন্তু আন্দ্রিয় প্রথমে পেয়েছে। একটি সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ অনুসারে প্রথমে মানে হল আন্দ্রিয় প্রথমে কিছু করেছে অন্য কিছু করার আছে। প্রথমে তিনি তাঁর ভাইকে খুঁজে পেয়েছে;

পরে অন্যদের খুঁজে পেয়েছে।

এই প্রত্যেকটি অর্থ কি কোন প্রকার অনুভূতি বা বোধের সৃষ্টি করে? যদি তাই হয়, তবে দুইটি সাম্ভব্য অর্থ বা ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে। তবে কোনটি ঠিক। সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য অন্য কোন নীতি আমাদের আছে কি যা আমাদের পরিচালনা করতে পারে? পূর্বসূত্র কি আমাদের এমন কিছু বলে যাতে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে? আমার মতে যতটুকু বুঝা যায় এখানে কিছুই নির্দিষ্ট নয়। সমান্তরাল বা প্যারালাল কোন অংশ দেখতে চেষ্টা করা যাক। নতুন নিয়মের এমন অন্য কোন অংশ দেখি যেখানে আন্দ্রিয়ের কথা লেখা আছে: মার্ক ১৩:৩; যোহন ৬:৮; ১২:২২ এবং প্রেরিত্ ১:১৩। এখানে এমন কি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে যা আন্দ্রিয় করেছেন? এটা কি সত্যি যে, তার ভাইকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসবার পরে তিনি অন্যদেরও যীশু খ্রীষ্টের কাছে এনেছেন? এটা কি আমাদের পদগুলো বুঝবার জন্য কোন চাবি হতে পারে?

আপনি পবিত্র বাইবেলের অনেক অংশের মধ্যেই ব্যাকরণে এমন অনেক সমস্যা পাবেন। আপনি যখন তাদের অধ্যয়ন করছেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার জন্য আপনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। অন্যান্য অধ্যয়নের জন্য আপনি হয়তো দেখতে পারেন:

দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৬: “কিন্তু নিজে ঋণ নেবে না”- এটা কি প্রতিজ্ঞা না আদেশ?

গীতসংহিতা ১৪:১ এখানে তারা (বহুবচন) কাদের কথা বলা হয়েছে?

গীতসংহিতা ৩৭:১ “তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হোয়ো না” - এখানে ক্রিয়াপদের সাবজেক্ট কে? এর বিশেষ তাৎপর্য কি?

হিতোপদেশ ৫:২১ অথরাইজড্ ও আর এসভি থেকে পাঠ করুন এবং চেষ্টা করুন এখানে সে ও তার কাকে বুঝিয়েছে।

লূক ৩৪:৪৮: অথরাজাইড্ ভাসরসন ও আর এস ভি থেকে পাঠ করুন। দেখুন দুটিতে দুই রকম ‘প্রত্যাশা দ্বারা’ ও ‘এই প্রত্যাশার মধ্যে’ আছে। কোনটি আসলে সবচেয়ে ভাল?

২ করিন্থীয় ৫:১৯: “এর অর্থ হল, ঈশ্বর মানুষের পাপ না ধরে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন।” এখানে মসীহে কার সংগে যুক্ত? এটার মানে কি সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন, আর এই ভাবেই তাঁর ঐশ্বরকি প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছিল? বা ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সম্মিলন করিয়েছিলেন, অর্থাৎ খ্রীষ্ট ছিলেন এমন একজন যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্মিলন করেছেন? ব্যাকরণর দিক থেকে উভয় অর্থই সম্ভব।

১০

লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করা

চতুর্থ সাধারণ নীতি দুইটি বিষয় নিয়ে কাজ করে: লেখকের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা অনুসারে এই নীতা ব্যাখ্যা করা। এই দুটি বিষয় এতই নিবির ভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, যখন আমরা এর মধ্যেকার পার্থক্য দেখতে চাই তখন আমরা দু'টি বিষয় এক সংগেই দেখতে চাই।

লেখকের উদ্দেশ্য হল এই লেখার পেছনে যে লক্ষ্যবস্তু বা অবজেকটিভ তার মনে ছিল তা। যোহন যখন ১ যোহন ৫:১৩ লিখেছেন, "তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাস কর, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।" তখন তিনি খুব পরিস্কার ভাবেই তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। একজন লেখক পরিকল্পনা হল যেভাবে তাঁর লেখার অবকাঠামো নির্মাণ করেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ইফিষীয় হল একটি স্বীকৃত অবকাঠামো। প্রথম তিনটি অধ্যায় তিনি খ্রীষ্টয়ানদের আহ্বান করেছেন এবং এর পরের তিনটি অধ্যায়ে তাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা আলোচনা করেছেন। ৪ অধ্যায়ের প্রথমে পৌল যে সুতরাং শব্দটি দিয়ে শুরু করেছেন তার মধ্য দিয়ে আমরা আংশিক ভাবে তা বুঝতে পারি।

উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার যে উদাহরণ দেওয়া হল তা দেখতে খুবই সহজ, কিন্তু সব সময়ই তা তত পরিস্কার হয় না। প্রকৃত পক্ষে পবিত্র বাইবেলের বেশীর ভাগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলা হয় নি, এবং বেশীর ভাগ কিতাবেই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারা কঠিন। অন্য দিকে শাস্ত্রের পরিকল্পনা উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেকটা সহজ। যেহেতু আমরা চতুর্থ নীতিটি প্রয়োগ করতে পারি না যদি না আমরা লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা শিক্ষা করতে না পারি, আর যেহেতু লেখকের উদ্দেশ্য আবিস্কার করা বেশ কঠিন কাজ, তাই ব্যবহার করার জন্য এই নীতিটি অন্য নীতিগুলোর চেয়ে একটু শক্ত। সেজন্য এই নীতিটি আমরা হয়তো খুব একটা বেশী ব্যবহার করতে পারব না। কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি, তাই কিভাবে এটি ব্যবহার করা যায় তা শিক্ষা করার জন্য কিছু উদাহরণ আমরা ব্যবহার করব।

লেখকের উদ্দেশ্য

যোহন তার ২০:৩১ পদে তার সুখবর লেখার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন: "কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস আন যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে

লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করা

ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসের মাধ্যমে অনন্ত জীবন পায়। এখানে তিনটি মহান বাস্তবতা আছে: ব্যক্তি হিসাবে খ্রীষ্ট, বিশ্বাস ও জীবন। যোহন বলেছেন, তিনি এই চিহ্নের বিষয়ে লিখেছেন যাতে লোকেরা এই বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সেজন্য প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজ সম্ভবত ব্যক্তি হিসাবে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে এবং এর মধ্য দিয়ে বিশ্বাস ও জীবনের অর্থ প্রকাশ করে। এই কথা মনে রেখে আমরা প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজের অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করতে পারি। উদাহরণ হিসাবে আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রথম চিহ্ন কাজটির কথা বলতে পারি যা যোহন ২:১-১১ পদের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে ব্যক্তি হিসাবে খ্রীষ্টের কি প্রকাশ করে। নিশ্চিত ভাবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, এই বাস্তব পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী তাই প্রকাশ করে। ১১ পদ যেমন আমাদের কাছে বলে তেমনি তাঁর শিষ্যেরাও এটা স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর এই অলৌকিক কাজ "তাঁর মহিমা প্রকশ করেছে"।

এছাড়া, এই চিহ্নকাজ আত্মিক জীবন সম্বন্ধেও অনেক কিছু প্রকাশ করে। মানুষের অস্তিত্ব সব সময়েই তার ব্যর্থতার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে, আংগুর-রস কম পরার মধ্য দিয়ে যেমন এটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট জীবনের উপচয় দান করেন, সেখানে কোন কমতি নেই এবং আরও ভাল গুণ সম্পন্ন (ভাল আংগুর-রস) পাওয়া যায়। এই জীবন পর্যাপ্ততা ও তৃপ্তিদায়কতার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে।

এখানে বিশ্বাস সম্বন্ধেও শিক্ষা রয়েছে। মরিয়মের বিশ্বাস, খ্রীষ্টের উপর তাঁর পূর্ণ নির্ভরতা ৫ পদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। "তিনি যা বলেন তা কর" মরিয়মের এই কথার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বাস বাধ্যতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে এবং তখন লোকেরা মরিয়মের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিষ্যেরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং এর ফলে তাঁর উপর বিশ্বাস এনেছেন (১১)। যোহনের লেখার উদ্দেশ্য জানতে পারলে তখন মরিয়মের কাজের আত্মিক ক্ষুধা দেখতে পেতে আমাদের সাহায্য করে।

লেখকের পরিকল্পনা

লেখকের পরিকল্পনার আলোকে ব্যাখ্যা করার উদাহরণ আদিপুস্তক পুস্তকে পাওয়া যেতে পারে। সতর্কভাবে আদিপুস্তক পাঠ করলে যে কেউ যেসব শব্দ গুচ্ছের পুনরুক্তি দেখতে পাবে তা হল এই হল বংশ তালিকা ... (আদিপুস্তক ২:৪; ৫:১; ৬:৯; ১০:১; ১১:১০,২৭; ২৫:১২, ১৯ ৩৬:১;৩৭:২– আর এস ভি অনুবাদ কোন কোনটি একটু ভিন্ন ভাবে অনুবাদ করেছে।) এতগুলো পদ কোন দুর্ঘটনা বসত এখানে দেওয়া হয় নি। এখানে এর গুরুত্ব কি এবং তা এই পুস্তকটি বুঝবার ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে? প্রত্যেকটি রেফারেন্সের ক্ষমতা দেখতে হলে আপনি পদ সহ একটি টেবিল করুন এবং এদের সব তালিকা করে এর সংগে এর ঘটনাবলি যুক্ত করুন; যেসব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ও অংশগুলোর বিষয়বস্তু, (অর্থাৎ বংশ-

তালিকা, কাহিনী, ইত্যাদি) এবং অংশগুলোর দৈর্ঘ ইত্যাদি লিখুন।

আপনার অধ্যয়ন করার সময় এর নানা রকম ঘটনা প্রকাশিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তকে দুইটি অংশ আছে: প্রথম অংশটি অব্রাহাম পর্যন্ত; দ্বিতীয় অংশটি অব্রাহামের পরে আদিপিতাদের যেসব ঘটনা এরপর বলা হয়েছে। প্রথম অংশটি প্রধানত বংশ তালিকা দেয়, দ্বিতীয় অংশে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কাহিনী তুলে ধরে। সম্পূর্ণ কিতাবটি দেখায় ঈশ্বরভক্ত "বীজ" বা লাইন এর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কাজ করেছে। ঈশ্বরের ব্যক্তিগত চিন্তা ইসমাইলের ও ইসের জন্য দেখানো হয়েছে এবং এছাড়া এটাও দেখানো হয়েছে যে, তারা ঈশ্বরভক্ত লাইন বা বীজ নয়। অব্রাহাম ও যাকোবের ঘটনা অনেক জায়গা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনেক দুর্বলতাও দেখানো হয়েছে কারণ ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যে তাদের বেছে নিয়েছেন ।

সুতরাং কিভাবে একটি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য/পরিকল্পনা জানা যায় এবং সেই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার আলোকে আমাদের একটি শাস্ত্র ও তার নানা অংশকে ব্যাখ্যা করব। যোহনের সুখবরের উদ্দেশ্য এবং পয়দায়েশের পরিকল্পনা এই রকম বিষয়ের জন্য একটি ভাল উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা খুঁজে পাওয়া

এখানে প্রধান প্রশ্ন হল, আমরা লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা জানতে পারি কি না। লেখকের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা খুঁজে পাবার জন্য নিম্নে কিছু উপদেশ দেওয়া হল:

১ এখানে লেখকের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে কি না সেই বিষয়ে নোট করুন। যদি তা বলা হয়ে না থাকে তবে তা খুঁজে পেতে সেখানে কোন নির্দেশিকা আছে কি না তা দেখুন। এখন প্রেরিত্ পৌল তাঁর ১ ও ২ করিন্থীয় পুস্তকে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন কিন্তু আমরা তা আবিস্কার করতে পারি যদি ১ করিন্থীয় ১:১১; ৩:৪; ৪:৬; ৫-৬; ৭:১, ১৮; ৮:১; ১২:১; ১৬:১; ২ করিন্থীয় ২:৩-৪; ৭:৫-৮; ১০-১৩ অংশগুলো একটি অপরটির সংগে তুলনা করি। এই সব অংশ থেকে আমরা শিক্ষতে পারি যে, কোন কোন খ্রীষ্টিয় করিন্থীয় মণ্ডলীর ঝগড়া-ঝাটি সম্পর্কীত বিষয়ে পৌলের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। সেখানে দলাদলি, মামলা-মোকাদ্দমা, অনৈতিকতা এবং প্রভুর ভোজে খুবই অনিয়ম ছিল। করিন্থের কোন কোন মণ্ডলী পৌলের শিক্ষার ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিল কারণ সেখানে আরও অন্য শিক্ষকরা আরও বাকপটুভাবে শিক্ষা দিত। এরপর করিন্থীয়রা কিছু কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে পৌলের কাছে পত্র লিখেন। এর উত্তরে তিনি ১ করিন্থীয় চিঠি লিখলেন। সেখানে তিনি এত শক্ত কথা লিখলেন যে, তিনি ভাবলেন এতে তারা মনে আঘাত পাবে। কিন্তু যখন তীত খবর নিয়ে আসল যে, সেই চিঠি তারা ভালভাবে গ্রহণ করেছে তখন তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কাছে আর একটা চিঠি লিখলেন আর সেটা ছিল ২ করিন্থীয়। এই চিঠিতে তিনি তাদের ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে সাবধান করলেন।এই সব ঘটনার

মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর উদ্দশ্য জানতে পারি।

যাহোক, সূত্র থেকে সাবধান হউন। সেখানে অবশ্যই পরিষ্কার নির্দেশনা থাকতে হবে। কোন ফাঁপা ধারনা থেকে কোন উপসংহার টানা ঠিক হবে না। পবিত্র বাইবেলের কিতাবগুলো থেকে জানতে হলে লেখকের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় তবে পবিত্র বাইবেল বুঝতে আমাদের সাহায্য হবে।

২. পাঠকদের প্রতি ব্যক্তিগত রেফারেন্স সাধারণত একটি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এছাড়া বিষয়বস্তু বা সারসংক্ষেপ যখন বারবার দেখতে পাওয়া যায় বা সেই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় তাও উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে। অবশ্যই মথি তাঁর সুখবর লিখেছেন আংশিক ভাবে স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে সত্য বুঝাতে যেহেতু তিনি বারবার এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

৩. পুস্তকটির গঠন দেখতে চেষ্টা করুন। সেখানে হয়তো পরিস্কার ভাগ দেখতে পাবেন যেমন, রোমীয় ২১:১ বা ইফিষীয় ৪:১। সেখানে হয়তো একই শব্দ বারবার বা একই বাক্য বারবার ব্যবহার করা হয়েছে যেমন আদিপুস্তকে করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। স্বর্গীয় স্থান বা স্বর্গীয় শব্দগুলো ইফিষীয় চিঠিতে পাঁচ বার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তা চিঠিটির কোন ভাগ নির্দেশ করে না। আবার, আমাদের নিশ্চয়ই শুধু ধারণা করলে চলবে না।

৪. যখন উদ্দেশ্য/ বা পরিকল্পনা পরিস্কার থাকে, তখন তা মনে রেখে পুস্তকটির প্রতিটি অংশ পাঠ করুন, নিশ্চিত হোন যে, আপনার ব্যাখ্যা এর সংগে মিল থাকে।

আসুন, উপরের উপদেশ মনে রেখে অন্য একটি অংশ দেখি। ফিলিপীয় ২:১-৮ পদ লেখকের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এখানে একই মন, একই ভালবাসা, পূর্ণ বন্ধন এবং এক মন দেখায় যে, ফিলিপীয় মণ্ডলীর লোকদের সহভাগিতার কোয়ালিটির বিষয়ে পৌল কিছু মনে করছেন। সেজন্য ৫-৮ পদের তিনি আমাদের খ্রীষ্টের উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দেন। খ্রীষ্টের একটি নির্দিষ্ট মন ছিল, তাই তিনি একটি নির্দিষ্ট পথে কাজ করেছেন। তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমান থাকা আকড়ে ধরে রাখেন নি (৬ পদ); তিনি নিজেকে শূন্য করেছেন (৭ পদ); নিজেকে নম্র করে লজ্জাপূর্ণ ভাবে একজন অপরাধীর মত ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন (৮ পদ)। সুতরাং খ্রীষ্টের মৃত্যু মানবতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে তা এই নয় যে, খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করেছে বা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছেন যেমন এই বিষয়টি অন্যান্য অনেক অংশেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য প্রতিটি অংশেই তিনি যে বিষয়টিকে জোর দিয়েছেন তা পরিচালনা করে।

এখানে অন্যান্য কিছু অংশ দেওয়া হল যেখানে আপনি ব্যাখ্যার সাধারণ নীতি প্রয়োগ করতে পারেন।

হিতোপদেশ **১:১-৬:** এখানে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে তা কিভাবে এর অর্থকে প্রভাবান্বিত করে?

লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করা

উপদেশককারীর মধ্যে: 'আকাশের নীচে' বাক্যাংশটি হতে পারে সেই শাস্ত্রের মূল বিষয়। এই কথা জানার পরেও যে সমস্ত সমস্যাযুক্ত পদ আছে যেমন, ২:১৭,২০, ২৪; ৯:৪ তা বুঝতে কি সাহায্য হবে?

লূক ১:১-১৪: মেসালের যে প্রশ্ন আছে এই পদ থেকে তার উত্তর দিন।

গালাতীয় ১ অধ্যায়: পৌলের যে উদ্দেশ্য সুখবর শব্দটির আলোকে তা বারে বারে উল্লেখ করা এবং তার অসমন্বিত আরম্ভ (ধন্যবাদ না দিয়ে)।

কলসীয়: ২:৪,৮,১৬,২০-২২ অধ্যয়ন করুন এবং পৌলের উদ্দেশ্য কি তা বের করুন।

১১

পটভূমি অধ্যয়ন করা

পঞ্চম সাধারণ নীতি হলঃ আমরা যতদূর জানতে পারি তার প্রক্ষাপটে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সংস্কৃতির আলোকে পবিত্র বাইবেলকে ব্যাখ্যা করা।

পবিত্র বাইবেলে যে সমস্ত ঘটনাবলি লেখা আছে সেই সব ঘটনা ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঘটেছিল। তারা সেই সময়কার আশে পাশের সংস্কৃতি, প্রধানত যিহূদীদের সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে নতুন নিয়ম প্রথম শতাব্দীর প্যালেষ্টাইনের সংস্কৃতি সম্পর্কীত এবং সেই সময়ের ও তার আগের ইতিহাস দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা খুব সহজেই নতুন নিয়ম বুঝতে পারি যদি তা আমরা তাদের সময়কার সংস্কৃতি দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করি।

আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, একই কাজ ও কথাবার্তা ও ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে তার ভিন্ন ভিন্ন মানে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যান্ডে যদি আমরা কোন স্ত্রীলোককে 'homely' বলি তবে তার প্রশংসা করা হয় কারণ এই কথার মানে "সংসার-ভালবাসা" এবং "যে ভান করে না"। কিন্তু এই একই কথা যখন কোন আমেরিকান স্ত্রীলোককে বলা হল তখন তাকে ইন্‌সাল্ট করা হয় কারণ এর মানে হল কুৎসিত। ভারতের কোন কোন অংশে যদি আপনি কাউকে পেঁচা বা পেঁচার ছেলে বলেন তবে আপনি ইন্‌সাল্ট করেন। কিন্তু যখন একই কথা আপনি কোন আমেরিকানকে বলেন তখন তাকে আপনি প্রশংসা করেন। একজন ভারতীয়ের কাছে এটা একটি গালি কিন্তু একজন আমেরিকানের কাছে এটি জ্ঞান!

কোন কথা বা বাক্যালঙ্কার বা ইডিয়ম একটি সংস্কৃতিতে ইতিহাসের এক সময়ে এক রকম অর্থ ছিল কিন্তু ইতিহাসের অন্য সময়ে আবার এর কোন অর্থই নেই। যেহেতু অর্থ পরিবর্তন হয় সেজন্য আমাদের পবিত্র বাইবেলকে বুঝতে হবে সেই সময়কার সংস্কৃতির প্রসংগের আলোকে। ২ রাজাবলি ২:৯ ইলিশায় এলিয়কে বলেছিলে তিনি বর হিসাবে তাঁর আত্মার দ্বিগুণ অংশ চান। আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা চিন্তা করতে পারি হয়তো এর অর্থ হল ইলিশায় ইলিয়াসের মধ্যে যে আত্মা আছেন (হতে পারে পবিত্র আত্মা) তার দুই গুণ চান। কিন্তু এই দুই লোকের সংস্কৃতির আলোকে (বিশেষ করে দ্বিতীয় বিবরণ ২১:৭) এটা পরিস্কার যে ইলিশায় প্রথমজাতের উত্তরাধিকার চান। তিনি ইলিয়াসের উত্তরাধিকার অর্থাৎ প্রথম ছেলের যে অধিকার তা চেয়েছেন।

পটভূমি অধ্যয়ন করা

সুতরাং মনে রাখুন, কোন পবিত্র বাইবেলের কোন প্যাসেজ বা অংশের প্রথম ও প্রাথমিক অর্থ করতে হবে এর ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির প্রসংগের আলোকে– অর্থাৎ, সেই সময়ে যেসব লোকেরা বাস করছিল তাদের আলোকে এর অর্থ করতে হবে। যতদূর সম্ভব, এর আলোকে আমাদের অর্থ বের করে আনতে হবে কারণ সত্যিকার অর্থ বুঝতে পারা খুবই প্রয়োজনীয়।

সবচেয়ে ভাল একটি উদাহরণ দেখা যায় ৯:২৩ পদে যেখানে যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যে, যে কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে চায় সে তার "প্রতিদিনের ক্রুশ বহন করুক।" আমরা আমাদের ক্রুশের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলি যে, ক্রুশ হল প্রতিদিনের পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট বা একজন লোক প্রতিদিন যেভাবে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে। যাহোক, যীশু খ্রীষ্টের সময়ে যে লোক তার ক্রুশ বহন করত সে একজন ক্রিমিনাল হিসাবে বধ্য ভূমিতে শাস্তি হিসাবে মৃত্যু বরণ করতেই যেত। সে ক্রুশ বহন করত মৃত্যুর জন্য। সুতরাং তার সময়কার সেই দিনগুলোতে লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের এই কথার অর্থ খুব ভালভাবেই বুঝতে পারত। তারা জানত যে, যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুর বিষয়ে (আত্মিক বা জাগতিক) কথা বলছেন, কোন দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে নয়। সুখবরগুলোর অন্যান্য অংশে, বিশেষ ভাবে যীশু খ্রীষ্টের নিজের মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলেছেন এবং এখানেও সেই অর্থ পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই আমাদেরও অবশ্যই সেই অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, আমরা হয়তো সমস্ত অংশের মূল ও প্রকৃত অর্থ কখনও খুঁজে পেতে সমর্থ হব না। কিছু কিছু রেফারেন্স আছে, অব্যশ সৌভাগ্যবসত তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়, যেমন যাত্রা পুস্তক ২৮:৩০ "উরীম ও তুম্মীম"– এবং ১ করিন্থীয় ১৫:২৯ "মৃতদের উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ"– এরকম কয়েকটি বিষয় আছে যাদের অর্থ প্রকৃত অর্থেই কি তা পবিত্র বাইবেলের পন্ডিতেরাও বলতে পারেন না। যাহোক, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা অধ্যয়নের নীতি প্রয়োগ করে প্রকৃত অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হই।

এছাড়াও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পবিত্র বাইবেলের প্রথম দিকের অংশের পূর্ণ অর্থ হয়তো সেই সময়কার লোকেরা বুঝতে পারত পারত না। যখন ঈশ্বর প্রথম খ্রীষ্টের আগমনের কথা প্রতিজ্ঞা করলেন (আদিপুস্তক ৩:১৫) সেই সময়ের কেউই "বীজ" এবং পায়ের গোড়ালী ও "সাপের" মাথা চূর্ণ করার কথার গুরুত্ব বা মানে কি তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যখন সক্কেয়কে অব্রাহামের সন্তান (লূক ১৯:৯) বললেন, তখন যারা এই কথা শুনেছিলেন তারা হয়তো এই কথার পূর্ণ অর্থ খুব একটা চিন্তা করতে পারে নি যেমন গালাতীয় ৩:৭, ২৯ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং হয়তো কোন কোন অংশের পূর্ণ অর্থ পরে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক যে অর্থ প্রকশিত হয়েছে তা এখনও খুবই দরকারী।

সংস্কৃতির পটভূমি কিভাবে পবিত্র বাইবেল বুঝতে সাহায্য করে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ১ শমূয়েল ১২:১৭ পদে। শমূয়েল বলেছিলেন যে, তিনি সদাপ্রভুর নামে ডাকবেন এবং তিনি গম কাটার সময়ে বৃষ্টি পাঠিয়ে দেবেন। সাধাণত সেখানে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত

পটভূমি অধ্যয়ন করা

কোন বৃষ্টিপাত হয় না এবং গম কাটার সময় হল এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের অর্ধেক পর্যন্ত। তাই এটা ছিল ঈশ্বরের শক্তির একটি প্রমাণ যে, লোকেরা দেখতে পেয়েছে শমূয়েল সদাপ্রভুর শক্তিতেই এই বাক্য বলেছেন।

মার্ক ১১:১২-১৪ (এছাড়া, মথি ২১:১৮-১৯) পদে যেখানে দেখা যায় খ্রীষ্ট একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিয়েছেন। মার্ক ১১:১৩ বলে যে, খ্রীষ্ট সেটিকে অভিশাপ দিলেন কারণ সেখানে তিনি কোন ফল খুঁজে পান নি যদিও সেটা ডুমুর ফলের ঋতু ছিল না, তাই মনে হয় এরকম একটা অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু যদিও সেটা ফলের ঋতু ছিল না তুবও ভাল ডুমুর গাছে তখনও কিছু কিছু ফল থাকত, তাই কয়েকটি ফল আশা করাটা অবাস্তব ছিল না। সেখানে কোন ফল পাওয়া যায় নি বলে এটি দেখায় যে, গাছটিতে ফল ধরত না।

এটা দেখতে খুবই সহজ যে, পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার জন্য পটভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পটভূমির মধ্যে যেসব ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আছে তা হল:

১. ঐতিহাসিক উপাদান।

দানিয়াল ৫:৭, ১৬: দানিয়ালকে রাজ্যের তৃতীয় পদ দেওয়া হল কারণ রাজা ও তার পিতা ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১ম ও ২য় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা একসংগে রাজত্ব করছিলেন তাই ইতিমধ্যেই দুজন শাসক সেখানে ছিলেন।

মথি ২:২২: ইতিহাস আমাদের বলে যে, আর্খিলয় তার পিতার চেয়েও যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রতি বড় একটি হুমকি ছিল।

২. ভৌগলিক উপদান।

যোহন ৪:৪: যীশু খ্রীষ্ট যখন যিহূদিয়া থেকে গালীলে যান তখন তাকে সামেরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় কারণ এই দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সামেরিয়া প্রদেশ।

যোয়েল ২:৩: সেখানে তখন দুইটি বৃষ্টির ঋতু ছিল। শরৎকাল ছিল প্রথম বর্ষার সময় যখন তারা শস্য বপন করত আর শস্য যখন কাটবার সময় হয়ে আসত তখন ছিল হেমন্ত কাল দ্বিতীয় বর্ষার সময়।

৩. সংস্কৃতির উপাদান (সামাজিক, ধর্মীয় ও বস্তুগত)।

লূক: ৯:৫৯: পিতা মারা গেলে তাকে কবরস্থ করা ছিল বড় ছেলের নৈতিক দায়িত্ব এবং সেজন্য হয়তো তাকে এক বছর সময় ধরে কাছে থাকতে হত যদি না পিতা ইতমধ্যেই মারা যায়।

যোহন ১৩:৩-৫: অতিথিদের পা ধুইয়ে দেওয়া ছিল একজন গোলামের দায়িত্ব, এবং দৃশ্যত সেই কাজ করার জন্য কোন সাহাবীই ইচ্ছুক ছিলেন না।

পটভূমি অধ্যয়ন করা

পটভূমি শিক্ষা করা

পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের পটভূমি খুঁজে বের করতে হবে। কিভাবে এই জ্ঞান অর্জন করা যায়? এই ক্ষেত্রে আমরা পবিত্র বাইবেলের পণ্ডিতদের কাজ থেকে মূল্যবান বিষয় লাভ করতে পারি– পবিত্র বাইবেল অভিধান, ভৌগলিক বই, কমেনটারী, ইত্যাদি। যদি আমরা এর কোন একটি জোগাড় করতে পারি তবে তা আমরা ব্যাখ্যা করার কাজে ব্যবহার করতে পারি। যদি আপনি তা না পারেন, তবে মনে রাখবেন যে, পটভূমির প্রয়োজনীয় উপাদান আপনি পবিত্র বাইবেল থেকেই পেতে পারেন। একটি মৌলিক নীতি যা ইতিমধ্যেই আমরা শিক্ষা করেছি যে, পবিত্র বাইবেলই হল বাইবেল ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে ভাল বই। পবিত্র বাইবেল নিজেই বেশীর ভাগ কঠিন কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করার পটভূমির জোগান দেয়।

কিভাবে আপনি এই তথ্য লাভ করতে পারেন? নিম্নলিখিত ধাপগুলোর আপনি অনুসরণ করতে পারেন।

১. পবিত্র বাইবেল শিক্ষা করুন। পড়ুন, পড়ুন আর পড়ুন। পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি পবিত্র বাইবেলের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে যত জানবেন পবিত্র বাইবেলের তত পটভূমির জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবেন। ঐতিহাসিক কিতাবগুলো পড়ুন। পুরাতন নিয়মের ইতিহাস পুরাতন নিয়মের ও নতুন নিয়মের এই উভয়েরই পটভূমি। পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি শাস্ত্রের মধ্যে এর পরের সমস্ত কিতাবগুলোর, বিশেষ করে নতুন নিয়মের সংস্কৃতিক পটভূমি আছে। এর পরের ধাপের কিতাবগুলোর জন্য আগের ধাপের কিতাবগুলো বুঝবার ক্ষেত্রে অনেক আলো দান করে। চিন্তাশীল ও বারে বারে অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনি পবিত্র বাইবেলের লোকদের সময়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে জানতে পারবেন।

২. আপনি যখন পড়ছেন তখন নোট করুন। পবিত্র বাইবেলের চরিত্রগুলো, সংস্কৃতি, ও দেশের নানা বিষয় বিস্তারিত লিখে রাখুন। যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা বা বিষয়, অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দগুলো নোট করুন। যদি একই বিষয় যা আপনি অন্য জায়গায় পাঠ করেছেন সেই সমস্ত রেফারেন্সগুলো লিখে রাখুন। এই নোট আপনাকে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে আপনার সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য। পবিত্র বাইবেল বুঝবার ক্ষেত্রে সবসময় নোট রাখা একটি মূল্যবান কাজ। এতে আপনার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং পবিত্র বাইবেলের যেসব জ্ঞান আপনি জমা করে রেখেছেন তা ব্যবহার করতে সহজ হয়ে উঠবে।

৩. যদি আপনার এমন পবিত্র বাইবেল থাকে যার নীচের অংশে রেফারেন্স আছে তবে তা ব্যবহার করুন। অথরাইজড্ এবং আর এস ভি ভারসনের কোন কোন সংস্কারণ আছে যার মধ্যে ভাল রেফারেন্স পদ্ধতি আছে। সাধারণত নতুন নিয়মের পদগুলোর জন্য পুরাতন নিয়মের রেফারেন্স আছে। যখন যোহন ৩:১৪, পদে মোশি সাপ তৈরী করে টাংগিয়ে রাখার কথা বলে সেই ঘটনা গণনা ২১:৯ পদের রেফারেন্স। আপনার নিজের পবিত্র বাইবেলে যে সমস্ত রেফোরেন্স এখনও

পটভূমি অধ্যয়ন করা

সম্পূর্ণ নয় আপনি তা অধ্যয়ন করতে করতে সম্পূর্ণ করতে পারেন। যখন একটি পদ আপনাকে অন্য একটি আয়াতকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সেই পদটি আপনার পবিত্র বাইবেলের নীচের অংশে রেফারেন্স হিসাবে টুকে রাখুন।

৪ ভৌগলিক বিষয় দেখবার জন্য আপনার পবিত্র বাইবেলের শেষের দিকে যে মানচিত্র আছে তা ব্যবহার করুন। উদাহরণ হিসাবে, যখন আপনি যিহোশূয় কিতাবখানি পাঠ করেন তখন সেখানে যেসব স্থানের নাম লেখা রয়েছে সে সব জায়গা আপনি মানচিত্র খুলে দেখতে পারেন, এতে আপনি বিজয়ের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা বুঝতে পারবেন। ৯ অধ্যায়ে যিহোশূয়র সংগে সম্পর্কযুক্ত স্থান হিসাবে মানচিত্র থেকে গিবিয়োন শহরটি খুঁজে বের করুন।

৫. অন্যান্য সাহায্যকারী অন্যান পুস্তক যদি থাকে তবে তা ব্যবহার করুন। এদের মধ্যে প্রথম সাহায্যকারী পুস্তক হল পবিত্র বাইবেলের অভিধান। সেখানে শব্দের সংজ্ঞায় অনেক সংস্কৃতিক বিষয় ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই অনেক সংস্কৃতিক শব্দ দেখতে পেয়েছি যেমন, ধষড়বং, পধংংরধ, হরঃৎব, ংযরঃঃস, নৎরসংঃড়হব, ঢ়ংধষঃবৎু, ধহফ ঃরসনৎবষ. অবশ্য পবিত্র বাইবেলের অভিধান ও কমেনটারী অনেক সংস্কৃতিক বিষয় ব্যাখ্যা করে কারণ এই সব বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

ব্যাখ্যা করার জন্য গাইডলাইন সমূহ

যখনই আপনার কাছে পবিত্র বাইবেলের কোন অংশের পঠভূমির তথ্য আছে তখন আপনি সেই অংশের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত। এইজন্য নিম্নলিখিত তিনটি সেমপল গাইডলাইন আপনাকে সাহায্য করবে।

১. যদি কোন অংশে কোন অজানা বা বিভ্রান্তকর কোন পয়েন্ট থাকে তবে তা সতর্কতার সংগে ভাবতে হবে এবং কিভাবে পবিত্র বাইবেলের পটভূমি সেই বিষয়টি বুঝতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে তা নোট করুন।

২. কোন পঠিত অংশের অর্থ কি হবে তা সেই সময়কার লোকদের আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতির পটভুমির আলোকে নির্ধারণ করুন।

৩. বুঝতে চেষ্টা করুন সেই দিনের যে শিক্ষা পঠিত অংশ থেকে বের হয়ে আসে তা আজ আমাদের জন্য ও আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কতটুক যুক্তিযুক্ত এবং কিভাবে আমরা তা আমাদের জীবনে ব্যবহার করব।

আসুন বিচারকতৃকগণ ১৩:৩-৫ পদ একটি উদাহরণ হিসাবে দেখি, যেখানে একজন দূত মানোহর স্ত্রীকে বলেছে যে, তার যে ছেলে হতে যাচ্ছে তাকে "জন্ম থেকেই নাসরীয়" হিসাবে বড় করতে

হবে। এখানে দূত নাসরীয় বলতে কি বুঝিয়েছেন? পবিত্র বাইবেলের এই রেফারেন্সটি নিঃসন্দেহে গণনা ৬ অধ্যায়কে নির্দেশ করা হয়েছে। যদি আপনার রেফারেন্স পবিত্র বাইবেল না থাকে, তখন আপনি পবিত্র বাইবেল অভিধান থেকে এর সাহায্য নিতে পারেন, যেখানে সংক্ষেপে এই শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং গণনা ৬ অধ্যায় পাঠ করার কথা বলা হয়েছে এর পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য। গণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, নাসরীয় হল এমন একজন যারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পৃথক থাকার জন্য বা তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য বিশেষ প্রতিজ্ঞা নেয়। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য সাধারণ জীবনের তিনটি দিক থেকে পৃথক থাকে: মদ বা আংগুর-রস খাওয়া থেকে বিরত থাকা বা আংগুর-রস থেকে তৈরী সমস্ত জিনিষ থেকেও নিজেদের দূরে রাখা, মাথার চুল না কাটা, এবং মৃত মানুষের দেহ স্পর্শ না করা।

এর গুরুত্ব পরিস্কার ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বা কাজের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পৃথক থাকতে যখন কোন একজন ইচ্ছা প্রকাশ করে, এবং তা করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তখন তাকে নির্দিষ্ট কিছু করা থেকে বা খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয় নইলে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা অসম্ভব হয়ে পরে। প্যালেষ্টাইনে ইস্রায়েলীয়দের জন্য আংগুর একটি প্রধান ফসল, খাবার ও পানের জন্য একটি মৌলিক উৎস। চুল কাটা যে কোন পুরুষের জন্য একটি সাধারণ কাজ এবং চুল না কাটাটা একটি পৃথকীকরণ প্রকৃয়াকে বুঝিয়ে থাকে। কোন মৃত লোকের সৎকার করার জন্য তাকে অবশ্যই হাত দিয়ে মৃতদেহ স্পর্শ করতে হবে এবং গণনা ১৯ অধ্যায় অনুসারে এটা একটা সাধারণ দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পালন করার পর তাকে অবশ্যই শূচি হতে হবে। তবে লেবীয় ২১ অধ্যায় শিক্ষা দেয় যে, যে কোন ইমামের জন্য এই কাজ করা নিষেধ ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে যদি তাদের কোন নিকট আত্মীয় মারা যেত তবেই মাত্র তারা এই মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু নাসরীয়দের জন্য মৃতদেহ স্পর্শ করা একেবারেই নিষেধ ছিল। অন্যান্যদের মত এই রকম নিষেধাজ্ঞার জন্য কোন কারণ দর্শানো হয় নি। এছাড়া নাসরীয়রা সামাজের অন্যান্য কাজে স্বাধীন ভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারত।

সুতরাং লোকদের জন্য এই শিক্ষা ছিল যে, যদি কোন লোক সদাপ্রভুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইত আর সেজন্য নাসরীয় হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করত তবে তাকে নির্দিষ্ট কোন কোন কাজ ও দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকতে হত। এই রকম শর্ত শিমশোনের জন্ম থেকেই দেওয়া হয়েছিল। এটা পরিস্কার যে, সেই শিশু সন্তানের পক্ষে তার পিতামাতাই সেই প্রতিজ্ঞা করেছিল।

যদি আমরা আজ আমাদের জন্য এই রকম কোন প্রতিজ্ঞা করতে চাই তবে এই ব্যাপারে নতুন নিয়মে আমাদের জন্য কোন পরিস্কার নির্দেশনা নেই। প্রকৃত পক্ষে, সেখানে যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা করে তা পালন করেছে তারও কোন উলে-খ নেই। তাই পুরাতন নিয়মে যে নিয়ম নীতি আছে তা আমাদের পালন করতে হবে যদি তা আমরা করতে চাই। একজন খ্রীষ্টিয় প্রভুর জন্য বা তাঁর কাজের বর্তমান দিনে নিজেকে পৃথক রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারে। সুতরাং সে এই রকম প্রতিজ্ঞা করতে পারে এবং তা বজায় রাখার জন্য কোন কোন নির্দিষ্ট কাজ থেকে বা দায়িত্ব থেকে

পটভূমি অধ্যয়ন করা

নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে। হয়তো গণনা ৬ অধ্যায়ে যেসব কাজ ও দায়িত্বের কথা লেখা আছে তা হয়তো বর্তমান দিনে প্রাসংগিক নাও হতে পারে কিন্তু সে ঈশ্বরের পরিচালনা চাইতে পারে যাতে দেখাতে পারে যে, সে প্রভুর জন্য পৃথকীকৃত। কিভাবে সে এই কাজ করতে পারে এই বিষয়ে সে হয়তো কোন আত্মিক নেতার উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তবে এই বিষয়ে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

পবিত্র বাইবেলের পটভূমির আলোকে পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার জন্য এটা একটা ভাল পদক্ষেপ। পবিত্র বাইবেলের অনেক অংশে হয়তো অনেক সমস্যা থাকতে পারে, তবে তার পটভূমি শিক্ষা করা ও সেই অংশটুকু যখন লেখা হয়েছে সেই সময়ে তার অর্থ কি ছিল তা বুঝতে পারলে তা সঠিক ভাবে কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আপনি যতই এই রকম অংশ ও সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেল পাঠ করবেন, ততই আপনি আলোকিত হবেন। এতে ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

আরও অধ্যয়ন করার জন্য: ১ রাজাবলি ১৩ (যিহূদিয়ার সম্পর্কে বেথেলের গুরুত্ব); ২ রাজাবলি ৩:১১ (ইলিশায় পানি ভাল করলেন); ২ রাজাবলি ৪:১-১৭ (স্ত্রীলোকদের অবস্থা); মথি ৮:৪ (পুরোহিতদের দেখানো); প্রেরিত্ ১৫,২৯ (এই প্রয়োজনীয় জিনিষ– কিভাবে খুবই মৌলিক বা কিভাবে তা যিহূদীদের বিবেক সম্মত?); ১ করিন্থীয় ১১:১-১৬ (এখানে কি মহিলাদের পর্দার জন্য কোন সংস্কৃতির কোন বিষয় আছে কি?) ২ তীমথিয় ১:৮ (তার বন্দি)।

১২

পবিত্র বাইবেল দিয়েই বাইবেল ব্যাখ্যা করা

এটা হল ষষ্ঠ নীতি: পবিত্র বাইবেলের সামগ্রীক শিক্ষা অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করুন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, "পবিত্র শাস্ত্রকে শাস্ত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা।" আপনি যদি অন্যান্য নীতিগুলো প্রয়োগ করে শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে যদি অন্যান্য অংশের শিক্ষার সংগে আপনার শিক্ষার বৈপরীত্য প্রকাশ পায় তবে আপনার ব্যাখ্যা এখনও প্রশ্নবিদ্ধ। পবিত্র বাইবেল নিশ্চয়ই এক অংশের শিক্ষার সংগে অন্য অংশের শিক্ষার কোন বিরুদ্ধতা করে না। পবিত্র বাইবেল সামগ্রীক ভাবে একটি প্রকাশ, সেখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি খবরই প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, একটি পদ বা একটি অংশ তার প্রসংগ অনুসারে অধ্যয়ন করতে হবে– একটি পদ বা অংশ বা একটি অধ্যায়কে ঘিরে যে পরিবেশ ছিল তা অধ্যয়ন করতে হবে। ষষ্ঠ নীতির প্রয়োগ হল এই যে, সমস্ত পবিত্র বাইবেলই হল আপনার পঠিত অংশের সর্বশেষ প্রসংগ বা পূর্বসূত্র। পবিত্র বাইবেলের কোন বিশেষ বিষয়ের খবর বা ম্যাসেজ সত্যিকারের জ্ঞান পাওয়া যায় মাত্র সেই বিষয়ের সংগে সম্পর্কীত যেসব জায়গা আছে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে। যদি আমরা মাত্র কোন কোন অংশ পাঠ করি তবে হয়তো পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বুঝতে ব্যর্থ হব।

ধরুন, আপনি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছেন। জঙ্গল কেটে কেটে যাবার পর দেখা গেল একটি নদী যা পার হওয়া কষ্টসাধ্য। যদি সেই এলাকা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান না থাকে তবে হয়তে আমরা সেই নদী পার হতে চেষ্টা করব, কিন্তু হয়তো আপনি জানেন যে, পৌনে একমাইল সোজা পথে একটি বাঁধ আছে যেখান দিয়ে পথ চললে আপনি হয়তো নদীটি অতিক্রম করতে পারেন। কিছু কিছু সাধারণ জ্ঞান আপনাকে অনেক বড় কষ্ট থেকে, এমন কি, বিপদ থেকেও বাঁচিয়ে দিতে পারে। সেজন্য একটি বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান থাকলে তার একটা বড় মূল্য থাকে।

পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে একটি সার্বিক জ্ঞান কোন একটি পদের শিক্ষা সম্বন্ধে উপসংহার টানতে

আমাদের বিরত রাখে কারণ তখন আমরা জানতে পারি আপাত দৃষ্টিতে তার শিক্ষা সঠিক বলে মনে হলেও তা প্রকৃত অর্থে ভুল। উদাহরণ হিসাবে, আমরা হয়তো ইফিষীয় ৩:১৪ পদ পাঠ করতে পারি যেখানে পৌল বলেছেন, সেই পিতার কাছে আমি জানু পেতেছি"। এ থেকে হয়তো আমরা উপসংহার টানতে পারি যে, প্রেরিত্ পৌল প্রার্থনা করার জন্য হাঁটু পেতেছেন তাই আমাদেরও প্রার্থনা করার সময় হাঁটু পাততে হবে। এরকম উপসংহার টানলে হয়তো সেই সব অংশকে ছোট করে দেখা হবে যেখানে দাঁড়িয়ে ও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে এই উভয়ভাবেই প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক জায়গায় প্রার্থনা করার বিষয়ে অন্তরের সাড়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন কোন ভংগিমার দরুন নয়।

যে সমস্ত লোকেরা ভুল মতবাদ শিক্ষা দিয়ে থাকে তারা তাদের শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ আয়াতকে বা কোন অংশকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে থাকে কিন্তু অন্যান্য অংশকে অবজ্ঞা করে থাকে। ভুল মতবাদ বিশ্বাস না করা থেকে আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে পারি যদি আমরা সেই পদের শিক্ষাকে সমগ্র পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে বুঝতে পারি। আমাদের নম্র মনে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি কোন মতবাদকে গ্রহণ না করে সেই মতবাদ পবিত্র বাইবেলের যে পদ থেকে ধারণা নিয়ে তৈরী করা হয়েছ সেই শিক্ষাকে পবিত্র বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার আলোকে দেখতে হবে।

কোন কোন পবিত্র বাইবেলের ছাত্র যখন কোন পবিত্র বাইবেলের মতবাদ তৈরী করতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে তারা কোন কোন বিশেষ আয়াতকে বা কোন অংশকে প্রাধান্য দিতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, তারা পুরাতন নিয়মে খাবার সম্বন্ধে যেসব বিধি নিষেধ আছে তার উপর নির্ভর করে বর্তমান দিনের খ্রীষ্টিয়ানরা কি খাবে বা না খাবে তার জন্য মতবাদ তৈরী করে। অথবা তারা নতুন নিয়মে ঈশ্বর কিভাবে মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছেন সেই বিষয়ে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করে পুরাতন নিয়মে যারা আইন-কানুন অর্থাৎ আইন-কানুন পালন করে তাদের জন্য ঈশ্বর যেসব রহতমের প্রতিজ্ঞা করেছেন তার উপর ভিত্তি করে তারা এমন একটি উপসংহার টানে যে, যারা আইন-কানুন পালন করতেন তার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করতেন।

বিশ্রামবারের মতবাদের জন্য এই ষষ্ঠ নীতিটি খুবই মূল্যবান। পুরাতন নিয়মে বিশ্রামবারের শিক্ষা হল সপ্তাহের সপ্তম দিন বিশ্রামের দিন এবং তা খুবই পরিস্কার। কিন্তু এ ব্যাপারে পবিত্র বাইবেলের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার জন্য, বিশেষ করে আজকের জন্য এই মতবাদের অর্থ জানবার জন্য আমাদের অবশ্যই পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের ব্যবস্থা, একসংগে দেখতে হবে, যার মধ্যে পুরাতন নিয়মের সংগে সম্পর্কীত নতুন নিয়মের চুক্তি, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অর্থ ও প্রাথমিক মণ্ডলী কিভাবে তা পালন করত তা দেখতে হবে।

অন্য দিকে, কেউ কেউ শুধু নতুন নিয়মের উপর নির্ভর করে মতবাদ তৈরী করে আর পুরাতন

নিয়মকে অবজ্ঞা করে। যদিও তারা পুরাতন নিয়ম পাঠ করে নতুন নিয়ম বুঝবার জন্য কিন্তু তারা বিশ্বাস করে একজন খ্রীষ্টিয় হিসাবে যতটুকু সত্য জানা দরকার তার জন্য নতুন নিয়মই যথেষ্ট। আমরা এখন পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের আলোকে ২১ অধ্যায়টি নেব এবং আমরা সাবধানভাবেই এই কথা বিশ্বাস করব যে, সমস্ত পবিত্র বাইবেলই ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রত্যেকটি অংশই পবিত্র বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার আলোকে বুঝতে হবে।

এখনও অন্য ভাবে আমরা এই নীতিটিকে অবজ্ঞা করতে পারি এভাবে আমরা কোন কোন সত্যকে সুখবর ও প্রেরিত্ শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করি ও সেই বিষয়ে পৌলের চিঠিগুলোতে যে শিক্ষা রয়েছে তা অবজ্ঞা করে থাকি। কোন কোন খ্রীষ্টিয় পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মতবাদ সম্পূর্ণরুপে প্রেরিত্ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তৈরী করে থাকে। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য; এই সত্য বুঝতে হলে সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের শিক্ষার আলোকেই আমাদের তা বুঝতে হবে।

সমান্তরাল বা প্যারালাল অংশগুলো

যে সমস্ত অংশকে সমান্তরাল বলে থাকি বা যেসব অংশের মধ্যে একই রকম শিক্ষা রয়েছে সেগুলো এক সংগে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা একভাবে সমস্ত পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারি। পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পদের বা অংশের মধ্যে হয়তো একই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যীশু খ্রীষ্টের একই রকম অনেক শিক্ষা বা ঘটনা একের অধিক সুখবরে দেখতে পাই। শমূয়েল ও রাজাবলিতে একই ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায় এবং সমান্তরাল অংশ হিসাবে বংশাবলিতেও এর অংশ বিশেষ দেখা যায়। এমনিভাবে ইফিষীয়, কলসীয় এবং রোমীয় ও গালাতীয় খণ্ডে অনেক শিক্ষার যে হুবহু মিল আছে তা নয় কিন্তু তবুও অনেক অংশে তা সমান্তরাল।

সমান্তরাল অংশগুলো বিবেচনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত গাইডলাইন সমূহ আমাদের মনে রাখতে হবে:

১. আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, সমান্তরাল অংশটুকু একই বিষয়ে কথা বলছে। যদিও একই শব্দ দুটি পদের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তবুও তা সমান্তরাল নাও হতে পারে। (দেখুন বিচারকতৃকগণ ১৮:১ এবং ২০:৪৪ পদে পতিত শব্দটি)। যে চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে তাতে অবশ্যই মিল থাকতে হবে।

২. সেখানে যে মিল আছে এবং অমিল আছে তা সতর্ক ভাবে নোট করুন। সেইগুলো লিখে রাখুন যাতে আপনি পরিস্কার ভাবে তা দেখতে পান। সেখানে যে পার্থক্য আছে তা কিভাবে অর্থকে প্রভাবান্বিত করে তা বিবেচনা করুন। প্রত্যেকটি পদ তার প্রসংগের আলোকে পাঠ করুন।

মথি ১০:৩৪ পদে যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে

কোরো না। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।" আক্ষরিক অর্থেই তাই? যখন আমরা এর প্রসংগ পাঠ করি, সেখানে আমরা দেখতে পাই শত্রুর কথা (৩৬ পদ) উল্লেখ আছে এবং এর কথাবার্তা মনে হয় যুদ্ধের মত।

লূক ১২:৫১ পদ এর সমান্তরাল পদ। সেখানে বাক্যের গঠন প্রায় একই রকম কিন্তু ঠিক এক নয়। এখানে ছোড়ার পরিবর্তে ভাগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দুইটি অংশেই সংসারের এবং ভাগ হয়ে যাওয়া পরিবারের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু ভিন্ন বর্ণনাও রয়েছে। সুতরাং এখানে চিন্তা একই রকম ও এর প্রসংগেরও মিল রয়েছে। ছোড়া হল যুদ্ধের প্রতীক এবং এর অর্থ হল ভাগ হয়ে যাওয়া। সুতরাং আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, মথির এই পদগুলোতে ছোড়া প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কি না। যখন আমরা মথি ১০:৩৭-৩৮ পাঠ করি, আমরা দেখতে পাই যে, যে ইসুটি এখানে বলা হয়েছে তা হল জীবনে প্রথমে কি রাখতে হবে। যদি একজন লোক খ্রীষ্টকে তার জীবনের প্রথমে রাখে তবে প্রায়ই পরিবারের সংগে তার ভাংগন সৃষ্টি হয়।

সব সময়েই সমান্তরাল পদ বা অংশ থাকে না। সুতরাং উপরের নীতি সবসময়েই কার্যকর হয় না তাই প্রসংগের নীতিটির মত এটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই নীতিটি আপনার কাছে বেশ মূল্যবান হতে পারে যখন আপনি আরও কিছু উদাহরণ দেখেন: (১) ১ করিন্থীয় ৮:৬ পদের সংগে কলসীয় ১:১৬ পদ তুলনা করুন। কেউ কেউ মনে করে কলসীয় ১:১৬ নতুন সৃষ্টির বিষয়ে নির্দেশ করে। (২) একজন ব্যক্তি যিশাইয় ৯:৬-৭ পদের সংগে ১ শমূয়েল ১৭:৪০ পদের সংযোগ ঘটায়। সেখানে পাঁচ শব্দটি খেয়াল করুন যদিও আর এস ভি অনুবাদে যতি চিহ্নের ব্যবহারের দরুন পাঁচ এর পরিবর্তে চার মনে হয়।) সেখানে কি কোন যোগাযোগ আছে?

সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেল জানা

সবচেয়ে বাস্তব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তা হল, আমরা কিভাবে সমস্ত পবিত্র বাইবেলের জ্ঞান অর্জন করতে পারি? এখানে কিছু গাইড লাইন দেওয়া হল:

১. ব্যাপক ভাবে পবিত্র বাইবেল পাঠ করুন। আপনার নিরব সময়ে ছোট অংশ পাঠ করার চেয়ে আপনি এমন একটি পরিকল্পনা করুন যেন আপনি নিয়মিত ভাবে আরও বেশী করে একটি বড় অংশ পাঠ করতে পারেন। যদি আপনি বছরে একবারও সময় পান তবুও আপনি চেষ্টা করতে পারেন যেন আপনি এক সংগে একটি বড় অংশ পাঠ করতে পারেন। যদি এক বছরে আপনি সমস্ত পবিত্র বাইবেল পাঠ শেষ করতে চান তবে প্রতিদিন তিনটি অধ্যায় করে এবং রবিবারে পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করার পরিকল্পনা করুন। যেহেতু কোন কোন অধ্যায় ছোট আবার কোন কোন অধ্যায় বড় তাই প্রতিদিন একই পরিমাণ পাঠ করা হবে না তাই আরও এমন অনেক পরিকল্পনা থেকে আপনি হয়তো একটি বেছে নেবেন। সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ও নোট করলে আপনি একই রকম অন্যান্য অংশ স্মরণ করতে সমর্থ হবেন এবং ধীরে ধীরে শাস্ত্রের একটির সংগে অন্য

অংশটির তুলনা করতে সমর্থ হবেন। এই রকম কাজ ছাড়া শাস্ত্র শিক্ষা করার কাজটি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হবে।

২. প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করুন। মাত্র পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। প্রতি দিন যথেষ্ট সময় নিয়ে আপনাকে পাঠ করা ও অধ্যয়ন করা এক সংগে চালাতে হবে। এক একটি শাস্ত্র পরিকল্পনা অনুসারে অধ্যয়ন করতে থাকুন যতক্ষণ না সমস্ত পবিত্র বাইবেল পড়া শেষ হয়। 'ঈশ্বরের সংগে এই সকাল' এবং 'শাস্ত্র খোঁজ করা' (দুটিই ইন্টার ভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বই) খুবই সুন্দর দুটি বই যাতে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য চার বছরের পরিকল্পনা এবং পরেরটি তিন বছরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মানে হল ব্যস্ত লোকদের জন্য খুব বেশী অংশ পাঠ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয় নি যাতে তারা আসলেই পাঠ করার জন্য সময় ব্যায় করতে পারে।

মনে হয় এখন আপনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন, চিন্তা করছেন হয়তো আপনি কখনও সমস্ত পবিত্র বাইবেল জানতে পারবেন না, আর জানতে চাইলেও অনেক বছর লেগে যাবে। এক অর্থে এটি সত্য নয়। প্রকৃত পক্ষে কেউ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র বাইবেল জানতে পারে না, এমন কি এক যুগ ধরে অধ্যয়নের পরেও। যাহোক, নিয়মিত একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে ও প্রার্থনাপূর্বক পাঠ করলে ও অধ্যয়ন করলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে, আপনি ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানে প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করছেন।

তিন.

বিশেষ নীতি সমূহ

১৩

বাক্যালঙ্কার

সাধারণ নীতি সমূহ যা আমাদের সমস্ত ভাষা ব্যাখ্যা করার জন্য পরিচালনা দান করে, আর বিশেষ ধরণের ভাষার জন্য বিশেষ নীতি সমূহ প্রয়োজন হয়ে পরে। এই সেকশনের মধ্যে আমরা ভাষার কিছু বিশেষ প্রয়োগ এবং কিছু নীতির বিষয়ে দেখব যা আমাদের ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করবে। প্রথমে আমরা বাক্যালঙ্কার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

বাক্যালঙ্কার হল একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা আক্ষরিক অর্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থের বাইরে কোন অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। আমরা সবাই সব সময়েই এরকম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে থাকি। আমরা বলে থাকি "এই বিতর্কে কোন পানি ধরবে না" যদিও আক্ষরিক অর্থে এখানে বিতর্কের সংগে পানির কোন সংযোগ নেই। এর মানে হল, কোন হোটেলে যদি কোন গর্ত থাকে তবে তার মতই এই বিতর্ক কোন কাজে আসবে না। আমরা প্রায়ই বলে থাকি "ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আমাদের দাঁড়াতে হবে"। আমাদের কি শারিরীকি ভাবে দাঁড়াতে হয় যদি কেউ আমাদের বলে ঈশ্বরের কালামে বিশ্বাস করতে? না। এর মানে হল, ঈশ্বরের বাক্যের জন্য কথা বলা ও যত ভাবে সম্ভব তাঁর জন্য কাজ করা যেন আমাদের বিবেক পরিস্কার থাকে। যদি আমি বলি "কাতুকুতুতে যেন আমি মরেই যাচ্ছিলাম" এতে আমি কোন দুঃখ অনুভব করি না কারণ আমি জানি আমাকে কেউ নির্যাতন করে নি কিন্তু আমি ভীষণ ভাবে আনন্দ অনুভব করেছি।

এই রকম বাক্যালঙ্কার যা লোকেরা দৈনন্দিন সাধারণ কথাবর্তায় ব্যবহার করে কিন্তু তা আক্ষরিক অর্থে সত্যি নয়, কিন্তু তা সত্যি। তারা সাধারণ ভাবেই একটু ভিন্ন ভাবে সত্য প্রকাশ করে– একটু ধাঁধার মত আরও আকর্ষণীয় ভাবে ভাব প্রকাশ করে। আমরা এর অর্থ কোনরূপ চিন্তা না করেই তা বুঝে থাকি যে, এটা একটি বাক্যালংকার অথবা আমরা এর আক্ষরিক অর্থ মনে মনে চিন্তা করে থাকি কিন্তু আমাদের মন তা অটমেটিক ভাবেই এর অর্থ আমাদের কাছে অনুবাদ করে দেয়।

যাহোক, পবিত্র বাইবেলের মধ্যে যেসব বাক্যালঙ্কার আছে তা খুঁজে বের করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোন কোন সময় কোন বাক্য সেটা কি বাক্যালঙ্কার বা আক্ষরিক তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কোন কোন সময় এর অর্থের জন্য অনেক বড় বড় বিষয় ঘটে থাকে। একদা মার্টিন লুথার ও ওলরিচ যোইঙ্গিল রিফরমেশনের এই দুই নেতা বসে শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন। তারা প্রভুর ভোজ নিয়ে বিশেষ করে 'এটা আমার শরীর' খ্রীষ্টের এই কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

বাক্যালঙ্কার

রোমান ক্যাথলিক চার্চ এই বাক্যকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, রুটি ও আঙ্গুর-রস আসলেই খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়ে থাকে। লুথারও বিশ্বাস করতেন যে, যীশু খ্রীষ্টের এই বাক্য আক্ষরিক তবে ক্যাথলিক মণ্ডলীর মত তত গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন না। যাহোক, যোইঙ্গিল জোর দিয়ে বলতেন যে, এটা একটা উপমা বা রূপক মানে এখানে রুটি ও আঙ্গুর-রস খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং খ্রীষ্ট সেখানে আক্ষরিক ভাবে নয় কিন্তু আত্মিক ভাবে উপস্থিত থাকেন। এই দুই নেতা তাদের মতামতে এক হতে পারেন নি এবং এর ফরে রিফর্ম মণ্ডলী এই বিষয়ে দুই ভাগ হয়ে যায়। সুতরাং হয়তো কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তা সে আক্ষরিক না রূপক অর্থে প্রকাশ করা দরকার কোন কোন সময় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

বাক্যালঙ্কারের তুলনা

পবিত্র শাস্ত্রে বেশ কয়েক রকমের বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। এদের কয়েক নামে নাম-করণ করা হয়েছে এবং এই টেকনিক্যাল শব্দগুলো জানা থাকা ভাল। আমরা এখন দুইটি বাক্যাঙ্কার বিবেচনা করব যেখানে তুলনা করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

১ রূপক। রূপক হল এমন একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যে একটি তুলনা বুঝায় (আক্ষরিক ভাবে যা প্রকাশ করে তা নয়) দুইটি বিষয়ের মধ্যে যা মৌলিকভাবে একটি আর একটির মত নয়। যদি আপনি একটি কুকুরের সংগে শৃগালের তুলনা করেন, এখানে আপনাকে কোন রূপক ব্যবহারের কোন দরকার নেই কারণ এই দুইটি প্রাণী একটি আর একটির মত। কিন্তু আপনি একটি রূপক সৃষ্টি করতে পারেন একটি মানুষ ও একটি গাছের সংগে তুলনা করার দ্বারা। একটি রূপক সাধারণত গঠিত হয় ক হল খ, অর্থাৎ ক হল খ এর মত: আমি একটি পোকা। সে একটি গাধা। ঈশ্বর হলেন আমাদের আশ্রয়-পাথর।

এর অন্যান্য গঠনও আছে, যেমন খ এর ক। উদাহারণ হিসাবে বলা যায়, পরিত্রাণের পানপাত্র (অর্থাৎ পরিত্রাণ হল একটি কাপ) এবং দুর্বলতার রুটি। এর অন্য একটি গঠন হল, এই মৃত কুকুর (এই লোকটি হল একটি মৃত কুকুর এই কথার পরিবর্তে বলা)। অথবা রূপক একটি কাজও হতে পারে: সে আমাকে কৃতজ্ঞতার দড়িতে বেঁধেছে (কৃতজ্ঞতা হল আমার দড়ি, এই কথার পরিবর্তে)। এই সব রূপক এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে দুইটি জিনিষের মধ্যে একটি তুলনা করার ব্যাপার আছে যে দুইটি জিনিষ একটি অন্যটির মত নয়। উপরে উল্লেখিত শেষটির বিষয়ে বিবেচনা করুন। কৃতজ্ঞতা কেমন করে কোমড়-বন্ধনি বা দড়ির মত হয়? একটি কোমড়-বন্ধনি কি করে? এটি কাপড়কে কোমরের সংগে জড়িয়ে রাখে যেন লোকটি কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়। সুতরাং এখানে কোন শক্তি ও নিরাপত্তার বিষয় দেখা যায়। একই রকম ভাবে কৃতজ্ঞতা আমাদের আত্মাকে নিরাপত্তা ও শক্তি দান করে।

বাক্যালঙ্কার

নিম্নলিখিত রেফারেন্সগুলো দেখুন এবং এর প্রত্যেকটি বিষয়ে চিন্তা করুন: যিহোশূয় ১:৮; ২ রাজাবলি ৭:২; ইয়োব ১৩:২৫; ৪১:১৪; গীতসংহিতা ১০৯:২৯; যিশাইয় ১:৩১; ৭:৪; মথি ২৬:২৬; লূক ১১;৩৯; ২ করিন্থীয় ৫:১-৪; ইফিষীয় ১:১৮।

২. একের সংগে অন্যের তুলনা বা উপমা। একটি উপমা অনেকটা রূপকের মতই, শুধু এখানে যে তুলনা করা হয় তা প্রকৃতভাবেই করা হয়, একই রকম শব্দ যেমন, মত, হিসাবে ইত্যাদি ব্যবহার করে। যদি আমরা বলি, "আমি একটি কীটের মত" বা "ঈশ্বর আমার কাছে পাথরের মত" অর্থের দিক থেকে উপরে উল্লেখিত রূপকের মতই। রূপক আরও প্রাণবন্ত কিন্তু অতটা পরিস্কার থাকে না এবং খুব সহজেই ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থাকে।

ইয়োব ৪১:২৪ একটি উপমা: "তার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের মতো দৃঢ়" এই বাক্যের মধ্যে একটি তুলনা আছে: প্রত্যেকটি বিষয়ই শক্ত। অবশ্য আমরা জানি যে, একটি শারিরীক ভাবে শক্ত অন্যটি অশরিরি। এটিও প্রাণবন্ত ও জোরালো ভাবে শক্ত হৃদয়ের সত্য প্রকাশ করা, মানে, একগুয়েমী ভাব, বা ইচ্ছার শক্তি।

বেশীর ভাগ উপমা একটি তুলনা প্রকাশ করে যেমন উল্লেখিত পদটির মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু কেউ কেউ বলেন মাত্র সেই দুইটি জিনিষ একটি আর একটির মত এবং কিভাবে তা হবে, তা আবিস্কার করার জন্য আমাদের মধ্যে ছেড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মীখা ৭:৪ বলে, "তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, সে শ্যাকুলের মত"। কিভাবে শ্যাকুলের বা কাঁটাঝোপের মত? যেহেতু শাস্ত্র পরিস্কার ভাবে বলে না, তাই আমাদের প্রসংগ অধ্যয়ন করতে হবে এর মধ্যে তুলনা করার বিষয়টি কি তা জানতে।

প্রায়ই প্রকৃতির জিনিষ তুলনার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি বিষয়বস্তুর গুণ বা কোয়ালিটি একটি উপমার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অন্য বিষয়বস্তুটি অন্য উপমার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন কোন সময় ভাল কোয়ালিটি ও মন্দ কোয়ালিটি পরস্পর বিপরীত উপমা দিয়ে থাকে। হোশেয় ৬:৪ "তোমার বিশ্বস্ততা সকালের কুয়াশার মত, তা ভোরের শিশিরের মত যা তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়।" এখানে শিশিরকে ক্ষণকালস্থায়ী কোয়ালিটির প্রতি নির্দেশ করেছে। এই পদের মধ্যে অবিশ্বস্ত ভালবাসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হোশেয় ১৪:৫ ঈশ্বর বলেছেন, "আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের মত হব।" এখানে দেখা যায় তার মানে হচ্ছে শিশিরের ভাল গুণ বা কোয়ালিটি যা গাছ-পালার জীবন ও বৃদ্ধি দান করে। সুতরাং আমরা এই কথা বলতে পারি না যে, একটি পদে যে কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে এবং সেই একই কোয়ালিটি অন্য অংশের বা পদের জন্য ব্যবহৃত হতেই হবে। আমাদের প্রত্যেকটি উপমা তার প্রসংগের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। (দেখুন, কবুতরের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন উপমা ব্যবহার করা হয়েছে: গীতসংহিতা ৫৫:৬; যিশাইয় ৫৯:১১; যিরমিয় ৪৮:২৮; হেশেয় ৭:১১)।

এখানে অধ্যয়ন করার জন্য কিছু রেফারেন্স দেওয়া হল যেখানে কিছু কাজের উপমা দেওয় হল তা

বাক্যালঙ্কার

শুধু মাত্র গুণ নির্দেশক নয়: বিচারকতৃকগণ ৭:১২; গীতসংহিতা ৫৯:৬; ৯২:১২; ১৩৩:২-৩; হিতোপদেশ ১০:২৬; যিশাইয় ৯:১৮-১৯; যিরমিয় ১৭:৬; মথি ১৭:২০; ২৫:৩২-৩৩; লূক ১৭:২৪; ১ পিতর ২:২।

ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু গাইডলাইন

তুলনা করার যে রূপক আছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কিছু ধাপ ব্যবহার করতে পারি।

১. পদের মধ্যে বা এর প্রসংগের মধ্যে তুলনা করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছি কি না তা দেখতে হবে। যদি তা করে থাকে তবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য চাবি হিসাবে গ্রহণ করুন। উদাহরণ হিসাবে, ১ রাজাবলি ১২:৪, লোকেরা রহবিয়ামকে বলেছে, "তোমার পিতা আমাদের জোয়ালি আরও ভারি করেছে" আমরা এর প্রসংগ থেকে এর অর্থ কি তা বুঝতে পারি।

২. যদি তুলনার বিষয়টি উল্লেখ করা না থাকে, তবে যে বিষয়টির সংগে তুলনা করা হয়েছে সেই বিষয়টির প্রাকৃতিক অর্থই হয়তো সেখানে গ্রহণ করতে হতে পারে। যিশাইয় ১:৩০, "তোমরা হবে সেই এলোন গাছের মত যার পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে; তোমরা হবে সেই বাগানের মত যার মধ্যে পানি নেই।" এই রকম বাগান কি রকম, বিশেষ করে গ্রীস্মকালে? এটা অবশ্যই মৃত হবে। এটাই হল এই তুলনার স্বাভাবিক অর্থ এবং এর প্রসংগ আমাদের নিশ্চিত করে যে এর মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

৩. যদি থাকে তবে সমান্তরাল পদ বা অংশ ব্যবহার করুন। স্মরণ রাখুন যে, একটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন মানে থাকতে পারে ভিন্ন ভিন্ন উপমায়। তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কোন অদ্ভুত ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি আপনার কল্পনা এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবেন না। মথি ১১:২৯ পদে যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমার জোয়ালি তুলে নাও।" এটা যে একটি রূপক তা খুবই পরিস্কার। কিন্তু এর মানে কি? এর মধ্যে কোন গোপন অর্থ আছে কি না তা বের করার জন্য আমাদের ধারণা করার প্রয়োজন নেই। আদিপুস্তক ২৭:৪০; যিশাইয় ৪৭:৬; এবং যিরমিয় ২৭:৮; ২৮:১৪ এর অর্থ কি নির্দেশ করে যে, কারও জোয়াল আপনার কাঁধে নিতে হবে?

সম্পর্কের বাক্যালঙ্কার

এর পরের যে বিষয়টি আমরা দেখব তা হল দুইটি বাক্যালঙ্কার যেখানে একটি শব্দ অন্যটির বদলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার সংগে সে সম্পর্কযুক্ত। ক এর উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু খ এর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. লক্ষণালঙ্কারযুক্ত শব্দ বা লক্ষ্যার্থক শব্দ। লক্ষণালঙ্কার যুক্ত শব্দ হল এমন একটি ব্যাক্যালঙ্কার

বাক্যালঙ্কার

যার মধ্যে একটি ধারণা মনে জাগিয়ে তোলে বা নাম বলে যা কোন একটি শব্দের অর্থ কোন সম্পর্কযুক্ত ধরণার মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই দুইটি শব্দ কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হতে পারে ("আমার তীর প্রতিকার্য হয় না," ইয়োব ৩৪:৬ অথরাইজড ভারসন, যেখানে তীরকে ব্যবহার করা হয় আঘাত করার জন্য তীর দ্বারা); কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য চিহ্ন হিসাবে ("দায়ূদের চাবি" (প্রকাশিত বাক্য ৩:৭। এখানে চাবি ক্ষমতার বদলে প্রতিনিধিত্ব করে); একজন লেখক হিসাবে লেখার জন্য ("যখন মোশি পাঠ করা হয়" ২ করি ৩:১৫, যেখানে মোশি তার লেখার প্রতিনিধিত্ব করে); অথবা যে জায়গা লোকদের জন্য ব্যবহার করা হয় ("তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া ... বের হয়ে তাঁর কাছে যেতে লাগল" মথি ৩:৫ যেখানে যিহূদা তার লোকদের পক্ষে দাড়িয়েছে)।

অন্যান্য যে সমস্ত রেফারেন্স পর্যবেক্ষণের জন্য দেওয়া হল তা হলঃ আদিপুস্তক ৪৯:১০; দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:৬; যিহোশূয় ১০:২১; হিতোপদেশ ১১:২১; যিরমিয় ২১:৭, ১০; হোশেয় ১:২; প্রেরিত্ ৬:৭; ১১:২৩; ১ করি ১০:২১।

৪ অর্থালঙ্কার বিশেষ। অর্থালঙ্কার হল একটি বাক্যালঙ্কার যার দ্বারা একটি গোটা শব্দ বা বস্তু ব্যবহার করা হয় শব্দের বা বস্তুর একাংশের জন্য বা একাংশের পরিবর্তে গোটা বস্তু বা শব্দের উল্লেখ করা হয়। সম্পূর্ণটার জন্য অংশ ব্যবহার করা হয় বা অংশের জন্য সম্পূর্ণটা ব্যবহার করা হয়; একবচনের জন্য বহুবচন ও বহুবচনের জন্য একবচন ব্যবহার করা হয়। আদিপুস্তক ৪২:৩৮ "তবে শোকে এ বৃদ্ধ অবস্থায় (পক্ককেশ) আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে।" অথরাইজড্ ভারসন দেখুন। এখানে বক্তার মনে শুধু তার পক্ককেশ এর কথা নেই কিন্তু তার সমস্ত দেহের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। "আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে" হল এর অর্থ। এখানে অংশকে গোটা বস্তুর জন্য বলা হয়েছে। যিরমিয় ২৫:২৯ "কারণ আমি পৃথিবী-নিবাসীমাত্রের বিরুদ্ধে (এক) খড়্গ আহ্বান করব।" একটি খড়্গ মাত্র? না এখানে একটি অনেক এর জন্য প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে এক বচন বহুবচনের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরও অধ্যয়নের জন্য দেখুন যিহোশূয় ৭:১১; ১ শমূয়েল ১৪:৪৫; ২ শমূয়েল ১৬:২১; ইয়োব ২৯:১১; যিশাইয় ২:৪; মথি ৬:১১; ১২:৪০ (এটা কি অংশের জন্য সমগ্র?)।

ব্যাখ্যা করার জন্য লক্ষণালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ব্যবহার করার জন্য এই দুটি গাইডলাইন ব্যবহার করুন:

১ সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণ করুন। এই সবের আক্ষরিক অর্থ কি কোন অর্থ প্রকাশ করে না বা অর্থ বুঝতে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়? যিশাইয় ২২:২২ বলে, "আর আমি দায়ূদ-কুলের চাবি তার স্কন্ধে দিব" আমরা যখন এর অর্থ আক্ষরিক ভাবে করি তখন হাসি, কিন্তু বাক্যালঙ্কার হিসাবে এর মধ্যে ক্ষমতা ও গুরুত্ব প্রকাশ করে।

২ বাক্যালঙ্কারের অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য প্রসংগ ব্যবহার করুন এবং অংশটুকুর অবস্থা কি তা

দেখুন। অথরাইজড্ ভারসনের দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৫ "দুই বা তিন মুখ" এর কথা বলে। এর প্রসংগ অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারি এই মুখ একজনের কথার বিষয় বলে, তার স্বাক্ষ্য দেবার কথা বলে।

অন্যান্য বাক্যালঙ্কার

৫. সম্ভোধনালঙ্কার। এই বাক্যালঙ্কারের মাধ্যমে লেখক কোন বস্তু বা ব্যক্তি অনুপস্থিতি বা কল্পনাকে সরাসরি সম্ভোধন করে। এই উদ্দেশ্যে সে বস্তুকে ব্যক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। "ওহে অনেক চূড়ার পাহাড়, ঈশ্বর যে পাহাড়কে নিজে থাকার জন্য বেছে নিয়েছেন তুমি হিংসার চোখ নিয়ে কেন তার দিকে চেয়ে আছ? সেটাই তো সদাপ্রভুর চিরকালের বাসস্থান।" (গীতসংহিতা ৬৮:১৬)। দেখুন গীতসংহিতার লেখক কিভাবে একটি পাহাড়কে সম্ভোধন করছেন যেন সে শুনতে ও দেখতে পায়। "অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে, তুমি আনন্দগান কর" আরেকটি উদাহরণ; প্রসংগ আমাদের বলে যে, ঈশ্বর একটি জাতির সংগে কথা বলছেন, কোন এক স্ত্রীলোকের সংগে নয়। সম্ভোধনালঙ্কার হল একটি নাটকীয় অলংকার যা লেখার মধ্যে জীবন ও নাটকীয়তা আনে। এটা সাধারণত সব সময়েই দেখা যায় এবং যেহেতু প্রসংগ দেখিয়ে দেয় যে, এটি আক্ষরিক নয় তাই ব্যাখ্যার সময় এটি খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করে না।

অন্যান্য রেফারেন্স হল ২ শমূয়েল ১৮:৩৩; ১ রাজাবলি ১৩:২; যিশাইয় ১৪:১২; যিরমিয় ২২:২৯; ৪৭:৬; যিহিষ্কেল ৩৭:৪। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা এই রকম অলংকার খুব বেশী ব্যবহার করেছেন।

৬. ব্যক্তিত্বারোপ করা। এই রকম বাক্যালঙ্কারে লেখক কোন ব্যক্তি নয় এমন কিছুকে বা জীবন্ত নয় এমন কিছুর বিষয়ে লেখক ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করে কথা বলে; মানে, যা সেই সময়ে নেই এমন কোন বস্তুকে তিনি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট আরোপ করেন। গীতসংহিতা ৯৮:৮ "নদ নদীগণ করতালি দিক্, পর্বতমালা একসঙ্গে আনন্দগান করুক", লেখক ভাল করেই জানেন যে, নদীর কোন হাত নেই। তিনি জানেন ও আমরা জানি তিনি একটি চমৎকার অলংকার দিয়েছেন, নাটকীয় ভাবে বলেছেন যে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এই প্রকৃতিও আশীর্বাদ লাভ করে থাকেন।

ব্যক্তিত্বারোপ অনেক সময়েই একসংগে সম্ভোধনালঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ১ পাঠ করি, "আকাশমণ্ডল। কর্ণপাত কর, আমি বলি" যিশাইয় ৪৪:২৩ "হে স্বর্গ সকল, তোমরা আনন্দ-রব কর" এখানে আক্ষরিক অর্থ একেবারেই অসম্ভব, এবং প্রায়ই তা বেমানান লাগে। আমরা এখানে কোন রকম সমস্যা ছাড়াই এর অলংকার বুঝতে পারি। কিন্তু কিভাবে আমরা এর ব্যাখ্যা করব? দেখুন গীতসংহিতা ১৯:২ "দিবস দিবসের কাছে বাক্য উচ্চারণ করে"। দিন কথা বলতে পারে না, কিন্তু ১ পদে বর্ণনা করে ও ঘোষণা করে তা সমান্তরাল, এবং সমস্ত অংশটুকু বলছে যে, প্রকৃতি ঈশ্বরকে ও তাঁর কাজকে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রসংগ অর্থকে

পরিস্কার করে দেয়।

অন্যান্য রেফারেন্সগুলো দেখুন, যিহোশূয় ২৪:২৭; গীতসংহিতা ৭৭:১৬; ১১৪:৩; হিতোপদেশ ১:২০; ৬:২২; যিরমিয় ১৪:৭; ৪৬:১০; মথি ৬:৩৪; যাকোব ১:১৫।

৭. অতিশয়োক্তি। অতিশয়োক্তি হল ইচ্ছাকৃত ভাবে জোর দেবার জন্য বড় করে বলা। লেখক ও পাঠক এই উভয়েই অবশ্যই স্বীকার করে তা ইচ্ছা করেই করা হয়ে থাকে। অন্যথায় পাঠকেরা ভাববে যে, লেখক অসতর্ক ভাবেই সত্যকে ব্যবহার করে। যখন গীতসংহিতার লেখক বলেন যে, "আমার চক্ষু থেকে জলধারা (নদী) বইছে" (গীতসংহিতা ১১৯:১৩৬), তখন সে আক্ষরিক ভাবে তা বলছে না। তার চোখ থেকে নদী বইছে না। তিনি ভীষণ ভাবে অন্তরে কাতরাচ্ছেন কারণ লোকেরা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করছে না; এবং এই অলঙ্কার তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের ছবি প্রকাশ করছে।

আবার, সদাপ্রভুও কি চেয়েছেন যেন লোকেরা এটা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে যখন তিনি বলেন যে, "চালিত পত্রের শব্দ তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ... এবং কেউ না তাড়ালেও পতিত হবে" ইস্রায়েল থেকে বন্দিত্বে নিয়ে যাবেন (লেবীয় ২৬:৩৬)? বরং তারা যে বন্দিদশায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে সেই রকম একটা অবস্থার প্রকাশ করেঃ তারা ভয় ও বিপদের মধ্যে বাস করবে। সাধারণত প্রসংগ অতিশয়োক্তির অর্থ দেখিয়ে দেয় যদি তা সেই বাক্যের মধ্যে অর্থ পরিস্কার না হয়ে থাকে।

এছাড়া, দ্বিতীয় বিবরণ ১:২৮; ১ রাজাবলি ১:৪০; ২ শমূয়েল ১:২৩; গীতসংহিতা ১১৯:২০ যিরমিয় ১৯:৪; ২৩:৯; যোহন ২১:২৫ পদ পাঠ করুন।

৮. প্রশ্নাত্মক। এই অলঙ্কার হল একটি বিশেষ প্রকৃতির প্রশ্ন– একটি জানার প্রশ্ন যার মাত্র একটিই উত্তর থাকে। যেহেতু সেই উত্তর খুবই স্পষ্ট তাই লেখকের সেই উত্তর দেবার দরকার নেই। যিরমিয় ৩২:২৭, ঈশ্বর জিজ্ঞেস করেন, "আমি সদাপ্রভু, সমস্ত মানুষের ঈশ্বর। কোন কিছু করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব?" এটা কোন বিতর্কের প্রশ্ন নয়। পাঠক এখানে বলতে পারে না, "হ্যাঁ ও হতে পারে, না ও হতে পারে"। এখানে একমাত্র উত্তর হল না। এই প্রশ্নের মধ্যে সেই একই কথা লেখা আছে যা যিরমিয় নিজে একই অধ্যায়ের ১৭ পদের মধ্যে বলেছেন, "সদাপ্রভুর জন্য কোন কিছুই কঠিন নয়।" ঈশ্বরও একই কথা ২৭ পদের মধ্যে বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি আসে তা হল পাঠকের কাছে বিষয়টি আরও শক্তিশালী ভাবে উপস্থাপন করা। সে তার নিজের মনের মধ্যে এর উত্তর দিয়ে এই বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে; সে সাধারণভাবে শুধু এই কথা শুনতে চায় না যে ঈশ্বর সব সৃষ্টি করেছেন। যে আলোচনায় কারণ বর্ণনা করা হয় সেখানে এই অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় এবং প্রায়ই একে সাধারণ ভাবে বলা হয় বাগ্মিতাপূর্ণ প্রশ্ন– যে প্রশ্নের উত্তর সে পাঠকের কাছ থেকে আশা করে না।

প্রশ্নাত্মক অনেক সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এটাকে কোন

কিছুর জন্য মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য করা হয়ে থাকে, আবার কোন সময় কোন বিষয়ের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য করা হয়। গীতসংহিতা ৮:৪, “মর্ত্য কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর?” যিরমিয় ২৩:২৯, “আমার বাক্য কি অগ্নির তুল্য নয়?” সাধারণত প্রশ্নাত্মক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। প্রশ্নটিকে একটি বাক্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এর উত্তর দেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমার বাক্য আগুনের মত।

আরও অধ্যয়নের জন্য দেখুন ইয়োব, ২১:২২; যিরমিয় ২:১১; ১৩:২৩; ৩০:৬; আমোষ ৩:৩-৪; ওবদিয় ১:৫; (??? এই রেফারেন্সটি ইংরেজী বই থেকে চেক করতে হবে গীতসংহিতা ৭:১৬;) ১ করিন্থীয় ১০:২২।

৯. ব্যাজস্তুতিপূর্ণ বা বিদ্রুপাত্মক। এই অলঙ্কারটি অন্যান্য অলঙ্কার থেকে ভিন্ন। এটি সাধারণত যা বোঝায় তার থেকে উল্টো অর্থ প্রকাশ করে। এটি জোর দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতিশয়োক্তির মত এটাও যারা শোনে তাদের কাছে পরিস্কার থাকে তাই এখানে ঠকানোর কোন প্রশ্ন নেই। যদি ব্যাজস্তুতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তখন বক্তার গলার আওয়াজের মধ্যে তা প্রকাশ পায়। যেহেতু পবিত্র বাইবেল মাত্র লিখিত অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছে তাই কোন কোন সময় এটি ব্যাজস্তুতি কি না তা বুঝতে আমাদের একটু কষ্ট হতে পারে।

২ শমূয়েল ৬:২০ পদে রাজা দায়ূদের স্ত্রী বলেছেন, “অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন সমাদৃত হলেন।” এই পদের বাকী অংশ পরিস্কার ভাবেই দেখিয়ে দেয় যে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, রাজা আজ অসম্মানিত হয়েছেন। ১ রাজাবলি ২২:১৫ পদে সদাপ্রভুর ভাববাদী বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে, যেমন ভণ্ড ভাববাদীরাও তা করেছে। কিন্তু সদাপ্রভুর ভাববাদী দৃশ্যত ব্যাজস্তুতি করেছেন। যাহোক এখানে প্রসংগ দেখিয়ে দেয় যে, তিনি জানতেন রাজার সৈন্যরা পরাজিত হবে। যদি ১৫ পদটি ব্যাজস্তুতি না হয়ে থাকে, তবে ভাববাদী মিথ্যা কথা বলেছেন।

কোন কোন অংশ ব্যাজস্তুতি কি না তা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তা পরিস্কার বুঝা যায়। যখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি না তখন সতর্ক ভাবে সম্ভাবনার বিষয়ে চিন্তা করুন। এর প্রসংগের আলোকে দেখুন এটি একটি সোজাসুজি উক্তি এবং দেখুন এর অর্থ পরিস্কার কি না। এরপর এটা যে একটি ব্যাজস্তুতি তা ভাবুন। সাধারণত পছন্দটি অবশ্যই পরিস্কার হবে।

অন্যান্য রেফারেন্স হল গণনা ২৪:১১; ১ রাজাবলি ১৮:২৭; ইয়োব ১২:২; ৩৮:২১; সখরিয় ১১:১৩; ১ করিন্থীয় ৪:৮; ২ করিন্থীয় ১১:১৯।

আরও তিনটি অলঙ্কার মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের ব্যবহার তত বেশী নয় বলে তা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রূঢ় বা অপ্রিয় উক্তির পরিবর্তে কোমল উক্তি প্রয়োগ। এর প্রয়োগ হয় যখন অপ্রিয় বা ধর্মগত বা নীতিগত ভাবে নিষিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করার পরিবর্তে আরও মেনে নেওয়ার মত শব্দ ব্যবহার করা। প্রেরিত ৭:৬০ পদে তিনি মারা গেছেন এর পরিবর্তে তিনি

বাক্যালঙ্কার

ঘুমিয়ে পরেছেন ব্যবহার করা হয়েছে। বিচারকর্তৃকগণ ১৯:২২ আমরা তার পরিচয় নেব বলা হয়েছে পুংগামীতা বুঝাবার জন্য।

অর্থালঙ্কার যার দ্বারা বৈপরীত্যকে খন্ডন করে আসল অর্থকে প্রকাশ করা (litotes)। অর্থালঙ্কার হল কোন কিছুর উল্টোটাকে অস্বীকার করে তা বলা, যেমন আমরা বলতে পারি, বেশী দূরে নই যখন আমরা বুঝাতে চাই আমরা কাছেই আছি। গীতসংহিতা ৫১:১৭ পদে বলে, "হে সদাপ্রভু, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করবে না।" মানে তিনি গ্রহণ করবেন। ১ শমূয়েল ২৬:৮ পদে বলে, "আমি ওঁকে দুই বার আঘাত করব না" মানে প্রথম আঘাতেই আমি তাকে হত্যা করব।

অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ প্রকাশ। (ঢ়ষবড়হধংস) এই অর্থালঙ্কারটি হল কোন কিছু বলতে গিয়ে যতটুকু বলা প্রয়োজন তারচেয়ে বেশী বলা, যেমন দেখা যায় ২ শমূয়েল ৭:২২ পদে, "আমরা স্বকর্ণে যা যা শুনেছি"। বা দ্বিতীয় বিবরণ ৩:২৭, "নিজ চক্ষে নিরীক্ষণ কর।" কোন কোন অনুবাদের এরূপ অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিয়ে থাকে।

বাক্যালঙ্কার ভাষায় সৌন্দর্য যুক্ত করে থাকে, প্রাণবন্ত করে ও জোর দিয়ে প্রকাশ করে। যদি আমরা পবিত্র বাইবেলে এরূপ ব্যবহারকে স্বীকার করি ও ব্যাখ্যা করি তবে ঈশ্বরের বাক্য আরও শক্তিশালী হয়ে আরও পরিস্কার ভাবে আমাদের কাছে আসে। প্রকৃতপক্ষে তাদের বুঝতে পারলে আমাদের অর্থ করার ক্ষেত্রে আরও সাহায্য হয়, নয়তো বা কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। ঈশ্বরের বাক্য ও এর অর্থ খুবই শক্তিশালী। আমরা এই সব বাক্যালঙ্কারের জন্য সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিতে পারি যা আমাদের বুঝবার ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

১৪

সংকেত ও প্রতীক সমূহ

আমরা প্রতীককে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে, এর আভিধানিক অর্থের সংগে অতিরিক্ত অর্থ হিসবে অন্য যে কোন অর্থ প্রস্তাব করে বা তার পক্ষে দাঁড়ায়। এটা হতে পারে সাধারণ একটি কবুতর বা কোন তৈরী করা জিনিষ যেমন ক্রুশ। আমরা আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। লোকেরা তাদের সাফল্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনরূপ চিহ্ন বা পরিচয় জ্ঞাপক চাকতি ধারণ করে। একজন লোক যে পদ্ধতিতে চুল রাখে তাতে সে তার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে তার মনোভাব প্রকাশ করে। গুপ্তচরেরা ও সরকারের এজেন্টরা এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যাদের বিশেষ অর্থ আছে যা মাত্র তাদের অনুসারীরাই জানে।

পবিত্র বাইবেলও অনেক প্রতীক ব্যবহার করেছে। তারা হতে পারে প্রাকৃতিক বা আশ্চর্যজনক কিছু। সে সব হতে পারে এমন কোন কিছু যার অস্তিত্ব আছে বা কোন কিছু যা দর্শনে দেখানো হয়েছে। তা হতে পারে কিছুর মত (যেমন লবণ বা বাতিদানি), বা কোন কাজ (যেমন, খাবার খাওয়া কোন শহর তৈরী করা), বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান (যেমন, বাপ্তিস্ম, নিস্তার পর্ব পালন), বা কোন বস্তু, (যেমন, কোন মসীনা কাপড়), বা কোন সংখ্যা, রং, নাম (যেমন, সাদুম বা মিশরের মত– যিরূশালেমের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে), বা কোন ধাতুর মত (যেমন, স্বর্ণ, বা বুকপাটা), বা কোন অলংকার, (যেমন মুক্তা, বা কোন প্রাণী যেমন সিংহ, বা কবুতর) বা অন্য যে কোন কিছু।

প্রতীক কোন সত্য প্রকাশ বা গোপন করা এই উভয় কাজের জন্যই ব্যবহার করা হতে পারে। তারা তাদের কাছ থেকে সত্য গোপন করে যারা প্রতীকের অর্থ জানে না কিন্তু শুধু স্বাভাবিক ভাবে চোখে যা দেখতে পায় তাই বোঝে। পবিত্র বাইবেলে প্রায়ই বলে না যে, এটি প্রতীক কিন্তু পাঠকদের কাছে তা ছেড়ে দেওয়া হয় আর যখন তারা তা পাঠ করে তখন তারা বুঝতে পারে যে এটা প্রতীক। সুতরাং আমাদের সতর্কতার সংগে পাঠ করতে হবে কোন প্রতীক যেন আমরা পাঠ করার সময় এড়িয়ে না যাই আবার যা প্রতীক নয় তাকে যেন প্রতীক হিসাবে ব্যবহার না করি। প্রতীক অনেক সময় বিশেষ সত্য প্রকাশ করতে পারে কিন্তু আমরা যদি তা না বুঝতে পারি তবে সাংঘাতিক ভুল করতে পারি।

পবিত্র বাইবেলের ব্যবহৃত কোন উপমা প্রায়ই তা প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে–

উদাহরণস্বরূপ, "এটা আমার দেহ ... আমার রক্ত" (মার্ক ১৪:২২, ২৪)। আমরা খুব সহজেই এখানকার উপমা বুঝতে পারি যে, রুটি হল খ্রীষ্টের দেহের প্রতীক ও আংগুর-রস হল যীশু খ্রীষ্টের রক্তের প্রতীক। প্রসংগের মধ্যে এর মৌলিক অর্থ বেশ পরিস্কার থাকে। যেহেতু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার দেহ ভাংগা হয়েছে এবং তার ঢেলে দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা রুটি ভাংগি ও আংগুর-রস ঢেলে দিয়ে সেই মৃত্যুর প্রতীকীকরণ করি। কিন্তু সেখানে অন্য অর্থও আছে। কেন আমরা তা ভোজন করি ও পান করি। অনেক অংশ আছে যেমন যোহন ৬:৩২-৩৫, ৪৮-৬৩; ৭:৩৭-৩৯, দেখিয়ে দেয় আমাদের ভোজন ও পান করা একটা প্রতীকী কাজ। কিসের জন্য প্রতীক? যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টের কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি যে, তাঁর দেহ খাই ও তাঁর রক্ত পান করি (যোহন ৬:৫৩), তখন তিনি দাবী করবেন আমরা স্বগোত্র ভোজনকারী, যা পতিত পাপী লোকদের জঘন্যতম কাজ। যখন আমরা প্রতীক স্বীকার করি তখন এরকম দুঃখজনক বিষয়ের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

একই বিষয় বা বস্তু এক বা অধিক বিষয়ের জন্য প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন পানি ধোয়ার জন্য ও ধ্বংসের এই উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদের ধারনা করলে চলবে না যে এক অংশের প্রতীক আমরা সেই অর্থে সমস্ত জায়গার জন্যই ব্যবহার করতে পারব। লাল রং সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টের রক্তের প্রতীক হিসাবে ও তার উৎসর্গের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যাহোক, এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, যেসব পদের মধ্যে এই শব্দ আছে তা যদি আমরা পরীক্ষা করি তবে দেখব এর সমার্থক শব্দ হিসাবে টকটকে লাল, গাঢ় লাল এই শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। যিশাইয় ৬৩:২ পদে এই শব্দ বিচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছ; যিশাইয় ১:১৮ পদে পাপের জন্য; হিতোপদেশ ২৩:৩১ মদের রং লাল; মথি ১৬:২ আকাশের রং; নহূম ২:৩ সৈন্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এটা আমরা পরিস্কারভাবেই দেখতে পাই যে, এই সব অংশে কোন জায়গায়ই খ্রীষ্টের রক্তের প্রতীকের কথা বলা হয় নি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কোনরূপ সহজ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া আমাদের অবশ্যই অর্থ করত হবে এবং সেজন্য আমাদের তা নিশ্চিত অর্থের চেয়ে সাম্ভব্য অর্থ বলে ধরে নিতে হবে। যোহন ৩:১৪; প্রকাশিত বাক্য ২০:২ পদে যে সর্পের কথা বলা হয়েছে তার বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

প্রতীকী সংখ্যা

পবিত্র বাইবেল প্রতীকী রূপে কিছু সংখ্যা ব্যবহার করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান সংখ্যা হল সাত। কোন পদেই বলে না যে, এই সংখ্যাটি প্রতীক কিন্তু যে পদগুলোতে এই সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে যখন আমরা সেই পদগুলো অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, এখানে এর আক্ষরিক অর্থের চেয়েও বেশী কিছু। সবগুলো পদ দেখা সত্যিই কষ্ট কর– কারণ ৬০০ পদের বেশী জায়গায় এই প্রতীক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কিছু পদ খুঁজে দেখতে

সংকেত ও প্রতীক সমূহ

পারি: আদিপুস্তক ২৯:১৮; ৪১:২, ১৮; ৫০:১০; যাত্রা পুস্তক ১২;১৫; ২৫:৩৭; লেবীয় ৪:৬; ২৬:২৪; গণনা ২৩:১; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৭; যিহোশূয় ৬:৪; রূত ৪:১৫; গীতসংহিতা ১১৯:১৪৬; হিতোপদেশ ২৪:১৬; ২৬:১৬; সখরিয় ৪:২; মথি ১২:৪৫; প্রেরিত্ ৬:৩ এবং প্রকাশিত বাক্য ১:৪। এই সব পদগুলোতে দেখায় যে, সাত সংখ্যাটি একটি পূর্ণতা, নিঁখুত অবস্থা ও সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে। অনেক পদ আছে যেখানে এই অতিরিক্ত অর্থের প্রকাশ বর্তমান নয়। যাহোক, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে এই সাত সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তা খুঁজে দেখতে হবে।

অন্যান্য যে সংখ্যা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল তিন (প্রায়ই এটি ত্রিত্বের সংগে সম্পর্কযুক্ত– গণনা ৬:২৪-২৭; যিশাইয় ৬:৩; মথি ২৮:১৯; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪; প্রকাশিত বাক্য ৪:৮); চার সংখ্যা (প্রায়ই তা এই সৃষ্টির বাহ্যিক অবস্থা বা পৃথিবীর পূর্ণতার বিষয় প্রকাশ করে– যিরমিয় ৪৯:৩৬; যিহিষ্কেল ৩৭:৯; যিশাইয় ১১:১২; লূক ১৩:২৯; প্রকাশিত বাক্য ৭:১); বারো সংখ্যা (প্রায়ই তা ঈশ্বরের একদল লোক প্রকাশ করে– আদিপুস্তক ৪৯:২৮; যাত্রা পুস্তক ২৮:১১; যিহোশূয় ৪:৯; মথি ১০:১; প্রকাশিত বাক্য ২১:১২, ১৪); এবং চল্লিশ সংখ্যা (প্রায়ই পরীক্ষা বা বিচার সম্পর্কীত– আদিপুস্তক ৭:৪; যাত্রা পুস্তক ২৪:১৮; গণনা ১৪:৩৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১-৫; মথি ৪:২)।

এই সব সংখ্যা বা সম্ভবত আরও কিছু সংখ্যা, পবিত্র শাস্ত্রে প্রতীকীরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এদের প্রতিটি ব্যবহারই যে প্রতীকী তা নয়। যদি তাই হয় তবে ইয়োবের সাত ছেলেও পূর্ণতার সংখ্যা আর তিন কন্যা ঈশ্বরের ত্রিত্বের প্রকাশ হয়ে থাকে কিন্তু তা নয়। যিশাইয় ৬:৩ পদে 'পবিত্র পবিত্র পবিত্র' শব্দ তিনটি হতে পারে ত্রিত্বের প্রতীক, কিন্তু যেখানে ফরৌনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মোশিকে তিন মাস লুকিয়ে রাখা হয়েছিল (প্রেরিত্ ৭:২০), বা পৌল তিনদিন অন্ধ ছিলেন (প্রেরিত্ ৯:৯) সেখানে হয়তো এই তিন সংখ্যার কোন প্রতীকী গুরুত্ব নেই। আমরা সব জায়গায়ই এই অতিরিক্ত অর্থ খুঁজতে যাব না যদি না কোন নির্দেশিকা সেখানে না থাকে।

ব্যাখ্যা করার জন্য গাইডলাইন সমূহ

পবিত্র বাইবেলে যেহেতু অনেক প্রতীকের অনেক ঘটনা আছে, তাই সেই সব প্রতীক ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করার জন্য কিছু গাইডলাইন দেওয়া হল।

১. যেভাবে পবিত্র বাইবেল নিজেই যে সব প্রতীক ব্যাখ্যা করে তা অধ্যয়ন করুন। দেখুন ১ পিতর ৫:৮ পদে সিংহ এবং যিশাইয় ৫৫:১০-১১ পদে বৃষ্টি। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি হোশেয় ৬:৪ ও ১৪:৫ পদে শিশির শব্দটি এবং এদের প্রত্যেকটি মিল ও পার্থক্যের প্রতীকী অর্থ। যদি রং এর মত তা সাধারণ প্রতীক হয়, তখন আপনি যতটুকু পারেন রেফারেন্স দেখবার জন্য

সংকেত ও প্রতীক সমূহ

কনকরডেন্স ব্যবহার করুন এবং দেখুন সেখানে এক বা একধিক প্রতীকী অর্থের জন্য প্রস্তাব করে কি না। আপনি যখন অধ্যয়ন করবেন তখন হয়তো এসব বিষয় নোট করে রাখবেন (এমন কি ভিন্ন একটি নোট খাতা) যাতে আপনি যখন প্রতীক সংখ্যা পান আপনি তার একটা তালিকা করে রাখতে পারেন।

২. যখন আপনি পবিত্র বাইবেল থেকে প্রাকৃতিক কোন বস্তু অধ্যয়ন করেন তখন তাদের প্রাকৃতিক গুণাগুণ বা কোয়ালিটি নোট করে রাখুন। এভাবে এদের প্রতীকী অর্থ বের হয়ে আসবে; উদাহরণস্বরূপ, মেষ নম্র স্বভাবের কথা বলে, লবণ পচনের হাত থেকে রক্ষা করার কথা বলে, এবং শুকর ময়লার কথা বলে। আপনি যে অংশটি পাঠ করছেন দেখুন কোন কোয়ালিটির কথা সেখানে প্রকাশ করে।

৩. প্রসংগ অধ্যয়ন করুন। প্রতীকের অর্থ সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য প্রসংগ হল প্রধান সাহায্যকারী। উদাহরণ হিসাবে, যিরমিয় ২৪:১-৩ পদে যিরমিয়র দর্শনের মধ্যে দুই ঝুড়ি ডুমুরের কথা বলে, একটিতে ভাল ডুমুর ও একটিতে মন্দ ডুমুর। ৪-১০ পদের মধ্যে সদাপ্রভু সেই প্রতীকের অর্থ প্রকাশ করেন: এই ডুমুর দুই দল লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। বন্দিদশায় যারা তারা ভাল ডুমুর ও রাজা ও অন্যেরা যারা শহরের মধ্যে থেকে গেছে তারা মন্দ ডুমুর।

৪. আপনার নিজের মাথা থেকে যেসব অদ্ভূত অর্থ আসে কিন্তু শাস্ত্র থেকে তা আসে না এমন ধারণা থেকে বিরত থাকুন। আপনি যে অর্থের কথা চিন্তা করছেন যদি তার কোন সরাসরি প্রমাণ পুস্তকে না থাকে তবে আপনি হয়তো বলতে পারেন তা সাম্ভব্য অর্থ। আপনি বলতে পারেন না যে এটাই তার একমাত্র অর্থ।

কোন কোন আকর্ষণীয় অংশ আছে যেখানে হয়তো প্রতীকী অর্থ আছে যেমন যাত্রা পুস্তক ১৩:২১; গীতসংহিতা ৬৯:২ পদের সংগে যিশাইয় ৪৪:৩; যিহিষ্কেল ১:১৩ পদের সংগে ইব্রীয় ১২: ২৯; যিহিষ্কেল ৩৭:১-৪; মীখা ৪:১৩ পদের সংগে গীতসংহিতা ১০৭:১৬; মথি ১৭:২ পদের সংগে প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮।

১৫

আদর্শ বা নমুনা

আদর্শ বা নমুনা সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি একুট জটিল। আদর্শ বা নমুনাকে ঘিরে যেসব প্রশ্ন উঠে পবিত্র বাইবেলের ছাত্ররা তা সমাধানের ক্ষেত্রে সবসময় সেই বিষয়ে একমত হয় না। তবুও আদর্শগুলো খুবই সুন্দর ভাবে পবিত্র বাইবেলের সত্য বের করে নিয়ে আসে যা আমাদের জন্য জানা খুবই প্রয়োজন।

আদর্শসমূহ নানা রকম হয়ে থাকে: ব্যক্তিবর্গ (যেমন, আদম, মোশি, এলিয়, পুরোহিত মল্লিষেদক), ঘটনাসমূহ (যেমন ব্রোঞ্জের সাপকে উঁচুতে তোলা, বন্যা) বস্তু (যেমন, উৎসর্গর কোরবানগাহ্, বাতিদান, ধুপ), পর্ব সমূহ (যেমন, নিস্তার পর্ব, ভোজ), স্থান (যেমন কেনান, যিরূশালেম) পদ (যেমন, ভাববাদী ও পুরোহিত)।

আদর্শ সমূহকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন, পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়মের আত্মিক বাস্তবতার ছবি আছে নতুন নিয়মের সময়ে তা বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে তিনটি মূল বিষয় আছে:

১. আদর্শসমূহ ঈশ্বরে উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। আমরা অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রে দেখতে পাব যে, আদর্শ সমূহ ও এর পূর্ণতা এই দুইয়ের মধ্যে ঈশ্বর যে একটি যোগাযোগ রেখেছেন তার সংকেত রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নতুন নিয়ম সমান্তরালের কথ বলে। যদি নতুন নিয়মে এর কোন উল্লেখ না থাকে তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই রকম ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ খুবই পরিস্কার থাকতে হবে যেখানে কোনরূপ সন্দেহ থাকবে না। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সমান্তরাল থাকতে পারে এবং যেসব লোকদের ভাল কল্পনা শক্তি আছে তারা অন্যদের চেয়ে এই রকম আদর্শ বা নমুনা অনেক বেশী খুঁজে পায়। যাহোক, পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করা কোন কল্পনার উপর নির্ভর করে করা যায় না। আমাদের অবশ্যই প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে যে আদর্শসমূহের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি তার সমান্তরাল শব্দ বা ঘটনাগুলো খুবই পরিস্কার যা মাত্র ঘটনাচক্রেই আমাদের মনে আসে নি।

২. নতুন নিয়মের মধ্যে পুরাতন নিয়মের যে আদর্শ বা নমুনা পূর্ণতালাভ লাভ করেছে। এতে করে অন্যান অলঙ্কার থেকে আদর্শ বা নমুনাকে পৃথক রাখা যায় যেমন, প্রতীক, দৃষ্টান্ত। ঐ সব

বাক্যালঙ্কারে আত্মিক অর্থ সেই ঘটনার সংগে একই সময়ে ব্যবহার করা যায়।

৩. আদর্শসমূহ হল "ছায়া"। এটা হয়তো বাস্তবিক ভাবেই প্রকৃত হতে পারে যেমন আইন-কানুন তাম্বু ছিল; এটা এখনও একটি ছায়া যখন এটাকে আত্মিক বাস্তবতা সংগে তুলনা করি যা এটার পূর্ণতা দান করে। একটি ছবিতে একটি গাছের ছবি সেখানে গাছের বাস্তবতা নেই যদিও সেখানে কাগজের বাস্তবতা আছে এবং কেমিক্যালের বাস্তবতা আছে তবুও সেই ছবি এবটি বাস্তব গাছের দৃশ্য। একই ভাবে সাক্ষ্য-তাম্বু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান– এটির নিজের বাস্তবতা আছে ও এর অর্থ আছে– কিন্তু তবুও এর এমন একটি অর্থ আছে যা ভবিষ্যতের এমন এক পথের দিকে– খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে পথ ঈশ্বর কাছে নিয়ে যায়।

প্রায় সময়ই আদর্শ বা নমুনার মধ্যে এক বা একাধিক প্রতীক আছে, সুতরাং আমরা তাদের ব্যাখ্যা সেই প্রতীকের মধ্যে ধরে নিই। উদাহরণ হিসাবে, মহাপুরোহিত ছিলেন খ্রীষ্টের আদর্শ। তাঁর মসীনার কাপড় কিসের প্রতীক (যাত্রা পুস্তক ২৮:৩৯; ইব্রীয় ৪:১৪)? নতুন নিয়ম হয়তো আদর্শ বা নমুনার কথা বলতে গিয়ে তাঁর প্রতীককে বুঝায় না।

একটি প্রথম বা প্রধান সমস্যা হয় তখন যখন পুরাতন নিয়মে কোন আদর্শ আমরা দেখি কিন্তু তা নতুন নিয়মে সেই আদর্শকে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের ছাত্রদের মধ্যে দুটি বড় মতবাদ আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, পুরাতন নিয়মে আমরা সেই আদর্শকে ধরব যেসব আদর্শকে নতুন নিয়ম আদর্শ হিসাবে নির্দেশ করে। এই মতবাদ এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে যে, ঈশ্বর অবশ্যই সেই আদর্শ বা নমুনার নাম দিবেন। এছাড়া আমরা যেসব বিষয়কে আদর্শ বা নমুনা বলি তার মধ্য দিয়ে আসলে আমরা পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করি না, তা আমাদের কল্পনার ফসল। অন্যেরা বিশ্বাস করে যে, পুরাতন নিয়মে বিশেষ ভাবে সব কিছুই নতুন নিয়মকে নির্দেশ করে, তাই সব জায়গায় আদর্শিক অর্থের নানা বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। কমপক্ষে অর্থ সেখানে আছে যদিও আমরা তা আবিস্কার করতে পারি না।

এটি একটি ব্যাখ্যা করার সুস্থ নীতি যে নীতির আলোকে আমাদের শাস্ত্রের অর্থ খুঁজে বের করতে হবে শুধুমাত্র এর মধ্যে অর্থ পাঠ করলে হবে না। সুতরাং, আদর্শের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের একটি মাঝামাঝি অবস্থান নিতে হবে কোন চরম পন্থা নিলে ভুল করা হতে পারে। যেসব আদর্শ বা নমুনা নতুন নিয়মে ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য সমান্তরাল ঘটনা নতুন নিয়মের বাস্তবতায় পরিস্কার তা মাত্র এমনি এমনি উল্লেখিত হয় নি। অব্যশ, এই রকম সমান্তরাল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পবিত্র বাইবেলের ছাত্রকে প্রার্থনাপূর্বক এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে হবে। তাকে এই বিষয়ে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না যে বিষয়টি অন্যরা গ্রহণ করবে না।

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দুইজন শিষ্যের কাছে নিজের বিষয়ে পুরাতন নিয়ম থেকে ব্যাখ্যা করেছেন (লূক ২৪:৪)। সেই সময়ে বরিবার বিকালে হাঁটার সময়, তিনি হয়তো পুরাতন নিয়মের সব অংশ নিয়ে

কথা বলার সুযোগ পান নি। এই পদ নিয়ে এই কথা বলা যাবে না যে, পুরাতন নিয়মের সবকিছুই সরাসরি আদর্শিক, কিন্তু এটি দেখায় যে, পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের আদর্শে বা নমুনায় পূর্ণ।

নতুন নিয়মের ব্যাখ্যা

সমান্তরাল অংশগুলো দেখবার মধ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে আমরা প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে পরি কিভাবে নতুন নিয়ম কিছু আদর্শকে ব্যাখ্যা করে।

১. মরুভূমিতে ব্রোঞ্জের সাপ উপরে তোলা (যোহন ৩:১৪-১৫)। আমরা প্রথমে গণনা ২১ অধ্যায়ে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা দেখব, তারপর নতুন নিয়মের সত্য হিসাবে সমান্তরাল যেসব কথা বলা হয়েছে তা নোট করব।

গণনা ২১:৪-৯	**যোহন ৩:১৪-১৫**
লোকেরা অভিযোগ করেছে	উল্লেখ করা হয় নি
ঈশ্বর ভয়ানক সাপ পাঠিয়ে দিয়েছে	
ও অনেক লোক মারা গিয়েছে	উল্লেখ করা হয় নি
লোকেরা স্বীকার করেছে তারা পাপ করেছে	উল্লেখ করা হয় নি
মোশি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন	উল্লেখ করা হয় নি
ঈশ্বর তাঁকে একটি ভয়ানক সাপ	
তৈরী করতে আদেশ করেছেন	খ্রীষ্টকে উঁচুতে তোলা হবে
মোশি ব্রোঞ্জ দিয়ে একটি সাপ তৈরী করেছেন	ব্রোঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয় নি
যে কেউ সেই সাপের দিকে তাকিয়েছে	
সে সুস্থ হয়েছে	যে কেউ বিশ্বাস করতে সে
	অনন্ত জীবন পাবে

এখানে দেখুন যে, পুরাতন নিয়মের অনেক বিস্তারিত বর্ণনা নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয় নি। এর মানে এই নয় যে, তাদের কোন আদর্শিক অর্থ হতে পারে না, কিন্তু এটি দেখায় যে, যে ব্যাখ্যা পুস্তকে দেওয়া হয়েছে তা সেই সব বিষয়ে তাদের চিন্তা ছিল না। নতুন নিয়মের চিন্তা ছিল মূল ঘটনার বিষয়ে: সাপ উঁচুতে তোলা হবে, লোকেরা এর দিকে তাকাবে এবং সুস্থ হবে। কোন কোন

আদর্শ বা নমুনা

পবিত্র বাইবেলের ছাত্র অনুভব করে যে, মোশি সাপকে উঁচুতে তুলেছেন এই বাক্য অন্যান্য বিস্তারিত বর্ণনার অর্থ খোঁজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে। তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্র নিজেই সেই অর্থ আমাদের বলে দেয় না।

২. নিস্তার পর্ব। আবার আমরা নিস্তার পর্বের ঘটনাটার আদর্শ এবং নতুন নিয়মের ব্যাখ্যা টেবিল আকারে সাজাই।

যাত্রা পুস্তক ১২:৩-১৩	১ করিন্থীয় ৫:৭-৮
এক একটি ঘরে একটি ভেড়া উৎসর্গ করা হত	খ্রীষ্ট উৎসর্গীকৃত হয়েছেন
এক বছরের একটি ছাগল বা ভেড়া দশম দিনে	উল্লেখ করা হয় নি
নেওয়া হত এবং চর্তুদশ দিন পর্যন্ত চলত	উল্লেখ করা হয় নি
ভেড়াটা সন্ধ্যার সময় জবাই করা হত	উল্লেখ করা হয় নি
রক্ত দরজায় ও চৌকাঠে লাগানো হত	উল্লেখ করা হয় নি
মাংস রোষ্ট করে খাওয়া হত	উল্লেখ করা হয় নি
মাংস খামিহীন রুটির সংগে ও তেতো	খ্রীষ্টিয়ানরা সত্য ও
শাক দিয়ে খাওয়া হত	বিশ্বস্ততার
	খামিহীন রুটি খায়
যা কিছু রয়ে যেত তা পুড়িয়ে ফেলা হত;	উল্লেখ করা হয় নি
খাবার খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া হত– কোমড় বন্ধনি পরবে,	
পায়ে জুতা ও হাতে লাঠি নেবে	উল্লেখ করা হয় নি
ঈশ্বর রক্ত দেখলেন ও তাদের ছেড়ে অগ্রসর হলেন	উল্লেখ করা হয় নি

লক্ষ্য করুন, পবিত্র বাইবেল নিজেই পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করে। এখানে অন্যান্য পরিচিত সমান্তরাল ঘটনা বা শব্দ এখানে দেখানো হয় নি: উৎসর্গীকৃত প্রাণী পুরুষ, সন্ধ্যা বেলায় হত্যা করা, যেখানে ঈশ্বর রক্ত দেখলেন সে জায়গা ছেড়ে তিনি অগ্রসর হলেন। কেউ কেউ অবশ্য অন্যান্য সমান্তরাল বিষয় দেখে থাকবেন কিন্তু পুস্তকে কোথাও ব্যবহার করা হয় নি।

আদর্শ বা নমুনা

সম্ভবনাময় যেসব আদর্শ বা নমুনাকে শনাক্ত করা হয় নি

কোন কোন ঘটনাকে বিবেচনা করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক ছাত্র মনে করে তা আদর্শ বা নমুনা কিন্তু নতুন নিয়মে তা উল্লেখ করা হয় নি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল আদিপুস্তক ২২ অধ্যয়ে উল্লেখিত অব্রাহামের ছেলে ইস্হাককে মোরিয়া পর্বতে উৎসর্গ করার বিষয়টি। ঘটনা খুবই পরিচিত। ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন পাহাড়ে যেতে এবং তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করতে। অব্রাহাম সেই আদেশ মান্য করেছিলেন। সেই পাহাড়ের উপরে তিনি একটি বেদী প্রস্তুত করলেন এবং তার উপরে ইসহাককে উৎসর্গ করতে উদ্দ্যত হলেন। তখন ঈশ্বর তাঁকে থামালেন এবং বললেন যে, তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বাধ্যতা দেখিয়েছেন। তখন ঈশ্বর উৎসর্গ করার জন্য ইসহাকের পরিবর্তে একটি ভেড়া জুগিয়ে দিলেন আর অব্রাহাম ইসহাককে নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। এই কাহিনীর মূল বিষয় হল অব্রাহামের পরীক্ষা ও তাঁর বাধ্যতা।

নতুন নিয়মের দুই জায়গায় এই বিষয়ে একটু করে বলা হয়েছে। ইব্রীয় ১১:১৭-১৯ আমরা পড়ি যে, অব্রাহাম চেষ্টা করেছেন এবং বিশ্বাসে ইসহাককে উৎসর্গ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে এই প্রতিজ্ঞার সন্তানকে জীবিত করতে পারেন, এবং অলঙ্কারিক ভাবে অব্রাহাম পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন। যাকোব ২;২১-২২ পদে বলে যে, ঈশ্বর ইসহাককে উৎসর্গ করার কাজের মধ্য দিয়ে অব্রাহামকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সেই কাজের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস সত্যিকারের বিশ্বাস বলে প্রমাণ করেছিলেন। এই দুটি ঘটনার একটাতেও এমন সংকেত দেওয়া হয় নি যে, এটা ছিল তারই ছবি বা নমুন যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে ক্রুশের উপর উৎসর্গ করেছেন। এই ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের সংগে অব্রাহামের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে: পরীক্ষিত হওয়া, বিশ্বাস দেখানো ও বাধ্য হওয়া। যদিও সেখানে একটি বদলি উৎসর্গ ছিল কোরবানগাহে উৎসর্গ করার জন্য সেটা ছিল তাঁর পুত্রের বদলে উৎসর্গ করার জন্য। পুত্র কারো বদলি হিসাবে ছিল না। এটা হল একটি বিপরীত আদর্শ যেখানে খ্রীষ্ট পাপীদের বদলি হিসাবে উৎসর্গ হয়েছিলেন।

সুতরাং যদি আমরা বলি যে, এটা খ্রীষ্টের মৃত্যুর একটি আদর্শ বা নমুনা, তবে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে সেখানে আদর্শিক অর্থ অবশ্যই সম্ভব তবে তা নিশ্চিত নয়। আমাদের সেখানেই জোর দিতে হবে যেখানে শাস্ত্র জোর দিয়েছে। আদিপুস্তক ও নতুন নিয়মের অংশগুলো উভয় জায়গায়তেই বলে যে, অব্রাহাম তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন কিন্তু তাঁর পরীক্ষা ও বাধ্যতা বিপরীত আদর্শ হিসাবে খাপ খায় না, কারণ পিতা ঈশ্বর পরীক্ষিত হতে পারেন না তাঁর চেয়ে বড় এমন কেউ নেই যার প্রতি তিনি তাঁর বাধ্যতা প্রকাশ করতে পারেন।

এরপর আর একটি সকলের জানা ঘটনা হল যোষেফের কাহিনী। তাঁর ছোটবেলা থেকে তাঁর মিশরের শাসনকর্তা হওয়া পর্যন্ত সেখানে আশ্চর্য রকমের অনেক বিষয় খ্রীষ্টের জীবনের সংগে সমান্তরাল বা মিল দেখতে পাওয়া যায়। আমরা আদিপুস্তক ৩৭-৫০ অধ্যায় অধ্যয়ন করতে পারি,

আদর্শ বা নমুনা

সেখানে যেসব বর্ণনার তালিকা করতে পারি ও দেখতে পারি কোন কোন জায়গায় বর্ণনা আকস্মিক ভাবে সমান্তরাল বা মিল পাওয়া যায় কি না। যদি পাওয়া যায় তবে আমরা যোষেফকে খ্রীষ্টের আদর্শ বা নমুনা বলে ধরে নিতে পারি।

গালাতীয় ৪:২১-৩১ পদে পুরাতন নিয়মের কাহিনীর একটি আত্মিক বা আদর্শিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ছাত্র ধরে নেয় যে, এটা আদর্শ নয় কিন্তু একটা রূপক বর্ণনা, কিন্তু এখানে কিছু কিছু বিষয় নেওয়া হয়েছে হাগার ও ইশ্মায়েল থেকে, সারা ও ইসহাক থেকে এবং একটি সমান্তরাল রেখা টানা হয়েছে। সুতরাং আমরা শেষে বলতে পারি যে, আদর্শের বেলায় শুধু একটি বিষয়ই থাকবে তা নয়। যা হোক, এই ভাবেই নতুন নিয়ম সাধারণত তাদের ব্যাখ্যা করেছে।

ব্যাখ্যা করার জন্য গাইডলাইন

আদর্শ বা নমুনা অধ্যয়ন করার জন্য কিছু গাইড লাইন দেওয়া হল:

১. কিছু কিছু দর্শন ব্যতিরেকে আদর্শ ও বিপরিত আদর্শগুলো প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে অস্তিত্ব আছে– সাধারণত তাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ইস্রায়েলের ইতিহাসে নিস্তার পর্ব তাদের ভবিষ্যতের খ্রীষ্টের ঐতিহাসিক (কিন্তু আত্মিক গুরুত্ব) মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

২. আদর্শগুলো বাস্তব ছবি যা আত্মিক বাস্তবতাকে আগেই জানিয়ে দেয়। যোহন ৩:১৪ পদের উদাহরণ বাস্তবে যে সাপকে দেখানো হল তা একটি আত্মিক আদর্শ যা বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে দেখা যায়।

৩. আদর্শ বা নমুনার চেয়েও আর উচ্চতর ধাপে এর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেখুন যোহন ১:২৯। একটি পশুর চেয়ে ঈশ্বরের মেষ আরও কত উচুতে তাঁর অবস্থান!

৪. তুলনার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় আছে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অন্যান্য বর্ণনাও দেখা যায়। যখন যোহন ৩:১৪-১৫ পদ এবং ১ করিন্থীয় ৫:৭-৮ পদ আলোচনায় দেখতে পাই।

৫. আদর্শ বা নমুনার স্বাভাবিক অর্থের বাইরে আত্মিক পূর্ণতা বৃদ্ধি পায়। সেখানে অবশ্যই একটি স্বাভাবিক সমান্তরাল অবস্থা থাকবে, সেখানে কোন খামখেয়ালী বা অবাস্তব যোগাযোগ থাকবে না। যেমন মোশি– আর ঈশ্বরের পুত্র। যদি এই নীতি অনুসারে না চলে তবে কি রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে সেই ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্ন দেখা দেবে।

একজন এই নিস্তার পর্ব সম্বন্ধে লিখেছে: "এখন, মেষটিকে ১০ দিনের দিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং তার ১৪ দিন পর্যন্ত রাখা হবে, তা আমাদের দেখায় খ্রীষ্ট অনন্তকাল থেকেই ঈশ্বরের অভিষিক্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের জন্য এই সময়ে প্রকাশিত হলেন।" এরকম চিন্তা করার বা বলার কি কোন রকম প্রমাণ আমাদের আছে?

আদর্শ বা নমুনা

আবার কেউ কেউ লেবীয় পুস্তকে শূচি পশুকে আদর্শ বা নমুনা হিসাবে নেয় (লেবীয় ১১:৪-৬): “জাবর কাটার কাজটি সম্ভবত একটি ভাল কথাবার্তার পদ্ধতি যেমন সত্যিকারের খ্রীষ্টয়ানদের বৈশিষ্ট। একজন সত্যিকারের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সঠিক ভাবে কথা বলবে (জাবর কাটা) এবং সঠিক পথে হাটবে (খুর চেরা)।” আবার, “জাবর কাটা নির্দেশ করে শাস্ত্র ধ্যান করা এবং ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে কথা বলা এবং সেই সব জিনিষ করা যা সদাপ্রভুকে খুশি করে। এটা ঈশ্বরের বিষয়ে ধ্যান করা নির্দেশ করে যেমন গীতসংহিতা ১:২ পদে লেখা আছে, ইত্যাদি। যদি আমরা ঈশ্বরের সংগে গমনাগমন করি এবং ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলি, তবে আমরা পবিত্র খ্রীষ্টিয়ান এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য।” এই অধ্যায়ের ৭ পদে বলা হয়েছে যে, শুকরের খুর চেরা এবং জাবর কাটে না। সেজন্য শুকরের হাঁটা কি ‘শূচি’ হাঁটা যদিও তার কথা বলার পদ্ধতি সঠিক নয়? তাই আদর্শ বা নমুনার ব্যাপারে এরকম অবাস্তব উপসংহার টানার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে।

৬. আদর্শ বা নমুনা হিসাবে রং, সংখ্যা, বস্তু, গঠন ইত্যাদিকে বেছে নেবেন না। যদি সেখানে একেবারে পরিস্কার আদর্শ বা নমুনা থাকে যার বিস্তারিত সংখ্যা মিলে যায়, তবে তো ভালই– কিন্তু আদর্শকে সংখ্যার চেয়ে কোন মৌলিক কিছু আদর্শ বলে গ্রহণ করুন।

৭. যদি নতুন নিয়ম পরিস্কার ভাবে না বলে তবে সেই ব্যাপারে গোড়ামী করবেন না।

নিম্নলিখিত অংশগুলো আদর্শ হতে পারে বা নাও হতে পারে। সতর্ক ভাবে তা অধ্যয়ন করুন।

আদিপুস্তক ২:২-৩: ঈশ্বরের বিশ্রাম কি বিশ্বাসীদের মসীহে আত্মিক বিশ্রামের নমুনা বা আদর্শ?

আদিপুস্তক ৭:১-৫: নোহের জাহাজ কি খ্রীষ্ট পরিত্রাণের আদর্শ?

যাত্রা পুস্তক ৩০:১৭-২১ গামলা বা পাত্র কি পাপ ধৌত হবার আদর্শ?

লেবীয় ৪: পাপ-উৎসর্গ কি আমাদের জন্য খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের আদর্শ?

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫: মোশি কি ভাববাদী হিসাবে খ্রীষ্টের আদর্শ?

১ রাজাবলি ১৭:২: দুইটি লাঠি কি ক্রুশের আদর্শ?

ইব্রীয় ৯:২৪: সাক্ষ্য-সিন্দুক কি খ্রীষ্টের আদর্শ যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়?

আদর্শ ও প্রতীক

এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে, আদর্শ ও প্রতীক সম্বন্ধে বিশেষ করে এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত কারণ এই দুটি বিষয় একটির সংগে আর একটি মিলে যায়।

আদর্শ বা নমুনা

১ একটি আদর্শ ইতিহাসে প্রকৃতই থাকে আর প্রতীক না-ও থাকতে পারে।

২ একটি আদর্শ হল পুরাতন নিয়মের যা নতুন নিয়মে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রতীকের সেই রকম সময়ের কোন রেফারেন্স নেই।

৩ একটি আদর্শের বেশ বর্ণনা থাকতে পারে যদিও সাধারণত তা থাকে না। কিন্তু একটি প্রতীকের মাত্র একটি বিষয়ই থাকে।

৫ একটি আদর্শের মধ্যে এক বা একাধিক প্রতীক থাকতে পারে।

১৬

দৃষ্টান্ত ও রূপক

একটি দৃষ্টান্ত সাধারণত একটি বর্ণনা যা একটি কাহিনী বা গল্প হিসাবে বলা হয়ে থাকে যার মধ্যে কিছু নৈতিক বা আত্মিক সত্য নিহিত থাকে। এটা জীবনের খুবই কাছাকাছি কিন্তু সাধারণত তা সত্যিকারের ঘটনা নয়। কেউ দৃষ্টান্তকে বলেছে "একটি পৃথিবীর গল্প কিন্তু তাতে একটি স্বর্গের অর্থ থাকে।" আমরা এছাড়া এটাকে একটি বর্ধিত উপমা বলতে পারি, কারণ এটি একটির সংগে আর একটির তুলনা করে। প্রায়ই যীশু খ্রীষ্ট সুখবরে একটি দৃষ্টান্ত শুরু করেছেন এই কথা বলে স্বর্গীয়-রাজ্য এমন একজন ... মত। যাহোক অনেক দৃষ্টান্ত এই রকম কথা দিয়ে শুরু করা হয় নি, যেমন মথি ২১:৩৩ পদে শুরু হয়েছে এই ভাবে: "আর একটা দৃষ্টান্ত দিই, শুনুন। একজন গৃহস্থ একটা আংগুর ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন...।

পুরাতন নিয়মের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু প্রধানত এদের তিনটি সুখবরেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। যোহনের সুখবরে একটি দৃষ্টান্তও নেই যদিও যোহন ১০ ও ১৫ অধ্যায়ে কিছু উপমা ব্যবহার করেছেন।

একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে সাধারণত তিনটি উপাদান থাকে: গল্পের প্রেক্ষাপট, গল্প এবং এর আবেদন। খ্রীষ্টের বলা কোন কোন দৃষ্টান্তে এই ঘটনার প্রেক্ষাপট পাওয়া যায় না বা তা সরাসরি বলা হয় নি, এবং অন্যান্য দৃষ্টান্তে এর আবেদন বলা হয় নি। কোন কোন দৃষ্টান্ত মাত্র গল্প। খ্রীষ্ট একজন লোকের প্রশ্নের উত্তরে উত্তম শমরীয়ের দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন এবং দৃষ্টান্তের শেষে তিনি এর আবেদন রেখেছিলেন (লূক ১০:২৫-৩০)। মথি ২১:৩৩-৪১ পদে ক্ষমতার বিষয়ে বিতর্ক হল এর প্রেক্ষাপট এবং বিচারের ভয় হল এর আবেদন। মথি ১৩:৩-৯ পদে এবং লূক ১৩:১৮-১৯ পদে একটি বা দুইটি উপাদান নেই– প্রথমটায় এর প্রেক্ষাপট এবং দ্বিতীয়টায় এর প্রেক্ষাপট ও আবেদন কোনটাই নেই। আসলে প্রেক্ষাপট ও আবেদন এই উভয়ই যদি গল্পের প্রসংগের অংশ হয় তবে গল্পটি ব্যাখ্যা করতে সহজ হয়; এছাড়া কাহিনীটি ব্যাখ্যা করতে আরও কঠিন হয়ে পরে।

প্রায়ই কোন কাহিনীর প্রেক্ষাপট এর ব্যাখ্যা করার চাবি দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, লূক ১৫ অধ্যায় ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের আপত্তির মুখে যীশু খ্রীষ্টের তিনটি দৃষ্টান্ত বলতে হয়। এই তিনটি দৃষ্টান্তই এই শিক্ষার উপর ফোসাক করা হয় যে, পাপী লোকেরা যখন মন পরিবর্তন করে

ফিরে আসে তখন ঈশ্বর আনন্দিত হন, তাই যীশু খ্রীষ্ট যখন পাপীদের গ্রহণ করেন তখন কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

দৃষ্টান্তের মধ্যে সাধারণত একটি প্রধান পয়েন্ট থেকে থাকে। আমরা কাহিনীর নানা বর্ণনা থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য চেষ্টা করব না কিন্তু যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা থাকে তা গ্রহণ করতে হবে। আমরা তা করি কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর দৃষ্টান্ত এই রকম ভাবে ব্যবহার করেছেন। লূক ১৫ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্ট হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্তে তিনি আবেদন রেখেছেন: "আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেভাবে যারা পাপ স্বীকার করবার দরকার মনে করে না তেমন নিরানব্বইজন ধার্মিক লোকের চেয়ে বরং একজন পাপী পাপ স্বীকার করলে স্বর্গে আরও বেশী আনন্দ হয়।" (৭ পদ)। ১০ পদে পরবর্তী দৃষ্টান্তের একই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে হারানো ছেলের দৃষ্টান্ত সেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে যদিও সেই গল্পের মধ্যে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টন্তটি ব্যবহার করেছেন? তিনি তখনকার আইনজীবিদের পেয়েছিলেন যারা এর ব্যাখ্যা করেছেন: সে ছিল শমরীয় যে ভাল প্রতিবেশী হিসাবে প্রমাণ করেছিল। যীশু খ্রীষ্ট তাদের বলেছিলেন, "যাও, স্বেরূপ কর"। তিনি সেই ডাকাতদের, অন্য দুইজন, গাধা, টাকা ও হোটেল মালিক এদের কারো উপরই কোন বিশেষ অর্থ আরোপ করেন নি।

যীশু খ্রীষ্ট সব সময়েই মাত্র একটি পয়েন্ট তাঁর দৃষ্টান্তে প্রকাশ করেন নি। তিনি বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত ও সর্ষে দানা ও শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তে অনেক বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। আংগুর ক্ষেতের চাষীদের দৃষ্টান্তেও সেই একই কথা সত্য। যখন আমরা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করি কেন এই সব দৃষ্টান্ত একটু পৃথক, তবে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব এই দৃষ্টান্তগুলো যেসব দৃষ্টান্তের একটি প্রধান শিক্ষা থাকে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

খ্রীষ্টিয় ইতিহাসের প্রথম দিকে, যে সমস্ত ধর্মতত্ত্ববিদেরা শাস্ত্রের অংশগুলোকে উপমায় সাজাত তারা দৃষ্টান্তগুলোর নানা বর্ণনার মধ্যে আশ্চর্য আশ্চর্য অর্থ খুঁজে পেত। অরিজিন নামে একজন ধর্মতত্ত্ববিদ দয়ালু শমরীয় দৃষ্টান্তটির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন: আদম হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ডাকাতদের মধ্যে পরেছিলেন। যিরূশালেম ছিল স্বর্গের প্রতীক, আর জেরিকো ছিল এই পৃথিবীর প্রতীক। ডাকাতরা ছিল শয়তান ও তার দূতেরা আর পুরোহিতগণ ছিল আইন-কানুন ও লেবীয় ছিল ভাববাদীরা। অবশ্যই খ্রীষ্ট ছিলেন দয়ালু শমরীয়, আর গাধা ছিল তার শরীর, এবং হোটেল হল এই সময়কার মণ্ডলী। পিতা ও পুত্র হলেন সেই দুই টাকা। শমরীয়ের আবার আসবার প্রতিজ্ঞা হল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন।

এই ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ ভালই খাটে, কিন্তু এই অংশের মধ্যে এই রকম ব্যাখ্যার এমন একটুও সংকেত এখানে নেই। প্রকৃত পক্ষে যীশু খ্রীষ্ট এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং অরিজিনের ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি পুস্তকে নেই। তাই অরিজিনে ব্যাখ্যা অনুসরণ করতে অবশ্যই আমরা ভয় পাই।

দৃষ্টান্ত ও রূপক

যীশু খ্রীষ্ট হয়তো কোন কোন দৃষ্টান্ত অনেকবার বলেছেন। হারানো ছেলের দৃষ্টন্তটি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখতে পাওয়া যায়। মথি ১৮ অধ্যায় ঈশ্বরের সন্তানদের যত্ন নেবার সম্পর্কে এবং লূক ১৫ অধ্যয়ে পাপীদের বিষয়ে তার চিন্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই উভয়ই ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের ভালবাসাপূর্ণ যত্নের কথা বড় করে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যার জন্য গাইডলাইন সমূহ

১. প্রথমে গল্পের স্বাভাবিক অর্থের বিষয়ে চিন্তা করুন। আত্মিক শিক্ষা অবশ্যই তার উপর ভিত্তি করে করা হবে।

২. দৃষ্টান্তের সময়টা নোট করুন যদি সেই সময়ে কথা বলা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যীশু খ্রীষ্ট ফরীশীর ঘরে যে ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন (লূক ৭:৪১-৪৩)। যদি প্রেক্ষাপট পরিস্কার না থাকে তবে এ নিয়ে কিছু মনে করবেন না, হয়তো আপনি অন্যান্য উপকরণ থেকে অর্থ পেয়ে যাবেন। যদি প্রেক্ষাপট পরিস্কার থাকে তবে তা গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তটির অর্থ সেই প্রেক্ষাপট থেকে খুঁজে পেতে হবে।

৩. এর প্রধান শিক্ষা, কেন্দ্রীয় পয়েন্ট খুঁজে বের করুন। যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তটিতে যে আবেদন রাখেন সেখানে থেকে নয়তো বা গল্পটির মধ্য থেকে আপনি এর প্রধান শিক্ষা খুঁজে পেতে পারেন। যীশু খ্রীষ্ট দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং এরপর তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন: আমার আসবার দিন লক্ষ্য রাখ কারণ তুমি জান না আমি কোন দিন কোন মুহূর্তে ফিরে আসব। আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, যারা প্রস্তুত তারা তাঁর সংগে ফিরে যাবে।

৪. শাস্ত্রের সরাসরি শিক্ষার সংগে এর অর্থ মিলিয়ে দেখুন। দৃষ্টান্ত যেহেতু আলংকারিক ভাষায় লেখা হয়ে থাকে, সেজন্য তা আমরা শিক্ষা বা মতবাদ নির্মাণে ব্যবহার করি না; কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত শিক্ষা আছে, দৃষ্টান্ত সেই সব শিক্ষাকে শক্তিশালী করে থাকে। উদহারণস্বরূপ, যদি আমরা হারানো ছেলের দৃষ্টান্তকে মতবাদ নির্মাণ করার জন্য ব্যবহার করি যে, কিভাবে একজন পাপী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, এরপর পাপ থেকে মন পরিবর্তন করাই যথেষ্ট সেখানে পাপীদের জন্য খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের আর প্রয়োজন নেই।

৫. যদি আমরা দৃষ্টান্তটি বুঝতে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখিন হই তবে আমরা এর সংস্কৃতিক ও ইতিহাসের পেক্ষাপটে তা বুঝবার জন্য আলো পেতে পারি। উদাহরণ হিসাবে, অনেক ছাত্র জানে, এটি তাদের প্রথা ছিল যে, বিয়ের নিমন্ত্রনকর্তা অতিথিদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করে থাকতেন। এটি ব্যাখ্যা করে যে, কেন যে লোকের গায়ে নতুন কাপড় ছিল না তাকে নির্মম ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল (মথি ২২:১১-১৩)। যা তাকে দেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার না করে নিয়ে যাবার কোন প্রথা ছিল না।

দৃষ্টান্ত ও রূপক

আংগুর ক্ষেতের মজুরেরা

আসুন যেসব গাইডলাইন আমরা দেখেছি তা আংগুর ক্ষেতের মজুরদের দৃষ্টান্তে আমরা প্রয়োগ করি (মথি ২০:১-৬)।

প্রথমত অংশটির মধ্যে যে পর্যাপ্ত প্রসংগ বা পূর্বসূত্র আছে তা সহ পাঠ করুন ও পর্যবেক্ষণ করার মৌলিক নীতিগুলো অনুসরণ করুন। যেহেতু ১ পদটি জন্য যেহেতু শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে সেইজন্য আমরা বুঝতে পারি যে, এই দৃষ্টান্তের সংগে ১৯ অধ্যায়ের যোগাযোগ আছে কিন্তু তা আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না। লক্ষ্য করুন ১৯ অধ্যায়ের শেষ পদটি ২০ অধ্যায়ের ১৬ পদের সংগে সংযুক্ত। এই পদের মধ্যে কি কি শব্দ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ? আপনি সেই একই শব্দ দৃষ্টান্তের গল্পটির মধ্যে দেখতে পান (দেখুন ৮, ১০, ১২, ১৪)? আপনি কি ২০:১ পদের জন্য যেহেতু শব্দের এবং ২০:১৬ পদে সুতরাং শব্দের কোন যোগাযোগের ইংগিত পাচ্ছেন?

এরপর বিবেচনা করুন কিভাবে গল্পটি এই দুইটি পদ বুঝতে সাহায্য করতে পারে। এই গল্পে এমন কি কিছু আছে যা শেষে ছিল তা প্রথম হয়েছে বা যা প্রথমে ছিল তা শেষে গিয়েছে? শেষ মজুরটি কি প্রথমে এসেছে? অব্যশই তাদের প্রথমে বেতন দেওয়া হয়েছে এবং তারা আরও অগ্রগামী হয়েছে অন্য ভাবে। এখানে প্রতি ঘন্টার বেতন হিসাবে তুলনা করলে কি দাঁড়ায়?

কেন ক্ষেতের মালিক যে মজুর শেষে এসেছে তার সংগে এত ভাল ব্যবহার করলেন? এখানে দুই দল মজুরের কাজের শর্ত তুলনা করুন (২-৭ পদ)। আপনি কি দুইদল মজুরদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব বা স্পিরিট দেখতে পাচ্ছেন? এখন আবার আপনি ১৯ অধ্যায়ে ফিরে যান দেখুন পিতর কি রকম স্পিরিট দেখিয়েছিল। স্মরণ করুন সেই সময়ে তিনি কি বলেছিলেন যার জন্য যীশু খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন। সেই ধনী যবুক নেতা কি পিতরের মত মনোভাব দেখিয়েছিল? বোধহয় ১৯:২১, ২৭, এবং ২০:৯-১০ পদে যে শব্দ পেয়েছে/ গিয়েছে ব্যবহার করা হয়েছে তা একটি সংযোগ প্রকাশ করে। এখন কি আপনি এই দৃষ্টান্তের কেন্দ্রীয় শিক্ষা কি তা বলতে পারেন?

এই দৃষ্টান্তের প্রেক্ষাপট এবং যীশু খ্রীষ্ট যে আবেদন রেখেছেন তা সতর্কতার সংগে দেখতে হবে। এখানে যেসব সংযোগকারী শব্দ ও যে শব্দগুলো বার বার ব্যবহার করা হয়েছে তা সর্তকতার সংগে খুঁজতে হবে। এই দৃষ্টান্তটি এর প্রসংগের আলোকে খুবই শক্তিশালী শিক্ষা দান করে– এটা একটা সাবধানবাণী তাদের জন যারা পিতরের মত খুব বেশী চিন্তা করে যে, তারা কি লাভ করবে। সাবধান থাকুন, যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, যারা প্রথমে আসে তারা শেষে এমন কি একেবারে শেষে পরতে পারে।

এখানে অধ্যয়ন করার জন্য সুখবরগুলো থেকে অন্যান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

মার্ক ৪:৩০-৩২: সর্ষে দানার দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত ও রূপক

লূক ৭:৪১-৪৩: দুইজন ঋণগৃহিতার দৃষ্টান্ত

লূক ১১:৫-৮: মধ্য রাতে এক বন্ধুর দৃষ্টান্ত

লূক ১৬:১৯-৩১: ধনী লোক ও গরীব লাসারের দৃষ্টান্ত (এটা কি একটি দৃষ্টান্ত?)

লূক ১৮:১-৮: অধার্মিক বিচারক

রূপক বা রূপক বর্ণনা

যখন আমরা দৃষ্টান্তগুলো অধ্যয়ন করি তখন তার সংগে রূপক-বর্ণনাগুলো অধ্যয়ন করা খুবই ভাল কারণ কোন না কোন ভাবে এদের মিল আছে। সাধারণ রূপকালঙ্কার বলে ক হল খ। ক এর সংগে গ ও ঘ গল্পের বা ছবির উল্লেখিত সম্পর্কীত অংশ, একটি রূপক বলে ক হল খ এবং গ হল ঘ এবং ঙ হল চ। যোহন ১০ একটি রূপকালঙ্কার একটি গল্পের চেয়েও বেশী। ১৫ অধ্যায় একটি ছবির চেয়েও বেশী।

যোহন ১৫ অধ্যায় যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, আমি সত্যিকারের আংগুর গাছের লতা ... তোমরা তার ডালপালা' (১, ৫)। এটি একটি রূপকালঙ্কারের মৌলিক গঠন। এরপর যীশু খ্রীষ্ট এই সম্পর্কে অন্যান বিষয়ের প্রতি আত্মিক সত্য প্রকাশ করেন: ডালগুলো গাছের সংগে সংযুক্ত থেকে বেঁচে থাকে ও ফল দেয়; চাষী আংগুর গাছের দেখাশুনা করেন যেন তা আরও ফল দেয় ও যে ডালে ফল দেয় না তা কেটে পরিস্কার করেন। আঙ্গুর গাছের ফল চাষীর জন্য গৌরব বয়ে আনে।

আমরা এই রূপকালঙ্কারের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। এর জন্য আমাদের বাইরে যাবার দরকার নেই। (এই কারণে, একটি রূপকালঙ্কার প্রায়ই অন্য ভাষার গঠন করা ও ব্যাখ্যা করা প্রায় একই রকম।) এর মানে এই নয় যে, রূপকালঙ্কারের সব কিছুই সহজ। কোন কোন বিষয় ব্যাখ্যা ছাড়াই রয়েছে এবং সেই সব বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের খুবই সমস্যা হয়। যে সমস্ত ডালে ফল হয় না তা কেটে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই কথার আত্মিক সমান্তরাল কি? ৬ পদে বলে এটা একটি ভীষণ বাস্তবতা কিন্তু তা আমাদের কাছে পরিস্কার অর্থ প্রকাশ করে না। তাই এর অর্থ আমাদের খুঁজে বের করতে হয়।

যোহন ১০ অধ্যায়ে সদাপ্রভু-পালকের ও মেষের রূপকালঙ্কার আছে। আসুন এর বিষয়গুলো ও এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো তালিকা করি:

পালক	ঈসা
মেষ	উল্লেখ করা হয় নি
দ্বার রক্ষক	উল্লেখ করা হয় নি

খাবার	উল্লেখ করা হয় নি
দরজা	ঈসা
ডাকাত	যারা যীশু খ্রীষ্টের আগে এসেছিলেন
আগন্তুক	উল্লেখ করা হয় নি
ভল্লুক	উল্লেখ করা হয় নি
বেতন	উল্লেখ করা হয় নি

এটা আমাদের মনে দাগ কাটে যে, এই রূপকাঙ্কারের খুব অল্প অর্থই যীশু খ্রীষ্ট আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যেন আমরা তার খোঁজ করি। তিনি নিজেকে এখানে পালক ও দরজা এই উভয় ভাবেই প্রকাশ করেছেন। আমাদের এখনও শিক্ষা করতে হবে যে, কারা তাঁর আগে এসেছিলেন। এখানে কিছু কিছু উপদেশ আছে অন্যান্য বিষয় ব্যাখা করার জন্য। তিনি তার মেষদের জানেন এবং মেষেরা তার গলার আওয়াজ চিনে যা নির্দেশ করে, তারা হল তাঁর শিষ্যেরা বা বিশ্বাসীরা। যেসব ডাকাতদের কথা বলা হয়েছে যারা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে না তারা ভন্ড আলেম যারা যীশুকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে নি। বেতন ভোগী পালকও অবশ্য ভণ্ড পালক সুতরাং তারাও ধর্মীয় শিক্ষক। অচেনা লোক, নেকড়ে বাঘ আগন্তুক এরা কারা তা বলা হয় নি। এই থেকে আমরা এই উপসংহার টানতে পারি যে, সব কিছুরই যে বিস্তারিত বর্ণনা থাকতে হবে তার দরকার নেই। যদিও রূপকালঙ্কারের কোন কোন বর্ণনার অর্থ আছে তবুও দৃষ্টান্তের মতই এর একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা আছে যার প্রতি ফোকাস করা হয় যেমন যোহন ১০ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্টের ব্যাখ্যার থেকে আমরা পেয়ে থাকি।

পুরাতন নিয়মের কোন কোন রূপকালঙ্কার হল গীতসংহিতা ৮০:৮-১৫; হিতোপদেশ ৫:১৫-২০; উপদেশক ১২:৩-৭।

ব্যাখ্যার জন্য গাইডলাইন সমূহ

১. রূপকের বিভিন্ন বিষয়গুলো নোট করুন। আমরা যেমন যোহন ১০ অধ্যায়ের জন্য করেছি এমন করে করলে ভাল হয়।

২. যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই সব বিষয় নোট করুন ও তালিকা করুন।

৩. অন্যান্য বিষয় সমূহ বিবেচনা করুন এবং মিল আছে শাস্ত্রের অন্যান্য এমন সব বিষয় দেখুন যেখান থেকে হয়তো এর ব্যাখ্যার জন্য কিছু পেয়ে যাবেন। উদাহরণ হিসাবে, এমন কোন

দৃষ্টান্ত ও রূপক

রূপকালঙ্কার কি শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানে ব্যবহার করা হয়ছে? অবশ্য সেই সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে চাইবেন তাতে আপনি ধীরগতি সম্পন্ন হোন। যাহোক মনে রাখবেবেন যে, কোন কোন বস্তু হয়তো রূপকালঙ্কারকে বিপরীত অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। এই রকম ব্যাখ্যাকে সাম্ভাব্য রূপক হিসাবে দেখুন, একেবারে নিশ্চিত হিসাবে নয়।

৪. সব বিষয় চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবেন না। যোহন ১০ ও ১৫ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্ট নিজেও তা করেন নি। যেসব বিষয় একেবারে পরিস্কার তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন। যেসব বিষয়ে সন্দেহ আছে তা ব্যাখ্যা করবেন না। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জোর করবেন না বা কল্পনাপ্রসূত কোন ব্যাখ্যা দিবেন না।

১৭

হিব্রু বাগধারা

একটি বাগধারা হল এমন একটি প্রকাশভংগি সেই ভাষাতেই সেটা অদ্ভূদভাবে প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাষাতেই বাগধারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করার রীতি আছে। যে লোক কথা বলছে বাগধারা সেই লোকের চিন্তার একটি নমুনা প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষায় লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে, "উনিষ বিশের ফারাক মাত্র।" যার আক্ষরিক অর্থ হল, "খুব বেশী পার্থক্য নেই।" এটা প্রায় একই রকম যেভাবে ইংরেজীতে বলে থাকে, "এক জনের জন্য ছয়টি ও অন্য জনের জন্য অর্ধেক ডজন।" উদুক ভাষায় সুদানের লোকেরা কখনও বলে না, "তোমার হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক" বরং বলে, "তোমার কলিজায় কোন কম্পন রেখো না।" কারণ তারা মনে করে লিভার বা কলিজা হল এমন জায়গা যেখানে মানুষের আবেগ অবস্থান করে।

হিব্রু ভাষারও নিজস্ব বাগধারা আছে। তাদের মধ্যে কোন কোনটা হল বাক্যালঙ্কার, কিন্তু যেহেতু হিব্রু চিন্তায় এর স্বাতন্ত্রতা আছ তাই এই অধ্যায়ের মধ্যে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই রকম বাক্যালঙ্কার পুরাতন নিয়মের মত নতুন নিয়মের দেখা যায় কারণ নতুন নিয়মের লেখকগণ মূলত জাতিতে হিব্রু ছিলেন।

আধুনিক অনুবাদের চেয়ে অথরাইজড্ ভারসনে এই রকম বাগধারা অনেক বেশী ব্যবহার করা হয়ছে। বর্তমান অনুবাদগুলোতে বাগধারাগুলো ভেংগে এর অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে বা সেই অনূদিত ভাষার নিজস্ব বাগধারা ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, অথরাইজ ভারসনের ইহিস্কেল ৪৪:১২ পদে অবিশ্বস্ত লেবীয়দের উদ্দেশ্যে বলে, "আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার হস্ত উত্তোলন করে রেখেছি।" যেহেতু হাত তোলা হল প্রতিজ্ঞা বা ওয়াদা করার (কোর্টে) প্রতীক, তাই আর এস ভি অনুবাদে অনুবাদ করা হয়েছে, "আমি তাদের বিষয়ে ওয়াদা করেছি।" এটা ভুল নয়, কারণ এতে মূল চিন্তার নতুন বাগধারা তৈরী করা হয়েছে। তবে এরকম নতুন বাগধারা তৈরী করতে হল যথেষ্ট সতর্কতার সংগে তা করতে হবে।

মনে করুন, একজন উদুক খ্রীষ্টিয় পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করছে এবং আমাদের জন্য ইংরেজীতে অনুবাদ করছে। তিনি যোহন ১৪:১ অনুবদ করল এই ভাবে, "আপনার কলিজায় কম্পন রাখবেন না।" আমরা নিশ্চয়ই তাকে বুঝতে পারব না। আসলে আক্ষরিক অনুবাদ

আমাদের কাছে মূল চিন্তা উপস্থাপন করতে পারে না। সুতরাং এমন অনেক সময় আসে যখন বাগধারাকে অবশ্যই যেভাবে তাদের অনুবাদ করা হয়েছে সেভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়।

কোন কোন বাগধারার টেকনিক্যাল নাম আছে। এই বিষয়ে আরও তথ্য পেতে হলে আপনার অভিধান দেখুন।

১. নরত্ব বা মানবত্ব আরোপ। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল মানুষের গঠন। এটি ঈশ্বরের বিষয়ে বলা হয়ে থাকে যেন তার একটা দেহ আছে যদিও তাঁর তা নাই। আমরা পবিত্র বাইবেল জানার মধ্য দিয়ে এরকম অনেক বাগধারাই শিক্ষা করে থাকি, যেমন আমরা প্রার্থনা করে থাকি, "প্রভু আমার অমুকের উপরে তোমার হাত রাখ" এরকম অনুভব না করেই আমরা একথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরকে নরত্বারোপ করছি। নরাত্বারোপ আসলে একটি রূপক, কিন্তু বিশেষ একটি রূপক এবং পবিত্র বাইবেলে এটি অনেক বার ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবশ্য অন্যান্য অনেক ভাষাতেই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যেহেতু হিব্রু ভাষায় এর একটি স্বাতন্ত্ররূপ আছে তাই আমরা একে হিব্রু বাগধারা হিসাবেই ধরে নেব।

অনেক রেফারেন্স, বিশেষ করে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের দেহের বিভিন্ন অংশের কথা বলা হয়েছে। মুখ: যাত্রা পুস্তক ৩৩:২৩; গীতসংহিতা ১০:১১; যিরমিয় ২১:১০। চোখ: ২ বংশাবলি ৭:১৬; গীতসংহিতা ১১:৪; যিরমিয় ১৬:১৭। কান: গীতসংহিতা ১০:১৭; যিশাইয় ৩৭:১৭; দানিয়াল ৯:১৮। নাক: যাত্রা পুস্তক ১৫:৮; গীতসংহিতা ১৮:১৫; যিশাইয় ৬৫:৫। মুখ ১ রাজাবলি ৮:২৪ যিশাইয় ৩৪:১৬; মীখা ৪:৪। স্বর: ইয়োব ৪০:৯; দানিয়াল ৯:১১, ১৪। বাহু: দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২; যিশাইয় ৬২:৮; যিরমিয় ২১:৫। হাত: যাত্রা পুস্তক ৩৩:২৩; যিশাইয় ৫০:২; যিরমিয় ১:৯। পিছন: যাত্রা পুস্তক ৩৩:২৩; যিশাইয় ৩৮:১৭; যিরমিয় ১৮:১৭। অন্তর ও হৃদয়: আদিপুস্তক ৬:৬; ২ বংশাবলি ৭:১৬; গীতসংহিতা ১১:৫। পা: যাত্রা পুস্তক ১৪:১০; গীতসংহিতা ৭৭:১৯; যিশাইয় ৬০:১৩। গঠন: গীতসংহিতা ১৭:১৫। এই বাগধারার অন্যান্য গঠনে আসলে দেহের অংশের কথা বলা হয় নি কিন্তু কাজের কথা বলা হয়েছে যেমন বসা, হাঁটা (দেখুন, গীতসংহিতা ৭৮:৬৫; ১১৩:৫; যিশাইয় ২৬:২১; আমোষ ৭:৭)।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অস্তিত্বশীল সদাপ্রভুর কোন দেহ নেই। যোহন ৪:২৪ পদে আমরা পাঠ করি যে, ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং লূক ২৪:৩৯ পদে বলে আত্মার কোন হাড়-মাংস নেই। (খ্রীষ্ট, ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি দেহ ধারণ করেছিলেন যখন তিনি মানুষ হলেন; এখন তিনি মানুষ ও ঈশ্বর এই উভয়ই।)

উপরের যে কথা বলা হয়েছে তা আক্ষরিক নয়, তাই এর মানে কি? এর মূল কথা হল কেন আমরা এই দেহের অংশের কথা বলছি? আমরা আমাদের ডান হাত দিয়ে কি করি? আমরা কাজ করি যার জন্য শক্তি দরকার। আসলে মানুষের ডান হাত সাধারণত বাম হাতের চেয়ে শক্তিশালী। সেজন্য ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করার জন্য পবিত্র বাইবেল লেখকগণ এমন কি ঈশ্বর নিজেও তাঁর

শক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ডান হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কি করি? এই দুই চোখ দিয়ে আমরা অন্য মানুষ ও জিনিষ সম্বন্ধে সচেতন হই। ঈশ্বরের চোখ বলতে তিনি যে আমাদের বিষয়ে ও এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন তাই প্রকাশ করে থাকেন। আমাদের কান দিয়ে আমরা কি করি? আমরা যোগাযোগ করে থাকি, বিশেষ করে শুনে থাকি। তাই ঈশ্বরের কান খোলা মানে হল তিনি আমাদের সংগে যোগাযোগ করার জন্য ও আমাদের কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত।

২ বংশাবলি ১৬:৯ পদে আমরা আশ্চর্য হয়ে পড়ি যে, "সদাপ্রভুর চোখ সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়।" আক্ষরিক ভাবে এর কোন অর্থ হয় না। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন দুইটি বিশাল বিশাল চোখ সেটালাইটের মত বা উরন্ত সরারের মত সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়? এই কথার মধ্য দিয়ে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই যে, ঈশ্বর প্রত্যেকজন বিশ্বাসীর প্রতি সচেতন তা তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন এবং তাঁর পক্ষে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তিনি সেই ব্যক্তির সংগে আছেন। সুতরাং এই নরত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে এমন একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় যেখানে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সিদ্ধতা প্রকাশ পায়।

শাস্ত্রের এই সব অংশে সদাপ্রভুকে মানুষের গঠনের সংগে সম্পর্কীত করার মধ্য দিয়ে এই কথাও প্রকশ করা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বরের মানুষের মতই অনুভূতি আছে। ঈশ্বর দুঃখিত হন, স্মরণ করেন, অনুতাপ করেন (আদিপুস্তক ৬:৬; ১৯:২৯; যিরমিয় ১৮:৮, ১০, ইত্যাদি)। এই সব পদগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সর্ম্পকে যে বাস্তবতার কথা বলা হয়ে থাকে তা প্রকৃত পক্ষে মানুষের অনুভূতির চেয়ে অনেক অনেক বেশী। বিশেষ করে তাঁর অনুতাপ করা একটি বিশেষ বিষয়। ১ শমূয়েল ১৫:২৯ আমাদের বলে যে, তিনি মনুষ্য নহেন যে তিনি অনুতাপ করবেন। যেহেতু ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, তাই প্রকৃত পক্ষে তিনি অনুতাপ করতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের অনুভূতির মত করেই তার সংগে ব্যবহার করেন। তাই সেই মনোভাব যদি পরিবর্তন হয় তবে তাঁর ব্যবস্থা নেওয়ারও পরিবর্তন হয়। সুতরাং মনে হতে পারে যে, ঈশ্বর অনুতাপ করেন মানুষের মত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অনুতাপ করেন না (দেখুন যিরমিয় ২৬:১২-১৩)।

২. আপেক্ষিক এর জন্য সার্বভৌম। এখানে সার্বভৌম মানে হল "অন্য জিনিষের সংগে সম্পর্ক থেকে স্বাধীন"; এবং আপেক্ষিক মানে "সম্পর্ক থাকা বা তুলনা করা।" মথি ভাত খেতে ভালবাসে, এটি একটি সার্বভৌম উক্তি। মথি ভাত সংগে মুরগীর মাংস খেতে ভালসাবে, এটি একটি আপেক্ষিক বাক্য। এখানে বাক্যের মধ্যে ভাতের সংগে মুরগীর মাংসটি তুলনীয়।

পবিত্র বাইবেল সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সার্বভৌম ভাব বিনিময় করে, সাধারণ ভাবে বাক্যের গঠনের মধ্যে: ক নয় কিন্তু খ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, যোষেফ যখন কে তাকে মিসরে বিক্রি করেছিল তা বলছিলেন, তখন তিনি বলেছেন, "তোমরা আমাকে এখানে পাঠাও নি কিন্তু ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন" (আদিপুস্তক ৪৫:৮)। যদি তা আক্ষরিক হয়, তবে তা সত্যি নয়।

যোষেফ ইতিমধ্যেই স্বীকার করেরেছন যে, (৫ পদ) তারা তাঁকে মিসরে পাঠিয়েছে এবং পরে বলেছেন যে, তারা মন্দ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে (আদিপুস্তক ৫০:২০)। সুতরাং সেই উক্তিটি কোন বাগধারা নয়। যোষেফ বুঝাতে চেয়েছেন, "এটা শুধু তোমাদের কাজ ছিল না কিন্তু ঈশ্বরেরও"; এবং এখানে ঈশ্বরের যে সার্বভৌম উদ্দেশ্য ছিল তার উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

পবিত্র বাইবেলের কোন কোন অংশে যে বাগধারা আছে তা বুঝতে পারা খুবই প্রয়োজনীয়। যিরমিয় ৭:২২-২৩ পদে ঈশ্বর বলেন, "কারণ যখন আমি মিশর থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের বের করে এনেছিলাম তখন আমি পোড়ানো ও অন্যান্য উৎসর্গর অনুষ্ঠানের কথা বলি নি কিম্বা আদেশ দেই নি, কিন্তু আমি তাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা আমার কথামত চল,..."। যাত্রা পুস্তক ও লেবীয় শাস্ত্র বলছে যে, যখন তিনি ইব্রীয়দের মিশর থেকে বের করে এনেছেন তখন ঈশ্বর উৎসর্গর কথা বলেছেন। লিবারেল ধর্মতত্ত্ববিদেরা বলেন যিরমিয়র এই পদ নিশ্চিত করে যে, যাত্রা পুস্তক ও লেবীয় পুস্তক কোন ঐতিহাসিক ভাবে সঠিক নয় কিন্তু তা কেবল প্রাথমিক ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কতগুলো ভুল ধারণায় ভরা। যাহোক, যিরমিয়র বক্তব্য আপেক্ষিক এর জন্য এখানে সার্বভৌমের বিকল্পের একটি বিষয়। ঈশ্বর উৎসর্গর কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি লোকদের অন্তরের বিষয়ে এবং তাদের বাধ্যতার বিষয়ে বেশী সচেতন ছিলেন। যদি আপনি আরও অন্যান্য অংশে বাগ্‌ধারা দেখতে চান তবে দেখুন যাত্রা পুস্তক ১৬:৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২-৩; গীতসংহিতা ৫১:১৬-১৭; ১ করিন্থীয় ১:১৭; ৯:৯-১০; ফিলীপিয় ২:৪; ১ যোহন ৩:১৮।

এই বাগধারারই অন্য একটি গঠন দেখবেন লূক ১৪:২৬ পদে। এখানে কি সত্যিই পরিবারকে অপ্রিয় মনে করার কথা আছে যদিও তার স্ত্রী যীশুকে অনুসরণ করে? এই বক্তব্য ইফিষীয় ৫:২৫ পদের বিরোধী এবং এমন অনেক অংশের বিরোধিতা করে। এটি সার্বভৌম ভাবে কোন সম্পর্ক যুক্ত চিন্তা প্রকাশ করার একটা রীতি: অন্য সমস্ত ভালবাসা ও দাবী খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদনের অনেক পিছনে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখতে হবে (তুলনা করুন মথি ১০:২৭)। এছাড়া দেখনু রোমীয় ৯:১৩)।

আপনি কেমন করে বাগধারা চিনতে পারবেন? প্রথমত, ধরুন এটি একটি আক্ষরিক বক্তব্য। এটার কি কোন অর্থ প্রকাশ করে? যদি তা কোন অর্থ প্রকাশ না করে তবে তাকে একটি বাগধারা বলে ভাবুন। এর প্রসংগ অধ্যয়ন করুন তখন দেখবেন আপনি এর সঠিক অর্থ খুঁজে পেয়েছেন ও তা যে সত্যি সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

৩. সার্বভৌমের জন্য আপেক্ষিক। এটি এর আগের বাগধারা থেকে উল্টো। এখানে অর্থ সার্বভৌম কিন্তু এর গঠনটি তুলনীয়। লূক ১১:৩১-৩২ পদে যীশু খ্রীষ্ট বলেন যে, "এখানে শলোমনের চেয়েও বড় কেউ আছেন এবং যোনার চেয়েও বড় কেউ আছেন।" কে বা কাকে শলোমনের ও যোনার সংগে তুলনা করা হচ্ছে? এখানে খ্রীষ্ট ছাড়া অন্য কারো সংগে তুলনা করা হয় নি। তাদের চেয়ে তিনি কত বড়? যদি তিনি মাত্র মানুষ হবেন, তবে সেখানে কোন কারণসম্মত তুলনার বিষয়

থাকত; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তাই সেখানে তুলনা করার মত কেউ নেই। এখানে যে পার্থক্য তা সার্বভৌম, যদিও তা তুলনামূলক রীতিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে এই বাগধারা পরিস্কার, এর যে প্রসংগ দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের মূল বিষয় পরিস্কার। যখন আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তখন এর পয়েন্ট আমরা দেখতে পাই, কত বড়? কত ভাল? তখন একটি ক্ষুদ্র চিন্তা আমাদের দেখিয়ে দেয় এটি আক্ষরিক বা বাগধারা। এই সব রেফারেন্সগুলো দেখুন, ১ শমূয়েল ১৫:২২; উষায়ের ৯:১৩; গীতসংহিতা ১১৮: ৮-৯; হিতোপদেশ ২১:৩; ইব্রীয় ১:৪; ৩:৩; ৬:৯।

৪. পুত্র বা কন্য অমুকের। এই ধরণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনেক রকম বাগধারা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ক. একটি পুত্র হল প্রকৃত বংশধর কিন্তু পরবর্তী বংশধরেরা– মানে, নাতি বা এমন কি, এর পরবর্তী কেউ ভবিষ্যতে আসবে। হিব্রু ক্রিয়াপদে জন্ম দেওয়া একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আসল পুত্রকে অথবা পরবর্তী কোন বংশধরকে নির্দেশ করতে পারে। হিব্রুরা ভুলে যেত না কে কার পুত্র বা অসতর্ক ভাবে তা লিখত। তারা এই বাগধারা ব্যবহার করে তা লিখত। ভুল মনে হলেও এই বাগধারা কোন কোন পদের ব্যাখ্যা করে থাকে। মথি ১:৮ বলে, যোরাম উষিয়কে জন্ম দেয়, কিন্তু ১ বংশাবলি ৩:১১-১২ দেখা যায় এই দুইটি নামের মধ্যখানে তিনটি বংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য রেফারেন্স হল ১ রাজাবলি ১৫:৩; ১ বংশাবলি ২৬:২৪।

খ. একজন লোককে বলা হয়েছিল কোয়ালিটির পুত্র যখন সে কোয়ালিটি ধারণ করেছিল, বোধ হয় এমন একটি ধারনার বশে যে তার পিতার প্রকৃতি ছিল কোয়ালিটি সম্পন্ন। প্রেরিত্ ৪:৩৬ পদে প্রেরিত পৌলের সংগিকে নাম দেওয়া বার্ণবা কারণ এই নামের মানে যা তিনি তা-ই ছিলেন: উৎসাহের পুত্র। (দেখুন, ইয়োব ৪১:৩৪; যিশাইয় ১৪:১২; মথি ৮:১২; লূক ১০:৬; ইফিষীয় ২:৩; ৫:৬; ১ থিষলনীকীয় ৫:৫)।

গ. যখন কোন রক্তের সম্পর্ক থাকে না তখন আমার পুত্র বলতে মমতা বা স্নেহ বুঝায় ও আপনার পুত্র বলতে সম্মান বুঝায়। দেখুন, ১ শমূয়েল ২৪:১৬ এবং ২৫:৮।

ঘ. যিরমিয় ৩১:৯ পদে সম্পূর্ণ জাতিকে ঈশ্বর পুত্র বলেছেন। সেখানে ঈশ্বর বলেন, “আমি ইস্রায়েলের পিতা ও ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত।” (দেখুন হোশেয় ১১:১)।

ঙ. নাগরিককে বলা হয়ছে জাতির সন্তান। দেখুন বিলাপ ৪:২ বা সখরিয় ৯:১৩। সম্পূর্ণ জাতিকে বলা হয়েছে সিয়োন কণ্যা (বিলাপ ২:১৩)।

এই বাগধারা সমূহকে ব্যাখ্যা করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। যখন আপনি উপরে উল্লেখিত সম্ভবনাগুলো জানেন তখন আপনি প্রত্যেকটি পদ এর প্রসংগের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই ধরণের বাগধারাগুলো বেশ পরিস্কার। এটা হয়তো বংশ-তালিকার ক্ষেত্রে সত্যি নাও

হতে পারে তখন হয়তো আপনাকে অন্যান্য অংশের সংগে তুলনা করে দেখতে হতে পারে। এর কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো সাম্ভাব্য অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব।

এ কথা মনে রাখুন যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গায় আপনি পাঠ করবেন 'অমুকের পুত্র' তখন তা সাধারণত কোন বাগধারা নয় কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই তা। অবশ্য কোন কোন বিশেষ ঘটনা আছে যেমন ইয়োব ১:৬ এব ২:১ পদে ও সম্ভবত আদিপুস্তক ৬:২,৪ 'ঈশ্বরের পুত্র' বলতে স্বর্গদূতদের বলা হয়েছে। মনে হয় 'মনুষ্যপুত্র' শব্দটির অর্থ মানুষ বা মানুষের পুত্র যেমন যিহিষ্কেলে (২:১; ৩:১; ৪:১) বলা হয়েছে, সেখানে বোধ হয় 'মানুষ' বুঝিয়েছে। যখন দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীতে মনুষ্যপুত্র বলতে খ্রীষ্টের বিষয়ে বলা হয়েছে তখন সেখানে মানুষের চেয়েও বড় কাউকে বুঝানো হয়েছে (দানিয়েল ৭:১৩)।

এছাড়া আমাদের অবশই অমুকের পুত্র ব্যবহারের এই বিশেষ ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। যীশু খ্রীষ্টের একটি টাইটেল হল ঈশ্বরের পুত্র। কমপক্ষে একটি অংশে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সম্পর্কীত বিষয়ে (লূক ১:৩০-৩৫) এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, একটি ছেলে পবিত্র আত্মার ছায়ায় ও কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু নতুন নিয়মের প্রায় সমস্ত জায়গায় এই নামের অর্থ বলতে তার অনন্তকালীন পুত্রত্ব, পিতার মত একই প্রাকৃতিক সত্ত্বা বুঝায়। এর মানে এই নয় যে, তিনি ঈশ্বরের চেয়ে ছোট কিন্তু তিনি সত্যি সদাপ্রভু। এই সব অংশগুলো অধ্যয়ন করুন: যোহন ১০:৩৩-৩৬; ১৯:৭; ইব্রীয় ১:৮।

বিশ্বাসীদেরও ঈশ্বরের পুত্র বা সন্তান বলা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে, বিশ্বাসীদের "ঈশ্বরের স্বভাব" দেওয়া হয়েছে (২ পিতর ১:৪), এবং একদিন খ্রীষ্টের মতই মহিমান্বিত হবে (১ যোহন ৩:২)। তারা কখনও ঈশ্বর হবে না; বরং তারা সব সময়েই তাঁর দাস থাকবে, অনন্তকাল ধরে তাঁর উপাসনা করবে (প্রকাশিত বাক্য ২২:৩)।

৫ অনন্তকাল ধরে। আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল অনন্তকালীন বা অনন্তকাল ধরে যা থাকবে। উদাহরণ হিসাবে, এর আক্ষরিক অর্থে গীতসংহিতা ৯:৭ (সদাপ্রভু চিরকালের জন্য সিংহসানে বসেছেন) এবং গীতসংহিতা ৫৪:৬ (তোমার স্বর্গীয় সিংহাসন চিরকাল ধরে থাকুক) পদে ব্যবহার করা হয়েছে। এটিও বাগধারা রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই কথা বুঝাবার জন্য "যার কথা বলা হয়েছে তিনি কোন রকম বাধা, অসুবিধা ছাড়া সারা জীবন ধরে চলতে থাকেন বা অস্তিত্বমান থাকেন।" যাত্রা পুস্তক ২১:৬ বলে যে, যে দাস তার মনিবকে ভালবাসে এবং তার সেবা করে যেতে চায় তবে সপ্তম বছরে স্বাধীন হবার পরিবর্তে (২ পদ) তার কান ছিদ্র করে একটি রিং পরিয়ে দিতে হবে। এটা হল সেই চিহ্ন যে, "সে অনন্তকাল ধরে তার মনিবের সেবা করবে।" যেহেতু মনিব ও দাস উভয়েই কোন না কোন সময় মারা যায় তাই এই সেবারও এক সময় শেষ হয়। এখানে অন্তকাল ধরে মানে হল দাস ও মনিব যত দিন জীবিত থাকবে তার সেবা কোন ভাবেই কোন কিছুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হবে না। প্রকৃত পক্ষে এখানে আর এস ভি অনুবাদ করেছে

"সে সারাজীবন ধরে তার সেবা করবে।"

এছাড়া আমরা গীতসংহিতা ৭২:১৭ পদের দেখতে পাই: তাঁর সুনাম চিরকাল স্থায়ী হোক; সূর্য যতদিন আলো দেবে ততদিন তাঁর সুনাম বহাল থাকুক। তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি যেন আশীর্বাদ পায়; তারা তাঁকে মোবারক বলুক।" এখানে প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অংশের সমান্তরাল। তাই চিরকাল মানে এই নয় যে, যার শেষ হবে না। সূর্য একদিন আলো দেওয়া বন্ধ করে দেবে কিন্তু কিছুই ঈশ্বরের সুনাম নষ্ট করতে পারবে না যতদিন না এই প্রকৃতির নিয়ম বজায় থাকে।

অনন্তকাল ধরে এই বাক্যের বাগধারার বৈশিষ্টপূর্ণ ব্যবহার এর মূল অর্থের সবটুকু হারিয়ে যায় না। এতে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি অর্থ থাকে: এখানে যা কিছু অনন্তকালের জন্য তা সে একজন লোক বা বস্তুই হোক না কেন তা যতদিন বেঁচে থাকে বা অস্তিত্ববান থাকে। তখন কোন কিছুই এর চলমানতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। বিশেষ করে যখন ঈশ্বর কোন প্রতিজ্ঞা করেন বা ঘোষণা দেন। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা নিশ্চিতভাবেই পালিত হবে। এর বাস্তবতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠবে না কারণ তা সত্যিই সীমাহীন যেমন ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে অবস্থান করেন। যাহোক, পবিত্র বাইবেলের ভাষা আমাদের নিঁখুত ভাবে বুঝবার জন্য আমাদের অবশ্যই এই বাগধারাগুলোকে বুঝতে হবে। অন্যান্য রেফারেন্সগুলো হল ২ রাজাবলি ৫:২৭; ২ বংশাবলি ৭:১৬; গীতসংহিতা ৪৯:১১; যিশাইয় ৩২:১৪-১৫; যিরমিয় ৩১:৩৫-৩৬।

ব্যাখ্যা করার জন্য গাইডলাইন

১. নানা রকম বাগধারা এবং এর সম্ভাব্য ব্যবহার শিক্ষা করুন।

২. পবিত্র বাইবেলের কোন অংশ যদি আক্ষরিক ভাবে অর্থ পরিস্কার থাকে তবে তা বিবেচনা করুন। যদি তা কোন অর্থ বহন না করে তবে সেখানে কোন বাগধারা থাকতে পারে।

৩. অংশটির প্রসংগ পরীক্ষা করুন। প্রায় সব সময়ই আপনি প্রসংগ থেকে ব্যাখ্যা করার জন্য ক্লু পেয়ে যাবেন।

পবিত্র বাইবেলে আরও অনেক রকম বাগধারা আছে যা আমরা আলোচনা করি নি। যদি সম্ভব হয়, অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করুন যেখানে এই সব বাগধারা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে যেন আপনি সত্যি এগুলো ভাল করে বুঝতে পারেন। সতর্কভাবে অধ্যয়ন করুন যেন আপনি নিজেই বাগধারাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

১৮

হিব্রু কবিতা

কবিতা হল এমন একটি বিষয় যেখানে মানুষের অন্তরের ও হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চতর কোন চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতিকে শব্দাবলির মাধ্যমে প্রকাশ করা। আমরা জানি কবিতা কি কিন্তু হয়তো আমরা তাকে সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না। এর একটি সাহিত্যক গঠন আছে, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যে এর একটি নির্দিষ্ট অবকাঠামো আছে, যেখানে ছন্দ এবং সুর এক সংগে কাজ করে। এর ভাষা সাধারণত সুন্দর ও ছন্দময় হয়ে থাকে।

পবিত্র বাইবেলের একটি বিরাট অংশ হল কবিতা: শুধু মাত্র গীতসংহিতা ও হিতোপদেশ নয়, এছাড়া ইয়োব, শলোমনের গান, বিলাপ এবং ভাববাদীদের কিতাবগুলোর একটি বিরাট অংশ কবিতার ভাষায় লেখা। এমন কি, কেউ কেউ যীশু খ্রীষ্টকে ও তাঁর ভাষাকে বেশ কাব্যিক বলে থাকেন (দেখুন মথি ৭:৬ এবং যোহন ৬:৩৫)। অথরাইজড্ ভারসন এর কবিতার অংশগুলোকে কবিতা হিসাবে ছাপায় নি তাই সেখান থেকে কোন অংশ কবিতা আর কোন অংশ কবিতা নয় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। শুধু মাত্র গীতসংহিতা ও হিতোপদেশ কবিতার ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আর এস ভি ও আধুনিক কালের অন্যান্য অনুবাদ কবিতাগুলোকে কবিতা হিসাবেই অনুবাদ করা হয়েছে।

কবিতার বৈশিষ্টগুলো

পবিত্র বাইবেলের কবিতার বৈশিষ্টগুলো হিব্রু পবিত্র বাইবেলে বেশ পরিস্কার কিন্তু অনুবাদের মধ্যে সেই সব বৈশিষ্টের অনেকগুলোই হারিয়ে গেছে। আমাদের ব্যাখ্যায় সাহায্যের জন্য, আমাদের শাস্ত্রের কবিতার অংশগুলোকে এবং এর বৈশিষ্টগুলোকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে।

১ সমান্তরাল বা তুলনা। হিব্রু কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট হল চিন্তার সাদৃশ্য বা সমান্তরাল ছন্দকে (শব্দের ছন্দের চেয়ে) তুলনা বলা হয়। সাধারণ ভাবে এর মানে হল হিব্রু কবিতা লেখা হয়েছে দুই লাইনের কবিতার অন্তমিলের শ্লোক দিয়ে যা একে অপরের সংগে সম্পর্কীত। কোন কোন সময় তা তিন লাইনও হয়ে থাকে (যিশাইয় ৪১:৫) বা এমন কি, চার লাইন বিশিষ্টও হয়ে থাকে (গীতসংহিতা ২৭:১)। কিন্তু সাধারণত তা দুই লাইনের হয়ে থাকে, যেমন,

হিব্রু কবিতা

আমার সব অন্যায় তুমি ধুয়ে ফেল;

আমার পাপ থেকে আমাকে শূচি কর (গীতসংহিতা ৫১:২)।

এই দুইটি লাইনের যে সম্পর্ক তা যেসব সময়ে মিল থাকে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক ধারণা প্রকাশ করবার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম তুলনা ব্যবহার করতে পারি। এই সব তুলনার প্রত্যেকটির নিজস্ব নাম আছে।

ক. পুনরুক্তি। পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে একই ধরনের তুলনা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই দুই লাইন একই রকম কথা বা একই রকম চিন্তা প্রকাশ করা হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে। যিশাইয় ১:৩ পদ এর একটি ভাল উদাহরণ।

ইস্রায়েল জানে না,

আমার লোকেরা বুঝে না।

দ্বিতীয় লাইন একই চিন্তা পুনরুক্তি করে চিন্তাটি আরও পরিস্কার করার জন্য বা জোর দেবার জন্য। গীতসংহিতা ৩৩:২ পদটির গঠনও একই রকম:

"বীণা বাজিয়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;

তাঁর উদ্দেশে দশ তারের বীণা বাজাও।"

এখানেও একই ধারণার উপর বাক্যের বিন্যাস হয়েছে কিন্তু এখানে বাজনা ও কাজ ভিন্ন।

এই তুলনাটির মধ্যে একটি লাইন প্রায়ই অন্য লাইনের উপরে আলো ফেলে (আবার, প্রসংগের নীতি)। যিশাইয় ৪৫:৭ পদে প্রথম লাইন আলো এবং তার বিপরীতে অন্ধকারের কথা বলে। সুতরাং দ্বিতীয় লাইনে শান্তি ও মন্দতা নিঃসন্দেহে বিপরীত ধর্মী। যদি তাই হয়, মন্দতা এখানে নৈতিক মন্দতা নয় কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা বা ঝড়রাঝাটি। এই পদে বলে না যে, সদাপ্রভুই পাপের মালিক।

খ. বৈপরীত্য। এটি একটি বিরোধাভাসমূলক তুলনা। সত্যকে আরও আবেগঘন ও শক্তিশালী করবার জন্য, দুইটি লাইনে চিন্তার বৈপরীত্য এমন কি, কোন কোন সময় একটি অন্যটির বিরোধী চিন্তা প্রকাশ করা হয়। মেসালের মধ্যে এই রকম তুলনার অনেক ব্যবহার আছে। প্রায়ই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন কিন্তু দিয়ে শুরু হয়, যা একটি বৈপরীত্য নির্দেশ করে। হিতোপদেশ ১৫:১,

নরম উত্তর রাগ দূর করে,

কিন্তু কড়া কথা রাগ জাগিয়ে তোলে।

এছাড়া দেখুন হিতোপদেশ ১০ অধ্যায় যেখানে প্রথম ১৪টি পদ এই বিরোধাভাসমূলক তুলনা

রয়েছে।

গ. যোগ। এটিও বিরুদ্ধ তুলনার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর মধে দ্বিতীয় লাইনে একটি অতিরিক্ত চিন্তা যোগ করা হয়ে থাকে। কোন কোন সময়ে প্রথম লাইনের বক্তব্যের কারণ বর্ণনা করে থাকে, আর শুরু হয় কিন্তু কথাটি দিয়ে (দেখুন গীতসংহিতা ৯:১০)। অথবা এটি উদ্দেশ্যও দেখিয়ে থাকে আর শুরু হয় আর বা এইজন্য শব্দটি দিয়ে (দেখুন ১০৪:৫)। কোন কোন ছাত্র বলে থাকে এটি তুলনার জন্য সত্যি নয়, তবুও যেহেতু এটি সম্পর্কযুক্ত লাইন এবং একটি ভারসাম্য গঠন, আমার মনে হয় আমরা এটিকে তুলনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

ঘ. প্রসারণ। এর মধ্য দিয়ে সঙ্কটকালীন তুলনা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় লাইল প্রথম লাইনের অংশ বিশেষ পুনরুক্তি করে থাকে কিন্তু এরপর নতুন কিছু যোগ করে থাকে– এ যেন একটি নতুন পদক্ষেপ যা আগে থেকেই ছিল। গীতসংহিতা ৩৪:৪,

আমি সদাপ্রভুকে ডাকলাম, তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন;

আমার সমস্ত ভয় থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করলেন।"

এখানে প্রথম লাইনের কোন অংশটি আবার পুনরুক্তি করা হয়েছে?

ঙ. রূপান্তর। এটি প্রতীক সংক্রান্ত তুলনা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রতীক সংক্রান্ত মানে হল প্রতীকী বা প্রতিনিধিত্বকারী। একটি লাইন আক্ষরিক কিন্তু অন্য লাইনটি আলঙ্কারিক। যেহেতু দুইটি লাইন সাধারণত একই বিষয়ে কথা বলে তাই একই রকম তুলনা ব্যবহার হয়ে থাকে। এর একটি গঠনে আপনি উপমা (সিমিলি) লক্ষ্য করে থাকবেন, উদাহরণস্বরূপ গীতসংহিতা ৪২:১,

"হরিণ যেমন আকুলভাবে পানির ধারা কামনা করে,

তেমনি করে হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার জন্য আকুল হয়ে আছে। "

একটি তৃষ্ণার্ত হরিণের উপমার মধ্য দিয়ে গীতসংহিতার লেখক ঈশ্বরের প্রতি তার আকাঙ্খাকে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা দান করেছে। এর গঠন রূপকশোশভিত হতে পারে যেমন, যিশাইয় ৪৬:১১ যেখানে বলা হয়েছে, "আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য আমি একজন লোককে দূর দেশ থেকে ডেকে আনব; সে পূর্বদেশ থেকে শিকারী পাখীর মত আসবে। আমি যা বলেছি তা আমি সফল করব এবং যা পরিকল্পনা করেছি তা করব।" প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য লোকেরা পাখী শিকারী মত করে আসবে। তুলনা বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে এখানে পাখী শিকারী আক্ষরিক নয়।

আপনি হয়তো অনেক জায়গায় লক্ষ্য করে থাকবেন আমরা এতক্ষণ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তার কোনটির সংগেই সেই সব জায়গার কোন মিল নেই। সেই সব কাঠামের কোন নাম দিতে কষ্ট হলে কোন ভয় করবেন না। প্রায়ই এর অর্থ বেশ পরিস্কার থাকে (উদাহরণ হিসাবে

দেখুন, গীতসংহিতা ৪৭:৪, ৯)।

অনেক রকম তুলনা আছে এবং সব তুলনা পরিস্কার নয়। কোন কোন লাইনে অসমাপ্ত চিন্তা বা গঠন আছে।

পবিত্র বাইবেলের লেখকগণ কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোন যন্ত্রের মত কাজ করেন নি। প্রায়ই তারা দুই বা এর বেশী শ্লোকের মধ্যে মিলিতভাবে তুলনাকে ব্যবহার করেছেন। যখন আপনি পবিত্র বাইবেলের কবিতা অধ্যয়ন করবেন তখন আপনি তুলনার নানা রকম গঠন দেখতে পাবেন।

আমরা তুলনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? কখন আমরা জানব যে, কবিতার লাইনগুলো একটি অপরটির সংগে সম্পর্কযুক্ত এবং আমরা লাইনগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে নেব না কিন্তু একটির সংগে যে অন্যটির সম্পর্ক আছে তা খুঁজে দেখব? এছাড়া, আমরা অন্যান সম্ভাব্য সম্পর্কও জানতে চাইব এবং যদি আমাদের মনে ব্যাখ্যার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাব্যতা খুঁজে দেখব কোনটি সবচেয়ে ভালভাবে এর সংগে খাপ খায়।

আসুন একটি উদাহরণ দেখি কিভাবে তা কাজ করে, গীতসংহিতা ২২:১৬:

আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক

কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে;

তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।”

এটা সম্ভব যদিও এটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয় যে, গীতসংহিতার লেখক হয়তো সত্যিকারের একদল কুকুর দ্বারা ঘেরাউ হয়েছিলেন। যদি এটি প্রতীক সংক্রান্ত তুলনা হয় তবে দ্বিতীয় লাইনে কুকুর হয়তো মন্দ লোকদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যদি আমরা সম্পূর্ণ গীতটি পাঠ করি (পদের প্রসংগ সহ), আমরা অন্যান্য বাক্যালঙ্কার দেখতে পাব যার মধ্যে অন্যান্য পশুর কথাও আছে (৬ পদে “আমি তো কেবল একটা পোকা”); এটা নির্দেশ করে যে এই পদে এটি একটি প্রতীক সংক্রান্ত তুলনা।

এছাড়া গীতসংহিতা ৬০:৩ পদও অধ্যয়ন করুন, এখানে আংগুর রস পান করার বিষয়টি আক্ষরিক বা আলংকারিকও হতে পারে। এটাকে প্রতীক সংক্রান্ত তুলানা বলে মনে করুন যেন এই ধারনা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের আংগুর-রসের মদ দ্বারা মাতাল করেন। গীতসংহিতার অন্যান্য বাক্যালঙ্কারও এই ধারণা দেয় যে, খুব সম্ভবত এই লাইনটি আলঙ্কারিক।

২. কল্পনা বা কল্পিত মূর্তি। সমস্ত কবিতায়ই অনেক অলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করা হয় যা সত্যিই সুন্দর, সাড়া জাগানো ও সাহসী ছবি নির্মাণ করে। আমরা পবিত্র বাইবেলের কবিতার মধ্যে নানা রকম অলঙ্কারিক বক্তব্য পেয়ে থাকি। আমরা ইতিমধ্যেই ধারণা পেয়েছি কিভাবে তা ব্যাখ্যা

করব।

৩. অতিশায়োক্তি ভাষা। অতিশয়োক্তি একটি ব্যাক্যালঙ্কার, কিন্তু এটি কবিতার মধ্যে এত গুরুত্বের সংগে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাই এটি আমাদের পৃথকভাবে দেখতে হচ্ছে। কবিতার মধ্যে প্রায়ই শক্তিশালী আবেগ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বোধ হয়, কবি তার অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য অতিরিক্ত করে বিষয়টি উপস্থাপন করছেন। যদি আমরা এই রকম উক্তি চিহ্নিত করতে না পারি, তখন শাস্ত্রের অনেক বিষয় বুঝতে আমাদের বেশ কঠিন লাগে।

ইয়োব এই বিষয়ে আমাদের একটি উদহারণ দিয়েছে। ৬:২৬ পদে তিনি তার বন্ধুদের কাছে বলেছেন বিষয়টি দেখবার জন্য, "নিরাশ ব্যক্তির বাক্য তো বায়ুর তুল্য।" তিনি জানেন যে, তিনি এখানে অতিরিক্ত কথা বলছেন। তিনি এই রকম কথা আরও ব্যবহার করেছেন ১৬:১২-১৩ পদে "তিনি আমাকে চুরমার করেছেন; আমার ঘাড় ধরে তিনি আমাকে আছাড় মেরেছেন। তিনি আমাকে করেছেন তাঁর তীরের লক্ষ্যস্থান। ... আর আমার পিত্ত মাটিতে ঢেলে ফেলেছেন।" তিনি এখানে আক্ষরিক ভাবে কথা বলছেন না যেমন ১ ও ২ অধ্যায়ে দেখায়, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে গভীর ও শক্তিশালী অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। আমরা তার বক্তব্যকে এভাবে বুঝতে পারি। আপনি এই রকম অনেক ঘটনা খুঁজে পাবেন গীতসংহিতা, বিলাপ ও যিরমিয় কিতাবে।

এই রকম বিশেষ ধরনের গীতসংহিতা আপনি খুঁজে পাবেন যাকে বলা হয় অভিশাপূর্ণ গজল, যে গীতের মাধ্যমে এর লেখক অভিশাপ বা ঈশ্বরের বিচার তার শত্রুদের উপর ডেকে আনেন। এই রকম কয়েকটি প্রধান রেফারেন্স হল গীতসংহিতা ৫৮:৬-১১; ৫৯:৫, ১৩; ৬৯:২২-২৩; ১০৯:৬-১৫; ১৩৭:৮-৯; ১৩৯:১৯-২২; ১৪৩:১২।

এই রকম অংশগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের খুবই সমস্যার মধ্যে ফেলে। এখানে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে মনে হয় তা যেন ঈশ্বর যে করুণার ও প্রেমের মনোভাব পাপীদের প্রতি দেখিয়েছেন তার বিরুদ্ধে। যদি আমরা বলি লেখকরা তাদের নিজেদের অন্তরের মতামত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন যেসব মতামত ঈশ্বরের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করে না তখন আমরা আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পরব এই কথা ভেবে যে কোন্ কোন্ অংশ শুধু মানুষের চিন্তা-ভাবনা আর কোন্ অংশ ঈশ্বরর। এই সমস্যার কোন সাধারণ উত্তর নেই। তাই আমাদের সতর্কতার সংগে অংশটুকু বিবেচনা করতে হবে, বিশেষ করে এর প্রসংগের আলোকে যা সাধারণত গীতের শিরোনামের মধ্যে নির্দেশ করে থাকে। এখানে কিছু পয়েন্ট দেওয়া হল যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

ক. কোন কোন কঠিন কর্কশ কথা বাক্যালঙ্কার, তাই তা আক্ষরিক অর্থে বুঝায় না। ঠিক যেমন ইয়োব কর্কশ ভাবে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং গীতসংহিতার লেখক একই ভাষা ব্যবহার করেছেন: "তাদের চোখ অন্ধ হোক," "তাদের মুখেই দাত ভেঙ্গে যাক", "ধার্মিকগণ ... দুষ্টদের রক্তে স্নান করবে", "মোবারক সে যে তোমার শিশুদের পাহাড়ের গায়ে আছাড় মারে।" এই সব

বাক্য আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না যেমন ইয়োব কিতাবকেও সেই ভাবে অনেক নিয়ে থাকে। এখানে লেখক ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করছেন, এবং তাঁর সম্মান, সত্য ও পবিত্রতার প্রতি তাদের গভীর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁর বিদ্রোহীরা নষ্ট করেছে ও তাঁর করুণাকে পদদলে দলিত করেছে। তাদের সেই ভিতরের অনুভূতিগুলোই কর্কশ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কেন এই রকম বিষয়গুলো বুঝতে একটু কঠিন তার একটি কারণ আমরা খুঁজে পাই তাহল ঈশ্বরের প্রতি সেই লেখকদের কতটুকু আগ্রহ ছিল সেই বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি।

খ. লেখকগণ শুধু তাদের ব্যক্তিগত শত্রুদের বিষয়েই বলে নি কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বলেছেন যারা ঈশ্বরের শত্রু। অন্য কথায়, এটা শুধু ব্যক্তিগত ঝগড়া নয়। গীতসংহিতা ১৩৯ অধ্যায়ে এই বিষয়টি একেবারে পরিস্কার: লেখক বলেছেন যে, তিনি দুষ্টদের ঘৃণা করেন কারণ তারা সদাপ্রভুকে অপমান করে। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন এই সব কথা কোন না কোন ভাবে নতুন নিয়মের সংগে মিলে যায়, এমন কি, কোন কোন কথা খ্রীষ্টের সংগে মিলে যায়: মথি ১৮:৫-৬; ১ করিন্থীয় ১৬:২২; গালাতীয় ১:৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ৬:১০; ১৮:২০।

গ. দায়ূদ তাঁর শত্রুদের বিষয়ে এমন কি, রাজা তালুতের বিষয়ে কি লিখেছেন এবং বাস্তবে তিনি তাঁর সংগে যে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা লক্ষ্য করুন। গীতসংহিতা ১৮:৪০ পদে তিনি লিখেছেন, “যারা আমাকে ঘৃণা করেছে আমি তাদের ধ্বংস করেছি।” এই গীতের শিরোনামটি লক্ষ্য করুন। ১ শমূয়েল ২৪:১-৭ এবং ২৬:১-১১, আমরা দেখি যে, তিনি দুই বার রাজা তালুতের সংগে খুব ধর্যের সংগে ব্যবহার করেছেন ও নিজেকে সংযত রেখেছেন; তিনি তাঁর ক্ষতি করতে অস্বীকার করেছন। শাস্ত্রের ভিতরকার এক অংশের সংগে অন্য অংশের তুলনা আমাদের সাহায্য করে এই কথা বুঝতে যে, এখানকার ভাষা অতিশায়োক্তি।

পবিত্র বাইবেলের কবিতা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কথা বলে খুবই ব্যক্তিগতভাবে কারণ তা আমাদের মত পাপী মানুষের মধ্য থেকেই এসেছে– ঈশ্বরের করুণার কথা মানুষের স্বীকার করা প্রয়োজন হয়ে পরেছে– তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে ঢেলে দিয়েছে গভীর লজ্জার অনুভূতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও নিবেদনের মধ্য দিয়ে। পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য অংশের চেয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের বেশী করে দেখতে পাই ও ঈশ্বরকে দেখতে শিক্ষা করি।

ব্যাখ্যার জন্য গাইডলাইন

১. প্রত্যেকটি শ্লোকের লাইন বিশ্লেষণ করুন এবং দেখুন একটির সংগে আর একটি শব্দের কতটুকু সম্পর্ক আছে। লক্ষ্য করুন সেখানে যে নানা রকম সমান্তরাল শব্দ আছে তার তালিকা করুন। সেখানে কোন তুলনা বা বৈপরীত্য আছে কি না বা কোন মূল শব্দ যেমন কিন্তু বা যে শব্দ আছে কি না। এমন কোন নির্দেশনা আছে কি না যে, একটি লাইন অলঙ্কারিক অন্য লাইনটি আক্ষরিক।

২. ব্যাক্যালঙ্কার আছে কি না তা দেখুন। তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করুন ও ১৩ অধ্যায়ের নীতি অনুসারে তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন।

৩. যেসব শব্দ খুব কড়া, কর্কশ ও সন্ত্রাসী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা কবিতার আলোকে ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিবেচনা করুন, এই রকম শব্দ গদ্য সাহিত্যের মধ্যে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। স্মরণ করুন এই রকম ভাষা হয়তো লেখকের গভীর অনুভূতি ঈশ্বরের শত্রুদের প্রতি, তা মাত্র তার নিজের প্রতি নয়।

১৯

ভবিষ্যদ্বাণী

একজন লেখক বলেছেন যে, পবিত্র বাইবেলের ছাত্ররা যখন ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়ন করেন তখন তারা তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সমস্যার মধ্যে পরেন। এই কথা সত্যি হলেও তাতে আমরা ভয় পাব না বা তা আমাদের নিরুৎসাহিত করবে না। আমরা স্বীকার করি যে, পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে নানা রকম বিশ্বাস আছে, তবুও ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ করে খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র পবিত্র বাইবেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঈশ্বর ভবিষ্যতের বিষয়ে যা জানিয়েছেন তা আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই শিক্ষা করতে চেষ্টা করব।

একজন ভাববাদীর প্রাথমিক ও প্রকৃত অর্থ হল তিনি মুখপাত্র, যিনি অন্যের হয়ে কথা বলেন। দেখুন যাত্রা পুস্তক ৪:১৬ এবং ৭:১ যেখানে হারোণকে বলা হয়ছে মোশির ভাববাদী, যিনি মোশির বক্তব্য লোকদের বলেন। সেই রকমই ঈশ্বরের ভাববাদীরা হলেন যারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেন, ঈশ্বরের বক্তব্য মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানত মানুষের কাছে বর্তমান নিয়ে কথা বলেন; তিনি হয়তো ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা বলতে পারেন আবার নাও বলতে পারেন। কারণ ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ মানে হল ঘটবার আগেই তা প্রকাশ করা। তাই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী শব্দটি এভাবে ব্যবহার করব যেন এর ব্যাখ্যার সংগে এর মিল থাকে। আমরা পবিত্র বাইবেলের সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে বুঝতে চেষ্টা করব যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভবিষ্যতের বিষয় প্রকাশ করেছেন।

পবিত্র বাইবেলের বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে ভবিষ্যতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম এই উভয় অংশে নানা প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে:

১. যেসব ভবিষ্যদ্বাণী নিকট ভবিষ্যতের ঘটবে। এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী অল্প সময় পরেই ঘটবে বলে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন যাত্রা পুস্তক ১৪:৪, ১৩-১৭; যিরমিয় ৩৮:১৮।

২. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী যা পুরাতন নিয়মের সময়েই পূর্ণতা লাভ করবে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৫৩ এবং বিলাপ ৪:১০; যিহোশূয় ৬:২৬ এবং ১ রাজাবলি ১৬:৩৪।

৩. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী যা নতুন নিয়মের সময়ে পূর্ণতা লাভ করবে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি জীবনে ও তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে।

৪. নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী যা নতুন নিয়মের সময়েই পূর্ণতা লাভ করবে। মথি ১৬:২১ এবং মথি ২৭।

৫. পুরাতন নিয়মের ও নতুন নিয়মের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে নি। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ করে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে বলা হয়েছে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমাদের গভীর অর্ন্তদৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ভবিষ্যদ্বাণীর এই সমস্ত বিভাগ হয়তো একটার সংগে অন্যটা জড়িয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন কোন পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন ও তাঁর দ্বিতীয় আগমন বিষয়ক। আবার নতুন নিয়মের কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টের বর্তমান জীবন ও তাঁর দ্বিতীয় আগমন বিষয়ক যা এখনও পূর্ণতা লাভ করে নি।

আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চেয়েও আরও বেশী কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে, যেমন ১ তীমথিয় ৪:১। আদর্শ সমূহ (Types) হল পবিত্র শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য একটি অংশ। দর্শন সমূহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশেষ সংবাদ দিয়ে থাকেন। দর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে এমন কি, যিনি দর্শন পান সেই ভাববাদীর জন্যও তা দরকার হয়ে থাকে। দানিয়াল ৪ ও প্রকাশিত বাক্য ১৭ এর একটি ভাল উদাহরণ।

ভবিষ্যদ্বাণীর বৈশিষ্টসমূহ

১. ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত। এর মানে হল ভাববাদী ঠিক কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলতে চেয়েছেন। তাই বলবার জন্য তিনি ছিলেন কিন্তু তিনি দূর থেকে তা আত্মিক ভাবে দেখছেন। ঈশ্বর লোকদের জন্য তাঁর কাছে যে সমস্ত নানা রকম ঘটনা ও বিষয় প্রকাশ করতে চান তা তিনি দেখেছেন। একজন লোক হিমালয় পর্বতের উপর দাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখছেন, ভাববাদীর অভিজ্ঞতা অনেকটা সেই একই রকম। একজন লোক পর্বতের অনেক চুড়া দেখছে, এবং তার সুবিধাজনক জায়গা থেকে সেগুলোকে হয়তো দেখে থাকবে যে, সবকিছুই খুবই কাছাকাছি কিন্তু তিনি যদি সেই সব চুড়ার কাছে যান তবে হয়তো দেখে থাকবেন যে, সেগুলো একটা থেকে আর একটা অনেক দূরে অবস্থিত। এই রকম ভাবেই ভাববাদী দুইটি বড় "চূড়া" দেখে থাকবেন– তা হল খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমন, তাঁর দুঃখভোগ ও গৌরবান্বিত হওয়া– এবং সেই বিষয়গুলোকে একসংগেই প্রকাশ করা হয়েছে যেন তা সময়ের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি। তা হয়তো যুক্তিযুক্ত ভাবে খুবই কাছে, কিন্তু মানবীয় সময়ের দিক থেকে তা একটা থেকে আরেকটি ঘটনা খুবই দুরত্বে অবস্থান করছে।

উদাহরণ হিসাবে যিশাইয় ৬১:১-৩ পদ দেখুন। খ্রীষ্ট এই অংশটুকু পাঠ করে তিনি তা নিজের জন্য ঘোষণা দিলেন এই কথা বলে যে পবিত্র বাইবেলের এই কথা আজ পূর্ণ হল (লূক ৪:১৬-

২১)। যাহোক, যিশাইয় ৬১:২ দুইটি বড় ঘোষণা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি ছিল অনুগ্রহের বছরের ঘোষণা ও অপরটি ছিল প্রতিশোধ নেবার ঘোষণা। খ্রীষ্ট প্রথম অংশটুকু পাঠ করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় অংশ পাঠ করার আগেই থেমেছেন। কেন? এখানে সময়ের কথা বলা হয়েছে যে সময় প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এটা নিশ্চয়ই তার প্রথম আগমন নয়। এই অংশটুকু তখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি বলে তা তিনি পাঠ করেন নি। যাহোক, ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে দুইটি বাস্তবতা খুব কাছাকাছি দেখা যায়। আপনি একই রকমের অংশ দেখতে পাবেন আদিপুস্তক ৩:১৫ এবং গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে।

২. নিকট ও দূরের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। অনেক ভবিষ্যদ্বাণীতেই নির্দেশ করা হয়েছে প্রথমত যে সমস্ত ঘটনাগুলো নিকটভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে তার প্রতি। কিন্তু যেহেতু সমস্ত ইতিহাসের প্রভু হলেন সদাপ্রভু তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণীকে অভিষিক্ত করেন যেন তা দূর ভবিষ্যতে ও শেষে পূর্ণতা লাভ করে। এভাবে প্রথমে যে পূর্ণতা লাভ করে তা শেষের পূর্ণতার আদর্শস্বরূপ বা তার নমুনা স্বরূপ। এই রকম একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উদাহরণ দেখা যায় ২ শমূয়েল ৭:১২-১৬ যেখানে সদাপ্রভু দায়ূদকে তার পুত্রের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিস্কার ভাবেই শলোমনকে নির্দেশ করে, যিনি দায়ূদের পরে তার সিংহাসনে বসবেন, এবং কিছু পদের বর্ণনা শুধু মাত্র শলোমনকেই নির্দেশ করে। ইব্রীয় ১:৫ ও ১৪ পদে এটি খ্রীষ্টের বেলায়ও ব্যবহার করা হয়েছে: তিনি দায়ূদের পুত্র এবং শলোমন ছিলেন তাঁর আদর্শ বা টাইপ। শলোমন দায়ূদের সন্তান ছিলেন, ঈশ্বরের সন্তান ছিলেন। খ্রীষ্টও তেমনি ছিলেন যদিও সেখানে একটি বড় ভিন্নতাও রয়েছে।

হবককূক ১:৫-৬ এবং প্রেরিত্ ১৩:৪১ পদ আর একটি উদাহরণ যেখানে আমরা নতুন নিয়মের কর্তৃত্ব দেখতে পাই দ্বিগুণ পূর্ণতা দেখবার জন্য। যখন আমাদের সেই রকম কর্তৃত্ব আছে, তখন আমরা তা ব্যাখ্যা করার জন্য নিশ্চিত হই। এছাড়া আমরা অবশ্যই চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

এই রকমই একটি ভবিষ্যদ্বাণী যিশাইয় ৭:১৪ পদে দেখতে পাওয়া যায়। যে বিষয়টি এখনও ব্যাখ্যা করা কঠিন তা হল ইশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খ্রীষ্টের কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা। যখন আহস রাজা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করেন নি তখন ঈশ্বর বলেছেন যে, তিনি রাজাকে একটি চিহ্ন দিবেন, একটি কুমারী মেয়ে একটি ছেলে প্রসব করবে। এর প্রসংগ (বিশেষ করে ১৬-১৭ পদ) নির্দেশ করে যে, এটি সেই সময়েই পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং সেই সময়েই সেই শিশু জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু মথি সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে খ্রীষ্টের বেলায় ব্যবহার করেছেন (মথি ১:২২-২৩)। এতে একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়: আহসের সময়ে কি প্রকৃত কুমারী বলে কেউ ছিল? এর কোন প্রমাণ অবশ্য নেই। বোধ হয়, একজন যুবতী স্ত্রীলোক যে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়ে কুমারী ছিল তারপর বিয়ে হয়েছে ও অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ছেলে হয়েছে। সেখানে ইব্রীয় ভাষায় কুমারীর জন্য যে শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন আছে। যাহোক, মথি ১:২৩ পদের বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই: এর প্রসংগ নিশ্চিত করে যে, এখানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ শুধু কুমারী। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্যি বেশ কঠিন এবং পবিত্র

বাইবেলের ছাত্ররা এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে একমত নন। কিন্তু এখানে খ্রীষ্টের বিষয়ে রেফারেন্স ও এর দ্বিগুণ পূর্ণতার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩. অলঙ্কারিক ভাষা। ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেক অলঙ্কারিক ভাষা, বাক্যালঙ্কার, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি। আবার এখানে অনেক আক্ষরিক বক্তব্যও আছে। এখানে ব্যাখ্যার যে সমস্যা তা শুধু মাত্র ব্যক্তিগত অলঙ্কারিক ভাষা আছে তাতেই নয় কিন্তু সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক ভাবেই পূর্ণতা লাভ করবে না কি অলঙ্কারিক বা আত্মিক ভাবে তা পূর্ণতা লাভ করবে। এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে আমাদের প্রস্তাব হল যে, সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর তা-ই হল আসল চাবি বা মূল বিষয় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী যা এখনও পূর্ণতা লাভ করে নি তা বুঝবার জন্য। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই রকম কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী দেখলে খুবই ভাল হবে।

ক. নতুন নিয়ম অনুসারে এই সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি আক্ষরিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করে নি?

মীখা ৫:২ এবং মথি ২:৬: খ্রীষ্টের জন্মস্থান বৈৎলেহম।

সখরিয় ৯:৯ এবং মথি ২১:৫: খ্রীষ্টের রাজা হিসাবে গাধায় চড়ে যিরূশালেমে প্রবেশ।

যিশাইয় ৫৬:৭ এবং মথি ২১:১৩: ঈশ্বরের গৃহ, আক্ষরিক মন্দির, একটি প্রার্থনার গৃহ।

যিশাইয় ৭:১৪ এবং মথি ১:২২-২৩: সৈন্যরা গুঁলিবাট দ্বারা খ্রীষ্টের কাপড় ভাগ করে নেয়।

খ. এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি বাক্যালঙ্কার হিসাবে পূর্ণতা লাভ করে নি?

গীতসংহিতা ১১৮:২২ এবং প্রেরিত্ ৪:১১; ১ পিতর ২:৭: খ্রীষ্ট সেই কোণের পাথর যা গাথকেরা অগ্রাহ্য করেছিল।

যিশাইয় ২২:২২ এবং প্রকাশিত বাক্য ৩:৭: তাঁর কাছে চাবি তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করে।

সখরিয় ১৩:৭ এবং মথি ২৬:৩১: খ্রীষ্ট, যিনি পালক ছিলেন তাঁকে আঘাত করা হয়েছে।

গ. এই সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কি আত্মিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে নি, পুরাতন নিয়মের একটি আক্ষরিক বাস্তবতা নতুন নিয়মের একটি আত্মিক বাস্তবতা নয় কি?

যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪ এবং ইব্রীয় ৮:৮-১২; ১০:১৫-১৭: ইস্রায়েলের সংগে নতুন চুক্তি নতুন নিয়ম বা বর্তমান অযিহূদী বিশ্বাসীদের আত্মিক অভিজ্ঞতা।

যিশাইয় ২:২-৩ এবং ইব্রীয় ১২:২২: এই পৃথিবীর সিয়োন এবং যিরূশালেম বিশ্বাসীদের আত্মিক বাসস্থানের কথা বলে।

ভবিষ্যদ্বাণী

আমোষ ৯:১১-১২ এবং প্রেরিত্ ১৫:১৬-১৭: দায়ূদের পড়ে যাওয়া ঘর এবং ইদোম এখন আত্মিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে।

যদি নতুন নিয়ম ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তবে অন্যান্য যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আছে আমরাও এই তিন ভাবের একভাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারি। এর মানে এই নয় যে, আমরা অতি শ্রীঘ্রই বা খুব সহজেই এর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে পারি, কিন্তু এটি আমাদের সাহায্য করে এর সাম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি হতে পারে তা বুঝতে। ঈশ্বর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সব ভবিষ্যদ্বাণীকেই আমরা একই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমরা নতুন নিয়মের যত ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়ন করব আমরা ততই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বুঝবার জন্য আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যাবে। পরে আমরা কিছু গাইড লাইনের বিষয়ে চিন্তা করব।

৪. বিশেষ ব্যাকরণ। এ জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বৈশিষ্ট নির্ণয় করার জন্য এটা হয়তো খুব ভাল শিরোনাম নয়, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের মতই একই ব্যাকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে কালের ব্যবহার বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. ক্রিয়াপদে অতীত কালটি হতে পারে তা ভবিষ্যতের ঘটনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে বড় ভবিষ্যদ্বাণীটি ১০ পদের ক অংশ পর্যন্ত অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তা ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ১০ পদে খ অংশ থেকে ১২ পদ পর্যন্ত ভবিষ্যত কাল ব্যবহার করা হয়েছে (খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পরে যা ঘটবে তা বলা হয়েছে), যদিও তা প্রথম অংশের তুলনায় খুব দূর ভবিষ্যতের নয় সেই সময় থেকে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

খ. বর্তমান কাল হয়তো ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সখরিয় ৯:৯ পদে তোমার রাজা তোমার কাছে আসে বর্তমান কাল, কিন্তু ভবিষ্যতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে।

৫ শর্তযুক্ত ও শর্তহীন ভবিষ্যদ্বাণী। অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা শর্তহীন, যেমন ঈশ্বর ঘোষণা করেন তিনি কি করবেন বা অন্যান্য বিষয় ঘটে গেলে পর কি আসবে– অন্যান্য অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে লোকেরা কিভাবে তা গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর করে। সাধারণ ভাবে, শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবার বলবার চেয়ে সাধারণত তা হয় আশীর্বাদ না হয় অভিশাপের। এগুলো সত্যিকার ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর অনেক পূর্ণতার ঘটনার কথা পবিত্র বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই রকম কিছু অংশ দ্বিতীয় বিবরণ ২৮; যিরমিয় ১৮:৮, ১০; ২৬:১২-১৩; যিহিষ্কেল ১৮:৩০-৩২; ৩৩:১৩-১৫; যোহন ৩:৪ (প্রসংগ থেকে বলা যেতে পারে)। সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসংগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদি সেখানে কোন শর্ত থাকে তবে সেখানে তা থাকতে পারে।

৬. সত্য প্রকাশ করা ও গোপন রাখা। কোন কোন লোক মনে করে যে, ভবিষ্যদ্বাণী হল

ভবিষ্যদ্বাণী

সাধারণভাবে আগেই ইতিহাস লেখা। যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী একই সময়ে কিছু কিছু খুবই সুন্দর বিস্তারিত বর্ণনার যোগান দেয় তাই লোকেরা উপসংহার টানে এই কথা মনে করে যে, ভবিষ্যদ্বাণী কার্যত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দিতে চায়। কিন্তু অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সত্য গোপন করে রাখে আবার তেমনি অনেক সত্য প্রকাশ করে দেয়। এই রকম একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল দানিয়ালের চারটি পশুর দর্শন (দানিয়েল ৭)। ৭:১৫-১৬ পদে দানিয়েল বলেছেন যে, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে অস্থির হলেন এবং সেই দর্শনের একটি বিষয় একজন লোক এসে তাকে বুঝিয়ে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, সেই লোক তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন: তিনি বললেন সেই চারটি পশু চারজন রাজা বা তার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যাহোক, তাঁকে সেই রাজ্যের নাম বলা হয় নি বা তার কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয় নি। তাই তাঁর পক্ষে আগেই বলা সম্ভব নয় সেই রাজাদের নাম কি হবে। সত্য সেখানে প্রকাশিত হয়েছে সত্যি কিন্তু সেই দর্শনের মধ্যে দিয়ে সব কিছু জানানো হয় নি। তাই যেসব ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণতা লাভ করে নি সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে করতে পারব এই রকম চিন্তা করতে হলে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বল করা প্রয়োজন।

একটি প্রধান ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর যেসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম তা স্মরণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাখ্যা করার গাইড লাইন হিসাবে এসব বিষয়গুলোকে ব্যবহার করতে পারি।

পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এটি আমরা ব্যবহার করতে পারি: খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রথম সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী হল আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ। আমরা দেখতে পাই এটি এমন অনেক বিষয় প্রকাশ করে যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি এবং এর পরেও এর মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীর কেন্দ্রীয় মূলভাব রয়েছে যা আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সব জায়গায় দেখতে পাই।

১. ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত। কি ঘটনার বিষয় এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেই বংশের মধ্য দিয়ে আসা সন্তানের পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারা ও শয়নানে মস্তক চুর্ণ করার ক্ষেত্রে? যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও গৌরবান্বিত হওয়া, এবং তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় আগমন সব কিছুই এক সংগে বলা হয়ছে।

২. নিকট ও দূরের পূর্ণতা। ঈশ্বর সেই স্ত্রীলোক ও সেই সাপের মধ্যে যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন তা নিকট ভবিষ্যতে হবার জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছিল। আর এটির দূরের পূর্ণতা খ্রীষ্ট ও শয়তানের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

৩. অলঙ্কারিক ভাষা। মস্তক ও গোড়ালী চূর্ণ করা আক্ষরিক হতে পারে না; এর মধ্যে শারীরিক

ভাবে ব্যাথা পাবার চেয়েও এর মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মিক অর্থ রয়েছে।

৪. সত্য প্রকাশিত হওয়া ও গোপন রাখা। কোন কোন সত্য প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু পরে আরও যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ও ঘটনা ঘটেছে তার আলোকেই কেবল মাত্র এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ অর্থ বোঝা গেছে।

৫. বিষয়বস্তুর দ্বন্দ্ব। সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেলই এই দ্বন্দ্বের সংগে যুক্ত: ঈশ্বর বনাম শয়তান; ঈশ্বরের লোক বনাম শয়তানের এজেন্ট। খ্রীষ্ট সেই স্ত্রীলোকের বংশ হিসাবে, ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন যেন তিনি এই দ্বন্দ্ব জয় করতে পারেন।

৬. ঈশ্বরে সার্বভৌম উদ্দেশ্যের বিষয়বস্তু। ঈশ্বর বলেছেন "আমি রাখব।" পবিত্র বাইবেলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে, যদিও এক সময়ে দেখা গেছে যে, শয়তানই মনে হয় সবচেয়ে উপরে আছে। প্রকাশিত বাক্য দেখায় ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য কিভাবে কাজ করে চলেছে।

৭. খ্রীষ্টের বিষয়বস্তু। স্ত্রী লোকের বংশ এবং সর্বনাম সে দেখায় যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রকাশ করে।

৮ মশীহের দুঃখভোগের বিষয়বস্তু। "তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে," এই রকম ক্ষত যে আক্ষরিক অর্থে কোন মারাত্বক তা নয় কিন্তু দুঃখ-কষ্টের ছবি প্রকাশ করে।

৯ খ্রীষ্টের বিজয়ের বিষয়বস্তু। "তিনি তোমার মস্তক চূর্ণ করবেন," এই কথা মারাত্বক ক্ষতের সংকেত দেয় যে, মশীহ সাপের অর্থাৎ শয়তানের মাথা চূর্ণ করবেন। এক দিকে শয়তান কর্তৃক পায়ের গোড়ালী চূর্ণ করা আবার খ্রীষ্ট কর্তৃক মস্তক চূর্ণ করা একটি তুলনমূলক ছবি প্রকাশ করে।

শেষের দুইটি বিষয়বস্তু সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। পিতর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করেছেন, "খ্রীষ্টকে কষ্টভোগ করতে হবে ও তারপর তিনি মহিমা লাভ করবেন" (১ পিতর ১:১১)। ভাববাদীরা তাঁর বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাতে বিশ্বাস না করার জন্য যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দুই সাহাবীকে বকুনি দিয়েছেন এই কথা বলে, "এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি খ্রীষ্টের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?" (লূক ২৪:২৫-২৬)। খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা ও মহিমান্বিত হওয়া ছিল পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয়। অন্য সব ভবিষ্যদ্বাণী ও বিষয়বস্তু এই সম্পর্কের উপর নির্ভর করেই আবর্তিত হয়েছে।

ব্যাখ্যার জন্য গাইড লাইন সমূহ

যদি আমরা গাইড লাইন সমূহকে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যার জন্য সংক্ষিপ্ত করি তবে তা আমাদের সাহায্য করবে।

ভবিষ্যদ্বাণী

১. নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অধ্যয়ন করুন। এটা আপনি করবেন যদিও আপনি প্রতিনিয়ত নতুন নিয়ম অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, এটা মাত্র তখনই করবেন না যখন আপনি একটি ভবিষ্যদ্বাণীর অংশ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন। একটি নোট বই ব্যবহার করুন আপনি যেসব অংশ অধ্যয়ন করছেন ও তা থেকে যেসব শিক্ষা পাচ্ছেন তা নোট করে রাখার জন্য।

২. প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে প্রথমে আপনি সেই সময়কার লোকদের কাছে এর অর্থ কি ছিল, এর নিকট ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভ ও এর মধ্যে যে ব্যবহারিক বক্তব্য আছে তা বুঝতে চেষ্টা করুন। এটি শিক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয় এর চেয়ে যে, এটি ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভ করবে। উদাহরণস্বরূপ, হগয় পুস্তকে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এটার অর্থ কি হতে পারে? উষায়ের ৪:২৪-৫:২ পদে আমাদের এর প্রেক্ষাপট জানিয়ে দেয় এবং হগয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল তা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার জন্য তাঁর উৎসাহ দান তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সংগে সম্পর্কীত যা ঈশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করার জন্য ভবিষতে করতে যাচ্ছেন। এই শক্তি প্রকাশ পাবে তাঁর লোকদের আশীর্বাদ করার মধ্য দিয়ে। ইব্রীয় ১২:২৬-২৯ পদে এর আরও পূর্ণতা লাভের কথা প্রকাশ করে।

৩ আক্ষরিক অর্থের কথা বিবেচনা করুন। প্রসংগ অনুসারে কোন রকম সমস্যা ছাড়াই এর অর্থ কি পরিস্কার বা শাস্ত্রের অন্য অংশের সংগে এর অর্থের কোন বিরোধ নেই তো? যিশাইয় ১১:৬-৯ ভবিষ্যতে আমাদের সহ অবস্থানের একটি খুবই সুন্দর ছবি প্রদান করে। বন্য পশুর সংগে গৃহপালিত পশুর ও শিশুদের সংগে এক সংগে বাস করার কি কোন প্রকার অসম্ভবতা আছে কি? এই বিষয়টি কি আক্ষরিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করতে পারে? আপনি কি এই অংশটুকুতে কোন অলঙ্কারিক ভাষা আছে কি? (দেখুন ১, ৪-৫ পদ)। ঐ পদ সমূহের ভাষা কি ৬-৯ পদের জন্য কোন সাম্ভাব্য অলঙ্কারিক অর্থের নির্দেশ করে?

৪. ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করেছি তা মনে রাখুন। আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করেছি যদি সেই রকম কিছু পঠিত অংশে থাকে তবে সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ৫:২৮-২৯ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের একটি ভবিষ্যদ্বাণী। অথবা এখানে কি দুইটি পুনরুত্থাণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? এখানে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে দুইটাই বুঝা যায়। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হয়তো দুইটি ভিন্ন সময়ের ঘটনা একই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করা হয়েছে। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে, দুইটি পুনরুত্থান উল্লেখ হয়তো সময়ের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হবে (তা যে অবশ্যই হতে হবে তা নয়, কিন্তু তা হতে পারে)। আপনাকে হয়তো অন্যান্য অংশ অধ্যয়ন করতে হবে তা সত্যি ঠিক কি না তা জানার জন্য।

৫. বাক্যের মধ্যে বাক্যালঙ্কার, প্রতীক, বাগধারা ইত্যাদি খোঁজ করুন। যদি আপনি তা খুঁজে পান তবে এসবের জন্য যে গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে তার ব্যাখ্যা করুন। আপনাকে

ভবিষ্যদ্বাণী

সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কারণ কোন কোন অলঙ্কার এত সাধারণ যে, খুব কম সময়েই তা আমাদের নজরে আসে।

ভবিষ্যদ্বাণী কোন সহজ বিষয় নয়, কিন্তু আশীর্বাদমূলক সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়ার জন্য তা যদি ঈশ্বরের একটি চ্যানেল হয়ে থাকে তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন যেন আমরা তা শিক্ষা করতে পারি। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা অবশ্যই প্রার্থনাপূর্বক যথেষ্ট সময় দিয়ে অধ্যয়ন করব।

২০

মতবাদ বা শিক্ষা

মতবাদ শব্দটি দুই ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে: (১) সার্বিক ভাবে সত্যের প্রতি নির্দেশ করে, সত্যের একটি পদ্ধিতি, এবং (২) কোন নির্দিষ্ট সত্যের প্রতি নির্দেশ করে। পবিত্র বাইবেলের মতবাদ হল এক কথায় (১) ঈশ্বরের সার্বিক শিক্ষা। পবিত্র বাইবেলের মতবাদ হল (২) ঈশ্বরের সত্যের একটি উপদানের শিক্ষা, যেমন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। পবিত্র শাস্ত্র দুটোরই মূল ভিত্তি। এটি আবারও পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের অধ্যাবসায়ের এবং এর সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

পবিত্র বাইবেল কোন টেক্সট্ বইয়ের মত নয় যা একই সময়ে মতবাদকে ব্যবহার করে। এর একটি কারণ হতে পারে যে, মতবাদ জ্ঞানের কোন শাখা নয় যে, তার নিজের জন্যই তা শিক্ষা করা হয়ে থাকে। বরং এটি বেঁচে থাকবার জন্য একটি সত্য। আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষা করে থাকি যেন আমরা তাঁর সংগে সহভাগিতা করে বেঁচে থাকতে পারি ও তাঁর ইচ্ছার বাধ্য থাকতে পারি। পৌল বলেছেন, "পবিত্র বাইবেলের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, ... " (২ তীমথিয় ৩:১৬)। ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্র দিয়েছেন যেন তিনি যেমন চান আমরা তেমনই হতে পারি।

আমরা ১ যোহন ৩:২-৩ পদে এই রকম কিছু বিষয় দেখতে পাই, "খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব। যে কেউ খ্রীষ্টের উপর এই আশা রাখে সে নিজেকে খাঁটি করতে থাকে যেমন খ্রীষ্ট খাঁটি।" খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের উপর আমাদের বিশ্বাস আমাদের জীবনকে খাঁটি করতে পরিচালিত করবে। (এছাড়া দেখুন বড় মতবাদের অংশ সমূহ যেমন যিশাইয় ৪০:২৭-৩১; এবং ফিলিপীয় ২:৫-৮)।

সুতরাং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করে। আমরা অব্রাহামের জীবনের মধ্য দিয়ে, দায়ূদের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, ইস্রায়েলের কাছে ভাববাদীদের আবেদনের মধ্য দিয়ে মতবাদ শিক্ষা করে থাকি। এমন কি নতুন নিয়মে মতবাদ বিষয়ক চিঠিগুলো খ্রীষ্টয়ানদের কাছে লেখা হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসাবে চলবার জন্য সেখান থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যেসব সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে

আমরা আশা করি তা খুঁজে পাব। আপনি হয়তো শত শত এমন কি, হাজার হাজার পদ খুঁজে পাবেন যেখানে ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

মতবাদের প্রতি দৃষ্টিভংগি

এটি অব্যশই একটি ভাল পথ যদি আমরা পবিত্র বাইবেলের মতবাদ অধ্যয়নের জন্য কিছু সাধারণ দৃষ্টিভংগি ঠিক করে নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয় সমূহ কি কি যা দিয়ে আমরা শুরু করব?

১. ঈশ্বর চান যেন আমরা পবিত্র বাইবেলের মতবাদগুলো জানি। ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদে এই বিষয়টি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ কিতাবই মতবাদ শিক্ষার জন্য লাভজনক।

২. মতবাদের উৎসের জন্য পবিত্র বাইবেলই যথেষ্ট। আমাদের মতবাদ শিক্ষার জন্য যা কিছু দরকার তার সবই ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলের মধ্যে দিয়েছেন। এ ছাড়া আর কোন কর্তৃত্বপূর্ণ শাস্ত্র নেই যেখান থেকে আমরা মতবাদ গ্রহণ করতে পারি। মণ্ডলীর ঐতিহ্য এবং আমাদের কোন যুক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় অর্থাৎ পবিত্র বাইবেল ছাড়া এমন আর কোন কিছুই নেই যা আমাদের ঈশ্বরের সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে।

৩. পবিত্র বাইবেল একটি সমন্বিত উপস্থাপনার মতবাদ দিয়ে থাকে। যে মতবাদ নতুন নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাকে তা পুরাতন নিয়মের শিক্ষার সংগে বিরোধিতা করে না। পৌলের শিক্ষার সংগে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার বা যাকোবের শিক্ষার সংগে কোন বিরোধ নেই। পবিত্র বাইবেল হল ঈশ্বরের সত্য সম্বন্ধে একটি পরিস্কার ও সংগতিপূর্ণ শিক্ষার প্রকাশ।

সেখানে হয়তো বা পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকে। যিরমিয় লোকদের পাপের বিষয়ে ও ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন, কিন্তু হোশেয় আবার ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলতে পারি না, পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয়ে ও নতুন নিয়মে ঈশ্বরের ভালবাসার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম উভয়ই ঈশ্বরের ভালবাসা ও ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে।

এখনও ঈশ্বরের সত্যের বিষয়ে প্রত্যাদেশ হল একটি চলমান প্রক্রিয়া; এর মানে হল পবিত্র বাইবেলের প্রথম দিকের অংশ পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। সময় যত এগিয়ে যেতে থাকে ঈশ্বর ততই তাঁর নিজের সম্পর্কে আরও বেশী বিষয় প্রকাশ করতে থাকে। নতুন নিয়ম হল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের চুড়ান্ত পরিনতি এবং এটি পুরাতন নিয়ম থেকে ভিন্ন (এ বিষয়ে আমরা ২১ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব)।

৪. কোন বিষয়ে মতবাদ শিক্ষা করার জন্য শাস্ত্রের যেসব জায়গায় সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে তার সবগুলো জায়গাই আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। প্রায়ই আমাদের প্রশ্ন থাকে যে, এই বিষয়ে পবিত্র বাইবেল কি বলে? সেজন্য আমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতে হয়

তা খুঁজে পাবার জন্য। আমরা অবশ্যই আমাদের নিজেদের ধারনা নিয়ে আসব না আর পবিত্র বাইবেলকে দিয়ে তা নিশ্চিত করব না। এছাড়া একটি বা দুটি পদের উপর নির্ভর করে কোন মতবাদও সৃষ্টি করব না। মতবাদ তৈরী করা একটি বড় কাজ, যা আমরা কিছুক্ষণ পরেই আলোচনা করব।

৫. ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা সবকিছুই বুঝতে পারব এ আমরা আশা করতে পারি না। আমরা সৃষ্ট জীব। তিনি অসীম সৃষ্টিকর্তা। যেহেতু তিনি আমাদের উপরে অসীম, সেজন্য আমাদের মন তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত সত্যই জানতে পারে না। সুতরাং, পবিত্র বাইবেলের অনেক বিষয়ই আমাদের কাছে বেশ কঠিন মনে হতে পারে এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি তাই নিয়ে অগ্রসর হই এবং যতটুকু বুঝতে পারি না বা আমাদের জ্ঞানের বাইরে সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করি।

৬ আমরা পবিত্র বাইবেলে অনেক বিষয় আপাতদৃষ্টিতে সত্য বিরোধী মনে হলেও তা সত্যি, এমন সব বিষয় পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাবার আশা করি। আপাতদৃষ্টিতে সত্য বিরোধী এই কথার মানে হল সত্য সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় বা বাক্য একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন, তবুও এই উভয়ই পবিত্র বাইবেলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হতে পারে যুক্তিযুক্ত ভাবে তা যেন এক সংগে যায় না। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র বাইবেলে যেমন শিক্ষা দিয়ে থাকে খ্রীষ্ট হলেন একই সংগে ঈশ্বর ও মানুষ। ঈশ্বর অসীম; মানুষ সসীম। সুতরাং কেমন করে খ্রীষ্ট একই সংগে অসীম ও সসীম হতে পারেন? তবুও তিনি তা-ই যেমন পবিত্র বাইবেল শিক্ষা দিয়ে থাকে। যে সমস্ত প্রশ্ন উঠে তার সব উত্তর ধর্মতত্ত্ব বিদ্যালয়গুলোও দিতে পারবে না, কিন্তু তারা এবং আমরা সকলেই পবিত্র বাইবেল যেভাবে শিক্ষা দেয় সেই ভাবেই খ্রীষ্ট বিষয়ক মতবাদ লালন করব।

৭ মতবাদের অর্থই হল ঈশ্বরভক্তি সৃষ্টি করা। আমরা যখন মতবাদ অধ্যয়ন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের দেওয়া শিক্ষাগুলো কিভাবে আরও ভালভাবে পালন করা যায় তার উপায়ের খোঁজ করি।

ব্যাখ্যার জন্য গাইড লাইন সমূহ

এখন আসুন, আমাদের অধ্যয়ন করার সময় কিভাবে আমরা মতবাদ শিক্ষা করতে পারি সেই বিষয় বিবেচনা করি।

১. কোন অলঙ্কারিক অংশের চেয়ে বরং পবিত্র বাইবেলে যেসব আক্ষরিক বক্তব্য আছে তার উপর নির্ভর করে মতবাদ তৈরী করুন। অলঙ্কারিক অংশগুলো যেমন দৃষ্টান্তসমূহ, একটি প্রধান বিষয়ের উপরে শিক্ষা দেবার জন্য দেওয়া হয়েছে। আমরা হয়তো খুব সহজেই মতবাদ ও কিছু বিষয়ে এর বিস্তারিত বর্ণনাও পেতে পারি যা সেই গল্পের অংশ হিসাবে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা মতবাদ শিক্ষা

দেবার জন্য দেওয়া হয় নাই। এছাড়া, সমান্তরাল কোন বক্তব্যের চেয়ে কোন "ছবি" ব্যাখ্যা করা কঠিন বিষয়।

উদাহরণ হিসাবে, হারানো ছেলের গল্পটির কথা বলা যেতে পারে (লূক ১৫ অধ্যায়)। কোন কোন লিবারেল ধর্মতত্ত্ববিদেরা এটিকে পাপীদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার শিক্ষা হিসাবে নিয়ে থাকে। যেহেতু এই দৃষ্টান্তে কোন উৎসর্গকারী মৃত্যু নেই, তারা উপসংহার টানে যে, ঈশ্বর হলেন প্রেমময় পিতা যিনি শুধু পাপীদের মনপরিবর্তন চান। তারা বলে যে, পাপের জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এখানে প্রয়োজন নেই।

অথবা আংগুর গাছ ও শাখার উপমাটির কথা বলা যেতে পারে (যোহন ১৫ অধ্যায়)। এই ছবির মধ্যে কোন কোন শাখা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেই শাখাগুলো কি সত্যিকারের বিশ্বাসীদের প্রতিনিধিত্ব করে? সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কি শেষ পরিনাম আগুনে হতে পারে? যদি তাই হয় তবে তা কিভাবে? এই প্রশ্নে উত্তর অবশ্যই সমান্তরাল বক্তব্যে পাওয়া যায়; তখন এই অংশে কোন সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই রকম অংশ থেকে কোন মতবাদ তৈরী করা কোন জ্ঞানীর কাজ হবে না।

২. সমান্তরাল কোন বক্তব্য থেকে মতবাদ তৈরী করুন কোন দুর্বোধ্য বিষয় থেকে নয়। পবিত্র বাইবেলের মধ্যে অনেক দুর্বোধ্য বিষয় আছে। কোন কোন ছাত্রের কাছে কোন অংশ সহজ মনে হতে পারে কিন্তু সেই অংশই আবার কোন কোন ছাত্রের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত অংশগুলো মোটামুটি সকলের কাছেই কঠিন বলে মনে হয় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে মতবাদ তৈরী করা জ্ঞানের কাজ হবে না।

উদহারণস্বরূপ, পিতর বলেছেন যে, "যীশু খ্রীষ্ট বন্দী আত্মাদের কাছে গিয়ে প্রচার করেছিলেন" (১ পিতর ৩:১৯)। পবিত্র বাইবেলের পণ্ডিতেরা কঠিন এই পদটির অর্থের সংগে একমত নন। সেজন্য এই পদ থেকে এই উপসংহারে আসা উচিত হবে না যে, যে সমস্ত পাপী লোকেরা মারা যায় তাদের পাপ স্বীকার ও পরিত্রাণের জন্য আরেকটি সুযোগ থাকবে। সমান্তরাল অংশ থেকে আমরা জানি যে, সেখানে আর কোন সুযোগ নেই।

৩. ঐতিহাসিক অংশ থেকে নয় কিন্তু শিক্ষামূলক অংশ থেকে মতবাদ তৈরী করুন। ঐতিহাসিক শাস্ত্রের অনেক অংশ এবং কার্যত খ্রীষ্টের সমস্ত শিক্ষা ও চিঠিগুলো হল শিক্ষামূলক অংশ। শিক্ষামূলক অংশগুলোতে শিক্ষা দান করে থাকে আর ঐতিহাসিক অংশগুলোতে নানা রকম ঘটনার বর্ণনা দেওয়া থাকে। সেজন্য ঐতিহাসিক অংশগুলোতে শিক্ষা সরাসরি দেওয়া থাকে না কিন্তু কি রকম শিক্ষার উপর নির্ভর করে তা দেওয়া হয়ছে তা বুঝা যায়। অবশ্য কোন ঘটনার সময় ঈশ্বর এবং তার ভাববাদীরা কথা বলে থাকেন তবে আমাদের কোন ঘটনার উপর বা কোন লোকের কাজের উপর নির্ভর করে শিক্ষা নির্মাণ করা উচিত নয়।

উদাহরণ হিসাবে, যীশু খ্রীষ্ট এক সময় ঝড়ের সময় নৌকায় ঘুমাচ্ছিলেন এবং শিষ্যেরা ভীষণ ভয়

পেয়েছিলেন (মথি ৮:২৪)। এই থেকে কি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, আমাদের বিপদের সময়ের বিষয়ে ঈশ্বর সচেতন নন বা তিনি কোন খেয়াল রাখেন না? মথি ২৫:৫ বলে কুমারীরা ঘুমাচ্ছিলেন। এর মানে কি এই যে, যীশু খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে? আবারও, প্রেরিত্ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা নির্মাণ করার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে সচেতন থাকতে হবে। আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে প্রেরিতদের পত্রাবলিতে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে দেওয়া শিক্ষা থেকে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, আমরা যে মতবাদ তৈরী করেছি তা পরিস্কার।

৪. মাত্র কয়েকটি পদ থেকে নয় কিন্তু সম্পর্কযুক্ত সকল অংশগুলো থেকে মতবাদ তৈরী করতে হবে। মাত্র কয়েকটি পদ নিয়ে কোন মতবাদ তৈরী করা এবং সেই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যান্য পদ ব্যাখ্যা করাটা একটা ভুল প্রক্রিয়া। এরচেয়ে বরং অন্যান্য পদগুলোকেও প্রথম থেকেই বিবেচনা করতে হবে মতবাদ তৈরীর করার জন্য।

উদাহরণ হিসাবে, ধরুন একজন খ্রীষ্টিয় ১ থিষলনীকীয় ১:১০ এবং ৫:৯ পদ নিলেন যেখানে বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের যে শাস্তি নেমে আসছে সেই শাস্তি থেকে এই যীশুই আমাদের রক্ষা করবেন" এবং "শাস্তি পাবার জন্য নয় বরং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবার জন্যই ঈশ্বর আমাদের ঠিক করে রেখেছেন।" মাত্র এ দুটি পদ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শেষ সময়ে যে মহাকষ্টের কথা লেখা আছে তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মণ্ডলীকে যেতে দেবেন না। তিনি অন্যান্য অংশ না দেখে বিশেষ করে মথি ২৪:২৯-৫১ পদ না দেখে মতবাদ তৈরী করলেন। তবে কিতাবকে এভাবে দেখা কোন মতেই ঠিক হবে না এবং একটি সঠিক মতবাদ হবে না যার উপর আমরা নির্ভর করতে পারব।

অবশ্য সমস্যা হল কোন কোন মতবাদের জন্য শত শত পদ আছে। এই সমস্ত পদ খুঁজে পাওয়া ও এগুলো অধ্যয়ন করার জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। কোন কোন সময় তা করতে অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে কোন কোন মতবাদমূলক অধ্যয়ন অবশ্যই করা উচিত তাতে ঈশ্বরের সত্য বুঝতে আপনার পক্ষে সহায়ক হবে। আমরা স্বীকার করি সকলেই এই রকম বড় কাজ করতে পারে না। আমাদের অনেককেই মণ্ডলীতে হয়তো পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন, বা প্রচার কিংম্বা কোন পুস্তকের সাহায্য নিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে মতবাদ শিক্ষা করতে হয়। এই সমস্ত দিকে শিক্ষা দেবার জন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে শিক্ষক নিয়োগ করেন যারা মতবাদ নির্মাণে অনেক বড় বড় অবদান রাখতে পারেন। ঈশ্বর কোন কোন লোককে এই রকম দান দিয়ে থাকেন পরির্যচা করবার জন্য: সত্য শিক্ষা করা, তা দিয়ে মতবাদ তৈরী করা ও বিশ্বাসীদের তা শিক্ষা দান করা। যদি আপনি নিজে একা এই রকম মতবাদ মূলক শিক্ষা তৈরী করতে না পারেন তবে কোন মতেই হতাশ হবে না।

৫. কিছু মতবাদ শিখবার জন্য পবিত্র বাইবেলের শব্দ অধ্যয়ন করুন। বিশেষ করে কোন পবিত্র

মতবাদ বা শিক্ষা

বাইবেলের শব্দ নিয়ে যখন মতবাদ তৈরী করা হয়, যেমন বিশ্রামবার, তখন সেই শব্দটিকে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করুন। এরকম ক্ষেত্রে কনকরডেন্স ব্যবহার করুন। কনকরডেন্স ব্যবহার না করেও আপনি শব্দ অধ্যয়ন করতে পারেন কিন্তু তা কষ্টকর। তবে শব্দ অধ্যয়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখুন:

ক. অনেক মতবাদ আছে যার বর্ণনা করার জন্য কোন শব্দ পবিত্র বাইবেলে নেই। ফলে এর জন্য কোন শব্দ অধ্যয়ন করা যায় না, যেমন ত্রিত্ববাদ।

খ. এমন অনেক অংশ আছে যেখান থেকে একটি মতবাদ তৈরী করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সেই প্রকৃত শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। আমরা মতবাদ অধ্যয়ন করার সময় এই রকম অংশকে অবহেলা করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্রতা শব্দটি ১ থিষলনীকীয় ৪:৩ পদে ব্যবহার করা হয়েছে; যাহোক ১ যোহন ১ ও ৩ অধ্যায়ে সেই মতবাদটি আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু শব্দটি সেখানে ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু সেই অংশগুলো মতবাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. কোন কোন মতবাদের একের অধিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য। শুধু মাত্র একটি শব্দই অধ্যয়ন করবেন এবং অন্যটি অবহেলা করবেন তা নয়। যেমন, পবিত্রতা, শূচি, শূচিতা, খাঁটি হওয়া, শূচি ও অশূচি, ইত্যাদি একই মতবাদের জন্য সম্পর্কযুক্ত শব্দ।

৬. প্রত্যেকটি অংশ ব্যাখ্যা করার সাধারণ নীতি অনুসারে বুঝতে পারা যায় কি না এই বিষয়ে নিশ্চিত হোন। আপনি ব্যাখ্যা করার মৌলিক গাইড লাইন থেকে দূরে সরে যাবেন না। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্রতার বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য এখানে ক্রিয়াপদের কালের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ১ যোহন ৩:৬, ৯ পদে যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি।

৭. কোন সিদ্ধান্ত বা অনুমিতি (Inference) থেকে কোন মতবাদ তৈরী করা থেকে সাবধান থাকুন। ধরুন, কোন নিশ্চিত সত্য কোন শাস্ত্রের অংশে শিক্ষা দেওয়া হল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদি এটি সত্যি হয় তবে সেখানে থেকে অন্য কিছুও বের হয়ে আসবে। এই "অন্য কিছু" হল একটি ইনফারেন্স বা সিদ্ধান্ত। আমরা পবিত্র বাইবেলে অন্য কোথাও এ সম্বন্ধে সরাসরি কোন বক্তব্য পাই না কিন্তু শাস্ত্রের কোন সত্য থেকে রেব হয়ে আসতে দেখি। আমাদের মনে রাখতে হবে এটি একটি সিদ্ধান্ত এবং যদি আমাদের শিক্ষা দিতে হয় তবে তা সিদ্ধান্ত হিসাবেই শিক্ষা দিতে হবে।

উদাহরণ হিসাবে, কোন কোন পবিত্র বাইবেলের ছাত্র দেখতে পায় ঈশ্বরের সার্বভৌম নির্বাচন কোন কোন ব্যক্তির বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে পরিস্কার ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তারা সেই সার্বভৌম নির্বাচন থেকে সিদ্ধান্ত নিল যে, ঈশ্বর অব্যশই অন্য লোককে নরকে যাবার জন্য নির্বাচন করেছেন। কিন্তু সেটি একটি সিদ্ধান্ত। পবিত্র বাইবেলে কোথাও তা বলা হয় নি। এই রকম সিদ্ধান্ত সত্য হতেও পারে নাও হতে পারে। যদি তা সত্যি হয়ও তবুও আমাদের তা সিদ্ধান্ত

হিসাবে মেনে নিতে হবে।

৮. ধারনামূলক মতবাদসংক্রান্ত থেকে সাবধান থাকুন। যখনই আমরা শাস্ত্র নিয়ে ধ্যান করতে থাকি তখন প্রায়ই আমাদের মন সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে থাকে এবং তা থেকে ধারণা করতে সহজ হয়। আমরা হয়তো চিন্তা করে থাকি অনন্ত জীবন কালে কোন কোন লোক হয়তো শিশু আবার কেউ কেউ হয়তো পূর্ণ বয়স্ক থাকবে। হয়তো এই কথাও চিন্তা করে থাকি যে, আমরা হয়তো ভবিষ্যতে অন্য কোন গ্রহে বসবাস করব। এ সব সত্যি বা মিথ্যা যাই হোক না কেন এ হল ধারণামূলক, যা পুস্তকে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। এসব থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

৯. পবিত্র শাস্ত্র যেসব মতবাদের জোর দিয়েছে তা সেই সব মতবাদ তৈরী করা, শিক্ষা দেওয়া ও ধরে রাখার উপর জোর দিতে হবে। ঈশ্বর যে সমস্ত সত্য প্রকাশ করেছেন তা সবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোন কোন সত্য অন্য সত্যের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মহাকষ্টের সময়ে মণ্ডলী এই পৃথিবীতে থাকবে কি না এই প্রশ্নের চেয়ে খ্রীষ্টের ফিরে আসার বিষয়ে যে সত্য প্রকাশি হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৌল ১ করিন্থীয় ১:১৭ পদে তাঁর পরিচর্যা কাজে ও প্রচার করা ও বাপ্তিস্ম দেবার ব্যাপারে কোনটি আগে করবেন ও কোনটি পরে করবেন তার অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মতবাদের বিষয়ে মাত্র বুঝবার বিষয়টিই বড় করে দেখা নয় কিন্তু পবিত্র বাইবেল কোন বিষয়টির উপর জোর দিয়েছে তা দেখতে হবে।

১০. মতবাদের ব্যবহারিক বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণত পবিত্র বাইবেল ব্যবহারিক বিষয় বলবে যেহেতু ঈশ্বর সেই কারণে একটি সত্য প্রকাশ করেছেন। এখন সেটি শাস্ত্র থেকে খুঁজে বের করা ও সেটি ঈশ্বরের শক্তিতে বাস্তবায়িত করা এই উভয় বিষয়ই সম্পাদন করা আমাদের দায়িত্ব।

ত্রিত্ব বিষয়ক মতবাদ

পবিত্র বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের বিষয় যখন আমরা শিক্ষা করি তখন কেমন করে আমরা মতবাদ শিখতে পারি এবং এই অধ্যয়নের সংগে যেসব সমস্যা যুক্ত আছে এই দু'টো বিষয়ই দেখতে আমাদের সাহায্য করে। এখন আমরা সংক্ষেপে ত্রিত্ব মতবাদটি দেখব।

পবিত্র বাইবেলের মধ্যে যে নির্দিষ্ট সত্য দেওয়া হয়েছে, নিবেদিত পবিত্র বাইবেলের ছাত্রদের সেই সব সত্য পর্যবেক্ষণের ফলে এই মতবাদটি, এমন কি, এই শব্দটি আমাদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে সেই প্রথম থেকে বিস্তার লাভ করেছে:

১. একজন ঈশ্বর আছেন: দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪; ১ তিমথীয় ২:৫; এবং অন্যান পদ।

মতবাদ বা শিক্ষা

২. স্বর্গীয় সত্ত্বা যাঁকে আমরা "পিতা" বলে সম্ভোধন করি তিনি সদাপ্রভু: রোমীয় ১:৭; ইফিষীয় ৪:৬; ফিলিপীয় ২:১১।

৩. আর একজন স্বর্গীয় সত্ত্বা আছে যাকে "যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র" বলা হয়েছে, তিনিও সদাপ্রভু: যোহন ৫:১৮; ইব্রীয় ১:৮; ২ পিতর ১:১; ১ যোহন ৪:৫।

৪. আর একজন স্বর্গীয় সত্ত্বা আছেন যাঁকে "পবিত্র আত্মা" বলা হয়, তিনিও সদাপ্রভু: প্রেরিত্ ৫:৩-৪।

৫. এই স্বর্গীয় তিন সত্ত্বার মধ্যে ভিন্নত্ব আছে, যা ব্যক্তিত্বের ভিন্নত্ব প্রকাশ করে:

মথি ৩:১৬: যীশু খ্রীষ্ট, কবুতরের ন্যায় পবিত্র আত্মা, স্বর্গ থেকে স্বর।

যোহন ১৪:২৬: পিতা একজন সহায় প্রেরণ করবেন।

যোহন ৫:২০: পিতা পুত্রকে ভালবাসেন।

কেমন করে পবিত্র বাইবেলের এই পাঁচটি সত্য এক সংগে করা যাবে? বলা হয়েছে ঈশ্বর আছেন কিন্তু সেখানে মাত্র একজন সদাপ্রভু। এই তিনজন একজন থেকে অন্যজন ভিন্ন তাই তাঁরা মাত্র এক কোয়ালিটি, ধারণ বা এক সত্ত্বা হতে পারেন না। সেজন্য সত্য হল, সেই একজনের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ব্যক্তি। ব্যক্তি শব্দটি তাদেরকে সত্যি বর্ণনা করে না বা ব্যাখ্যা করে না। যেহেতু ভিন্নত্বটা ব্যক্তিগত, তাই ব্যক্তি শব্দটাই ব্যবহার করা উপযুক্ত। আমরা সহজেই দেখতে পাই, ঈশ্বর সম্পর্কীত মতবাদ বলতে গিয়ে আমাদের ভাষায় তা বর্ণনা করার মত যথেষ্ট শব্দ নেই। আমরা প্রকাশিত সত্য সম্বন্ধে কথা বলছি, যা আমরা সম্পূর্ণরূপে আমাদের জ্ঞানে ধারণ করতে পারছি না। তবুও তা আমরা গ্রহণ করে থাকি, এবং যুগে যুগে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী তা গ্রহণ করে আসছে সত্যি মতবাদ হিসাবে। এটি অন্যান্য অংশ দ্বারা যেমন মথি ২৮:১৯; দ্বিতীয় করিন্থীয় ১৩:১৪; প্রকাশিত বাক্য ১:৪-৫ পদ দ্বারা সমর্থিত হয়ে আসছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে আপনার ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন-যাপন করা। এজন্য আপনাকে কিছু মতবাদ বিষয়ক অধ্যয়ন করা উচিত যেন আপনি পবিত্র বাইবেল ভালভাবে বুঝতে পারেন। এর জন্য আপনাকে অব্যশই পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু এতে আপনি আত্মিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হবেন।

২১

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

পবিত্র বাইবেল বুঝতে গিয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ বিশেষ করে যুবকেরা পুরাতন নিয়মের অর্থের খোঁজ করে এবং নতুন নিয়মের সংগে এর সর্ম্পকের ক্ষেত্রে তারা বড় ধরনের সমস্যায় পরে। অনেক বিশ্বাসীর কাছেই পুরাতন নিয়ম বেশ সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাই অবশেষে তারা তা বুঝতে চাওয়ার বিষয়টা বাদ দেয়। সেজন্য তারা সবসময়েই নতুন নিয়ম পাঠ করে তবে বোধ করি এর সংগে তারা গীতসংহিতা পুস্তকটিও পাঠ করে থাকে।

এর মধ্যেকার একতা

সাধারণ ভাবে পুরাতন নিয়মের অর্থ উপলব্দি করা হল নতুন নিয়ম কিভাবে পুরাতন নিয়মকে দেখছে তা জানা। এর মানে হল, এই দুই নিয়মের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে ঈশ্বর যেভাবে দেখেন সেই ভাবে দেখা। সুতরাং এখন প্রশ্ন হল নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে কিভাবে দেখে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার জন্য পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি জায়গায় খোঁজ করে দেখতে পারি।

১. ঈশ্বর হলেন এর লেখক। ইব্রীয় ১:১-৩ অনুসারে ঈশ্বর আদি পিতাগণের কাছে তাঁর ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। যেহেতু পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের লেখা পাওয়া যায়, তাই বলা যায় পুরাতন নিয়ম সদাপ্রভুর কাছ থেকে এসেছে। ২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদে ঘোষণা করে যে, "পবিত্র বাইবেলের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বর থেকে এসেছে।" আমরা চিন্তা করতে পারি যে, তিমথীয় তাঁর ছোট বেলায় কি রকম শাস্ত্রের কথা জানতেন, আর এখানেই বা শাস্ত্র বলতে কি বর্ণনা করতে চেয়েছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি পুরাতন নিয়মের কথাই বলেছেন কারণ তখনও নতুন নিয়মের সব খণ্ড একসংগে করা হয় নি ও তা ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করা হয় নি। সুতরাং এই দুইটি অংশই ঘোষণা করে যে, সদাপ্রভুই হলেন পুরাতন নিয়মের উৎস এবং

এই একই ধারণা সমস্ত নতুন নিয়ম জুড়েই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আপনি অন্যান্য পদও দেখতে পারেন যেমন, প্রেরিত্ ২৮:২৩; রোমীয় ১:১৭; ৯:২৫; ২ করিন্থীয় ৬:২, ১৬।

২. মুক্তির একটি মাত্র পরিকল্পনা। পুরাতন নিয়ম যে সাধারণ ভাবেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে সেই ব্যাপারে নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে। আসুন আবার দেখি ২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদ। এখানে পৌল পুরাতন নিয়মের মূল্য সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে, এই সব পবিত্র লেখনি। এর থেকে তিনি শিক্ষা দান করেছেন এবং এটি সত্যি আশ্চর্য কিছু করতে পারে বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দিতে পারে (১৫ পদ)। অন্য কথায়, এই বাণী পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা বলে; কিভাবে মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে শাস্ত্র সেই কথা আমাদের জানিয়ে দেয়।

অন্যান্য পদ এ সম্বন্ধে কি বলে? রোমীয় ৪:১-৯ পদে পৌল অব্রাহাম ও দায়ূদের অর্থাৎ তাঁদের উভয়েরই আত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই দুই জনের বিষয়ে কি সত্য ছিল? তাদের পরিত্রাণ ও আমাদের পরিত্রাণের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে? পৌল বলেছেন, ঈশ্বর কোন কাজ ছাড়াই তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছেন; বিশ্বাসের দরুন তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসের ফলে অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এই একই ভিত্তির ফলে তাঁরা ও আমরা পরিত্রাণ লাভ করে থাকি। সুতরাং ২ তিমথীয়ের মত একই সত্য এই পদগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সময়ে, এবং যে সমস্ত সময় জুড়ে ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রকাশ করেছেন, মানুষেরা ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণের পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে পেরেছে। আপনি এই বিষয়ে আরও জানতে নতুন নিয়মের এই সব অংশগুলো পাঠ করতে পারেন: প্রেরিত্ ২৪:১৪-১৫; রোমীয় ৪:১০-২৫; ৮:১-৩; ১১:১৩-২৪; গালাতীয় ৩:৬-২৯; যিরমিয় ২:১৮-২৬।

শুধু কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায় পুরাতন নিয়ম এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে। এটি ঈশ্বরের সংগে গমনাগমন করতে আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। (দেখুন ২ তীম ৩:১৬-১৭; ১ করিন্থীয় ১০:৬, ১১)। এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক সত্য আছে যা আমাদের প্রতিদিন জীবন-যাপন করতে পরিচালিত করতে পারে।

৩. খ্রীষ্টই কেন্দ্র। নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে আরও অন্য কিছু বলে– এমন কিছু যা আমাদের সত্যি আশ্চর্য করে। কে পুরাতন নিয়মে প্রকাশিত হয়ছেন? পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা-ই শুধু প্রকাশ করে নি কিন্তু এর কেন্দ্রীয় বিষয় হল খ্রীষ্ট। অশব্য যদিও খ্রীষ্টের আসবার অনেক আগেই তা লেখা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে তখনও তাঁকেই প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা যখন পুরাতন নিয়ম পাঠ করি তখন খ্রীষ্টকে দেখতে পাই, যাঁকে নানা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক. নির্দিষ্ট কিছু বড় কাজের মধ্যে। এই বড় কাজের একটি হল এই বিশ্ব সৃষ্টি করা। অবশ্য

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

খ্রীষ্টের নাম আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় না সত্যি কিন্তু যোহন ১:১-৩; কলসীয় ১:১৬; এবং ইব্রীয় ১:২ পদের মধ্যে কি শক্তির কথা বলা হয়েছে? আমরা সঠিক ভাবে জানি না কিভাবে খ্রীষ্ট সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু বিষয়টি পরিস্কার: "সমস্তই তাঁর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল।" সুতরাং যখন আমরা পুরাতন নিয়মের সৃষ্টির বিষয়ে পাঠ করি, তখন সেখানে আমরা খ্রীষ্টকে দেখতে পাই।

এছাড়া আমরা খ্রীষ্টের অন্যান্য কাজও দেখতে পাই। যেমন, "তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে" (কলসীয় ১:১৭)। এই কাজকে বলা হয় যোগানদান এবং বিশ্বের সার্বিক বিষয় রক্ষা করার কাজ।

খ. প্রকৃত উপস্থিতির মধ্যে। একে বলা হয় theophanies, যার মানে হল "ঈশ্বরের উপস্থিতি।" পুরাতন নিয়মের সময়ে অনেক বার ঈশ্বর মানুষের আকৃতি নিয়ে দেখা দেন। পুরাতন নিয়মের এই সাক্ষ্য এই প্রস্তাব করে যে, যখন ঈশ্বর এভাবে দেখা দিতেন তখন তিনি প্রকৃত অর্থে খ্রীষ্ট ছিলেন। এর মানে এই নয় যে, খ্রীষ্ট তখন সত্যি মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের এই উপস্থিতি বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি মানুষের দেহ ধারণ করতেন বলে মনে করা হয়।

উদাহরণ হিসাবে আমরা আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায় দেখতে পারি। "সদাপ্রভুর দূত হাগারকে দেখতে পেলেন" (৭ পদ) এবং সেখানে তার ক্ষমতা খুবই পরিস্কার (১০ পদ)। হাগার বুঝতে পেরেছিলেন কে এই ব্যক্তি (১৩ পদ)। পুরাতন নিয়মের অনেক জায়গা থেকেই দেখা যায় যে, সদাপ্রভুর দূত একজন ঈশ্বরীয় সত্ত্বা কিন্তু সাধারণ দূত নন। (দেখুন আদিপুস্তক ২২:১১-১২; ৩১:১১-১৩)।

আমরা দেখতে পাই এই ব্যক্তি হলেন সদাপ্রভু, কিন্তু কেন আমরা চিন্তা করি যে, তিনি প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট? একটি কারণের জন্য: খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ। শাস্ত্রের অনেক অংশই তা আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। সুতরাং এই সত্য আমরা গ্রহণ করে থাকি যখন ঈশ্বর নিজে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের আকৃতি নিয়ে দেখা দেন তিনি প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট।

গ. ইস্রায়েলের জাতীয় মুক্তির মধ্যে। ঈশ্বরের শক্তির মহা সাক্ষ্য প্রকাশ হওয়ার পরে (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১২; ৭:৮; বিচারকতৃকগণ ৬:৮-১০; গীতসংহিতা ৮১:১০; যিরমিয় ২৩:৭) এটি ঈশ্বরের একটি শক্তিমান কাজ। ইস্রায়েল জাতি মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিল, তাদের মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে স্থায়ী আবাস হিসাবে প্রতিজ্ঞাত কনান দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে পৌল ১ করিন্থীয় ১০:১-১১ পদে মুক্তির আংশিক ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ সব ঘটনা আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয় কিভাবে ঈশ্বর তাদের সংগে ব্যবহার করেছেন (১১ পদ), কিন্তু এছাড়া পৌল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সেই সময়ে তাদের ইতিহাসে খ্রীষ্ট বর্তমান ছিলেন। (৪ পদ)। খ্রীষ্টের বিষয়ে এর গভীর অর্থ হল: আমরা তাঁকে মুক্তির কাজের মধ্যে দেখতে পাই, আমাদের পরিত্রাণ করার জন্য তিন যে কাজ করেছেন তা ছিল সেই কাজেরই একটি বিশাল ছবি।

ঘ. ব্যক্তিগত মুক্তির মধ্যে। সমস্ত পুরাতন নিয়মের সময় জুড়ে ঈশ্বর অনেক লোককে বিশ্বাস ও বাধ্যতার পথে আনার জন্য কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে সদাপ্রভুকে জানতে পেরেছেন। অব্রাহাম, দায়ূদ এবং আরও অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছেন (ইব্রীয় ১১ অধ্যায়)। তারা আত্মিকভাবে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন, এই রকম পরিত্রাণ মাত্র খ্রীষ্টের কাজের ফলেই আসে। যদিও তাদের কাছে ঐতিহাসিক পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি, তবুও পবিত্র শাস্ত্র বুঝবার জন্য তাদের মন খোলা ছিল এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে এবং কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন (লূক ২৪:৪৫-৪৭)। পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার নীতি ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন, উৎসর্গ ও তার অর্থ ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। যারা আত্মিক ভাবে আলোকিত ছিলেন তারা খ্রীষ্টের দিন দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন (যোহন ৮:৫৬)। কিভাবে ঈশ্বরের সংগে গমনা গমন করতে হয় তা তাঁরা শিক্ষা করেছিল (আদিপুস্তক ৫:২২; ৬:৯; ইয়োব ১৯:২৫)। ইব্রীয় ১১ অধ্যায় এটা পরিস্কার করে বলে যে, দুই নিয়মের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকা সত্বেও, পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা আর বর্তমান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা পবিত্র শাস্ত্র আরও আধ্যয়ন করতে করতে দুই নিয়মের মধ্যেকার সহভাগিতা আরও বেশী করে শিখতে পারি।

ঙ. আদর্শ বা নমুনার মধ্যে। আমরা ইতিমধ্যেই এই সব নমুনা বা আদর্শের অনেক কিছু দেখেছি যার মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্ট প্রকাশিত হয়েছেন (১৫ অধ্যায় দেখুন)।

চ. সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে। আমরা এই বিষয়টিও সংক্ষিপ্ত ভাবে ইতিমধ্যেই দেখেছি (দেখুন ১৯ অধ্যায়)।

সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেল, বিশেষ করে পুরাতন নিয়মের কেন্দ্রে রয়েছেন খ্রীষ্ট এবং তা তাঁর সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছে (যোহন ৫:৩৯)। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সাহাবীদেরও পবিত্র শাস্ত্র থেকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন (লূক ২৪:২৫-২৭) এবং তাদের অনুযোগ করেছেন কেন তাঁরা এখনও পবিত্র শাস্ত্র থেকে এই বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট যেসব জায়গায় প্রকাশিত হয়েছেন তা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু আমরা যা খুঁজে পাই তা আমাদের সব সময়ই নতুন নিয়ম থেকে পরীক্ষা করতে হবে কারণ নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়েই তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের একটি মৌলিক একতার বিষয়ে প্রথম তিনটি পয়েন্ট ইঙ্গিত দেয়। (১) পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম এই উভয়ই ঈশ্বর থেকে এসেছে, (২) এর মধ্য দিয়ে তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে (যা মূলত একটি পরিকল্পনা) এবং (৩) এই পরিকল্পনা খ্রীষ্ট কেন্দ্রীক। আমরা যেসব পবিত্র বাইবেলের অংশ বিশেষ দেখেছি তাতে এই কথা পরিস্কার ভাবে দেখতে পেয়েছি যে, পবিত্র বাইবেল পরিত্রাণের জন্য মাত্র একটি পথই দেখিয়ে দেয়, দুইটি বা

তিনটি নয়।

বৈসাদৃশ্য বিষয়সমূহ

যাহোক, এছাড়া নতুন নিয়ম এও ইঙ্গিত দেয় যে, পুরাতন নিয়মের কিছু কিছু প্রত্যাদেশ অবশ্যই নতুন নিয়মের প্রত্যাদেশের সংগে কিছুটা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে অনেক বিষয়ে এই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, যদিও সেই সব বৈসাদৃশ্য একই ধরনের নয়। এই সব বৈসাদৃশ্য কমপক্ষে তিন রকমের। প্রথমত, সমস্ত পুরাতন নিয়মের সময়ে প্রতিটি প্রত্যাদেশ যেভাবে দেওয়া হয়েছে আর নতুন নিয়মের সময়ে প্রতিটি প্রত্যাদেশ যেভাবে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলীয়দের যে ব্যবস্থা দেওয় হয়েছে আর নতুন নিয়মে বিশ্বাসীদের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তৃতীয়ত, সেখানে আরও একটি বৈসাদৃস্য এমন কি, একটি পরস্পর বিরোধিতা আছে, যদিও যিহূদীরা এই বিষয়ে ভুল বুঝেছে যে, পুরাতন ব্যবস্থায় কাজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায় আর নতুন নিয়মের প্রত্যাদেশ অনুসারে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত নয়। বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মানুষ ভুল বুঝেছে। এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পয়েন্ট দেখায় যে, পরিত্রাণের বা জীবনের ব্যাপারে ঈশ্বরের পরস্পর কোন বিরোধি অবস্থান নেই। সুতরাং যিহূদীদের ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তবে পবিত্র শাস্ত্রে যেখানে আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাই তখন আমাদের তা স্বীকার করা উচিত। (প্রেরিত্ ১৫:৭-১১; রোমীয় ৯:৩০–১০:১৩; এবং গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বলা হয়েছে।) আমরা প্রথম দুই ধরণের বৈসাদৃশ্য দেখব, যা সাধারণ ভাবে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের নিয়মের সময়ে শুরু হয়েছে।

১. পুরাতন ও নতুন যুগ

ইব্রীয় ৭:১৬, ২৪, ২৮; ৯:১০ পদে সময়ের ব্যাপারে একটি বৈসাদৃশ্যের একটি ইঙ্গিত দেয়। পুরাতন নিয়ম একটি সময়ের জন্য ছিল; আর নতুন নিয়ম চিরকালের জন্য। এখানে বৈসাদৃশ্যের বিষয় হল, একটি ক্ষণস্থায়ী এবং একটি চিরকালীন বা শেষ।

মার্ক ১:১৫; গালাতীয় ৪:৩-৪ পদ লক্ষ্য করুন। সময় এসে গেছে বা সময় পূর্ণ হয়েছে বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এখানে কি এটাই বুঝাচ্ছে না যে, সময়টা সম্পূর্ণ ছিল না বা তা ছিল প্রস্তুতির সময়? নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের সময়টাকে সেই ভাবেই দেখছে। যিহূদী লোকেরা এবং এই পৃথিবী অবশ্যই খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত হবে। এখানে বৈসাদৃশ্য হল, একটি প্রস্তুতির সময় ও অন্যটি পূর্ণতার সময়।

নতুন নিয়মের অনেক পদে বলা হয়েছে (যেমন, মথি ১:২২; ২:১৭-১৮; ৪:১৪-১৬; প্রেরিত্ ৩:১৮, ২১-২৪; ৮:৩২-৩৫; ১৩:২৭-২৯) যে, এটা পূর্ণ হল কারণ পুরাতন নিয়মে এই বিষয়ে

লেখা রয়েছ। এখানে বৈসাদৃশ্য হল, একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও একটি পূর্ণতার বিষয়।

আর একটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায় মথি ১০:৫-৬; ১৫:২৪; প্রেরিত্ ৩:২৬; ১০:৩৪-৩৫; ১৮:৫-৬ পদের মধ্যে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর প্রধানত কোন্ কোন্ জাতিকে নিয়ে কাজ করছিলেন? নতুন নিয়মের এই সব পদগুলো থেকে দেখা যায় যে, তিনি সমস্ত জাতি নিয়েই কাজ করেছেন। আমরা বলতে পারি, বৈসাদৃশ্য হল, একজতি ও সমস্ত জাতি বা মাত্র যিহূদী জাতি ও যিহূদী জাতির সংগে অযিহূদী জাতিও।

আমরা ইব্রীয় ৭:১৯; ৯:১৫; ১০:৪-৭; ১০, ১৪; ১১:৩৯-৪০ পদে আর একটি পরিস্কার বৈসাদৃশ্য দেখতে পাই। এই বৈসাদৃশ্য হল আংশিক বা অসমাপ্ত এবং পূর্ণ বা সমাপ্ত এর মধ্যে। পাপের ক্ষেত্রে এই সমাপ্ত বা অসমাপ্ত অবস্থার সরাসরি কোন রেফারেন্স নেই যদিও এখন পাপহীন সমাপ্ত অবস্থা আছে, বরং এটাকে বলা যায় ঈশ্বরের সময়ের পূর্ণতা।

২. পুরাতন ও নতুন চুক্তি বা নিয়ম

এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে মাত্র সময়ের সাধারণ যুগসমূহের ব্যবহার নিয়ে কাজ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহারও লক্ষ্য করেছি যেখানে পুরাতন চুক্তি ও নতুন চুক্তির বিষয়ে কথা বলা হয়েছে।

দেখুন ইব্রীয় ৮:৫; ৯:১০-১১; ১২:১৮-২৪। এখানে এই জাগতিক (বা বস্তুগত) বিষয় পুরাতন চুক্তির ও নতুন চুক্তির আত্মিক বিষয় সমূহের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এখানে অনেক জাগতিক বিষয় রয়েছে যা সামনের ও উপরের আত্মিক বাস্তবতার নির্দেশ করে। যাহোক, এই বৈসাদৃশ্য একেবারে খাঁটি বা এবসুলুট নয়। ইব্রীয় ১১:১০, ১৬ এবং অন্যান্য পদ সমূহে এই কথা দেখা যায় যে, পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদেরও আত্মিক ও স্বর্গীয় লক্ষ্য ও আশা ছিল।

উপরে যে বৈসাদৃশ্যটি আলোচনা করলাম তার চেয়ে এখন যে বৈসাদৃশ্যটি দেখতে যাচ্ছি তা যেন একেবারে বিপরীত, যা সত্যি আমাদের কৌতুহলী করে তোলে। দেখুন, ইব্রীয় ৮:২, ৫; ১০:১; কলসীয় ২:১৬-১৭ পদ। পুরাতন নিয়মের এই পৃথিবীর বস্তু বা জগতিক বস্তুকে বলা হয়ছে একটি ছায়া, বা একটি আসল জিনিষের বা সত্যিকার জিনিষের একটি নকল মাত্র। পরে স্বর্গে এবং এছাড়া নতুন চুক্তিতেও তা প্রকাশিত হবে। সাক্ষ্য-তাম্বু নির্মাণ করা হয়েছে এই উভয় বাস্তবতা দিয়ে অর্থৎ স্বর্গীয় বাস্তবতা ও আত্মিক বাস্তবতা দিয়ে যা আমরা এখন এই পৃথিবীতেই এর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি, যাকে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির স্থান বলে থাকি।

এটি সাধারণ ভাবে মোশির ব্যবস্থায় পর্ব সংক্রান্ত অংশ। এর মধ্যে তাদের প্রধান প্রধান বিষয় সমূহ হল– উৎসর্গ সংক্রান্ত নির্দেশ (লেবীয় ১-৮), পর্ব পালন করা (লেবীয় ২৩), সাক্ষ্য-তাম্বু নির্মাণ বিষয়ক (যাত্রা পুস্তক ২৫-২৮) এবং আচার-অনুষ্ঠান পালন করার বিষয় (যাত্রা পুস্তক ২৯-৩০)। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও সাধারণ আইন সমূহ (যেমন লেবীয় ১৩ অধ্যায়ে কুষ্ঠ রোগ

সংক্রান্ত ও লেবীয় ২৫ অধ্যায় ঋণ ও দাসত্ব সংক্রান্ত আইন)। কেন আমরা এই সব আইন পালন করছি না? কারণ আমরা নতুন নিয়মের নানা জায়গায় যেমন ইব্রীয় ৯:১১-১৪; ১০:১-১০ পাঠ করলে দেখতে পাই যে, এই সব আইন-কানুন ছিল একটি ছায়া সেই সব আত্মিক বাস্তবতার যা খ্রীষ্ট স্থাপন করেছেন এবং ঈশ্বর সেই সব ছায়া তুলে নিয়েছেন। এখন আমরা যা প্রকৃত তার অনুসরণ করছি। এটা হয়তো সিদ্ধান্ত নেওয়া সব সময় সহজ নয় পুরাতন নিয়মের কোন্ বিশেষ আইন-কানুন বা অংশ ছায়ামাত্র বা কোন্‌টির স্থায়ীত্ব চিরকালীন। কিন্তু আমরা যত ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে থাকব ততই ঈশ্বর আমাদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করবেন যেন আমরা সেই বিষয়টি বুঝতে পারি।

আমরা তৃতীয় একটি বৈসাদৃশ্য দেখতে পাই যিরমিয় ৩১:৩১, ৩৪; রোমীয় ৮:৩; এবং ইব্রীয় ৭:৮ পদে। এই বৈসাদৃশ্য হল দুর্বলতা ও শক্তি বা ক্ষমতার মধ্যে। এর মানে এই নয় যে, পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরে শক্তি দেখানো হয় নি। অন্য দিকে পবিত্র শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তা বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যে আইন-কানুন দিয়েছিলেন তাতে দুর্বলতা ছিল: মানুষ তা পালন করতে পারে নি। এই কারণটিই হল আইন-কানুন ও নতুন নিয়মের মধ্যেকার এই বৈসাদৃশের ভিত্তি, যখন ঈশ্বর তাঁর আইন-কানুন মানুষের হৃদয়ে লিখে দিয়েছেন যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা তা তারা রক্ষা করতে পারে।

পবিত্র বাইবেলের কোন কোন ছাত্ররা পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে আর এক রকমের বৈসাদৃশ্য দেখতে পায় আর তা হল পুরাতন চুক্তি হল আইন আর নতুন চুক্তি হল অনুগ্রহ। তারা এই বলে উপসংহার টানে যে, আমরা বিশ্বাসী হিসাবে দশ আজ্ঞার বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছু নেই কারণ দশ আজ্ঞা হল পুরাতন চুক্তির অংশ অর্থাৎ তার হৃদয়।

নিম্নলিখিত পদ বা অংশগুলো পাঠ করে এই ধরনের প্রশ্নকে আমরা কিভাবে মোকাবেল করব? মথি ১৫:৩-৭; ১৯:১৭-১৮; মার্ক ১০:১৯; লূক ৪:৮; ১১:২; রোমীয় ১:২৩; ২:২৪; ১৩:৯; ১ করিন্থীয় ৫:১১; ৮:৫-৬; ১০:১৪; ইফিষীয় ৪:২৫, ২৮; ৫:৩; ৬:১-৩; কলসীয় ৩:৫, ৯; ১ থিষলনীকীয় ১:৯; ১ তীমথিয় ৬:১; যাকোব ২:১০-১১; ৪:২; ১ যোহন ৫:২১; প্রকাশিত বাক্য ১৩:৬; ২২:৯।

এই পদগুলো দেখায় দশ আজ্ঞার মধ্যে নয়টি আজ্ঞাই নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে পত্রাবলির মধ্যে। সুতরাং এই আজ্ঞাগুলো নতুন চুক্তির অংশ, আমাদের জন্য সদাপ্রভুর আইন। ঈশ্বর আমাদের কাছে আশা করেন যেন আমরা তা পালন করি। চতুর্থ আজ্ঞাটি বলা হয় নি: "বিশ্রামবার পবিত্র বলে মান্য করো।" সেই প্রাথমিক মণ্ডলী কি বিশ্রামবার পালন করত? অবশ্য আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই যে তারা বিশ্রামবার পালন করত কি না, তবে তারা যে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিন তাদের উপাসনার জন্য ব্যবহার করত তার অনেক প্রমাণ আছে। (দেখুন, প্রেরিত্ ২০:৭; ১ করিন্থীয় ১৬:২)।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

সুতরাং, মোশির ব্যবস্থার মধ্যে যিহূদীদের জন্য দশ আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তবে এটা স্বীকার্য যে, এই মানদন্ড ঈশ্বরের লোকদের চিরকালের জন্যই দেওয়া হয়েছে। যদিও চতুর্থ আজ্ঞাটি একই আঙ্গিকে নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু একটি স্থায়ী নীতি আছে যা ''প্রভুর দিন'' হিসাবে পরিস্কার ভাবেই প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা পালন করে আসছে। আমরা স্মরণ করি, সপ্তম দিনকে সেই সৃষ্টির দিন থেকেই ঈশ্বর সম্মান দিয়ে আসছেন, তা আইন-কানুন দেবার অনেক আগে থেকেই। যদিও আমরা এখন অনুগ্রহে কালে চলছি, তবুও আমরা খ্রীষ্টের নিয়মের অধীনে চলছি (১করিন্থীয় ৯:২১), এবং ঈশ্বরের নৈতিক নিয়মের স্থায়ি নীতি হচ্ছে (দশ আজ্ঞা দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা আরও অনেক যুক্ত হয়েছে)। (দেখুন ২২ অধ্যায় ১ নং)।

লোকেরা হয়তো আর একটি বৈসাদৃশ্য পবিত্র বাইবেলের মধ্যে দেখে থাকবে। একে বলা হয়ে থাকে পুরাতন নিয়মের নৈতিকতা যার সংগে নতুন নিয়মের নৈতিকতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু পুরাতন নিয়মের লোকদেরই শুধু নয়, এমন কি, তারা নতুন নিয়মের সময়ের নৈতিকতার পরিমাপও করতে পারে নি। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা গেছে সদাপ্রভুও তাদের সেই সব কাজের জন্য বা আচরণের জন্য তাদের কোন অনুযোগ করেন নি।

প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মনে হয় যে, যেসব নিয়ম ঈশ্বর সেই সময় তাদের দিয়েছেন তা যেন নতুন নিয়মের আইনের চেয়ে নীচু। উদহারণস্বরূপ, ঈশ্বর আদেশ করেছেন যেন তারা অমালেকীয়দের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় (যাত্রা পুস্তক ১৭:৮-১৬)। অন্যান্য জাতিদেরও তাদের ধ্বংস করে দিতে বলা হয়েছে (যাত্রা পুস্তক ৩৪:১২-১৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ৭:১-৫)। ইস্রায়েলকে প্যালেষ্টাইনীদের সংগে কোন রকম চুক্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু তাদের হত্যা করতে ও দেশ থেকে বের করে দিতে বলা হয়েছে (যাত্রা পুস্তক ২৩:২৩-৩৩)। কোন কোন ক্ষেত্রে ঈশ্বর সাধারণভাবেই তাদের আদেশ করেছেন অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদের ও তাদের শিশু সন্তানদের হত্যা করতে (দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১৬-১৮)। এটা দেখা যায় যে, ইস্রায়েলীদের ছাড়া ঈশ্বর অন্যান জাতিদের সংগে খুবই কর্কশ ব্যবহার করেছেন; তাঁর সৃষ্ট এই পৃথিবীর জন্য তাঁর প্রেম ও করুণার প্রত্যাদেশের সংগে মনে হয় এ যেন কোন ভাবেই মিলে না। কিভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব?

প্রথমত, আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, যেসব জাতিদের ধ্বংস করতে বলা হয়েছে তারা ছিল নৈতিক ভাবে দুর্নিতিগ্রস্থ; তাদের অবশ্য কোন পবিত্রতা ও সত্যিকার উপাসনা বলতে কিছু ছিল না। ঈশ্বর এই কারণে একটি জাতিকে পবিত্র করার জন্য তার খোঁজ করেন নি যে, তিনি তার লোকদের অন্যদের চেয়ে ভালবেসেছেন বা এটি যে খুব বড় জাতি ছিল বা এই জাতির লোকেরা অন্যদের চেয়ে মূল্যবান ছিল তাও নয় (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৭)। প্রকৃতপক্ষে, ইস্রায়েলীয়দেরও কোন নৈতিকতার মানদন্ড ছিল না যতক্ষণ না ঈশ্বর তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু তিনি এই একটি জাতিকে বেছে নিয়েছেন যেন সেই জাতি ধার্মিক হয় তাই তাকে চারপাশের মন্দতা থেকে অবশ্যই আলাদা করে রাখতে হবে।

এছাড়াও, ঈশ্বর অন্য জাতিদের সংগে অনেক কাল ধরে ধৈর্যশীল ব্যবহার করেছেন। কেনান দেশে যাত্রা পুস্তক করার অনেক আগেই ঈশ্বর বলেছেন, "অমরীয়দের পাপ এখনও পূর্ণ হয় নি" (আদিপুস্তক ১৫:১৬), এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি জাতি পাপে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গেলে পর সে আর মন্দতা থেকে মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে চায় না। ঈশ্বর সেই পর্যন্ত তাদের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। যখন তারা সীমার বাইরে চলে আসে তখনই ঈশ্বরের বিচার তাদের উপর নেমে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন যেন তারা যুদ্ধ ও হত্যার মধ্য দিয়ে শাস্তি দিতে পারেন। এটা ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রয়োজন ছিল যদি ইস্রায়েলীয়রা তাদের ধ্বংস না করে তবে তারা ইস্রায়েলীয়দের মন্দতার মধ্যে নিয়ে যাবে। গণনা ২৫:১-২; ৩১:১-২০; এবং বিচারকর্তৃকগণ ২:১ -৪ পদ পরিস্কার ভাবেই আমাদের দেখিয়ে দেয় তা সত্যি ঘটেছিল। যেহেতু ইস্রায়েলীয়রা এই সব জাতিদের ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই সেই সব জাতিদের দ্বারা তারা মন্দতায় নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিল।

এটা কি ইস্রায়েলরা তাদের শক্রদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছিল নাকি ঈশ্বর তার ভাল খেলাটি খেলছিলেন। তাঁর কাজ ছিল সার্জিক্যাল অপারেশনের মত যেকোন ক্ষত কেটে বাদ দেওয়ার দরকার ছিল বা সমাজ থেকে কোন রোগগ্রস্ত অংশকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল। (দেখুন ১৮ অধ্যায় ৩ নং অংশ যেখানে অভিশাপপূর্ণ গীতসংহিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

আর একটি ধাঁধার বিষয় হল ঈশ্বর বহু বিবাহ ও সহজেই তালাক দেওয়ার বিষয়টি পুরাতন নিয়মে অনুমোদন করেছেন কিন্তু নতুন নিয়মে তা অনুমোদিত হয় নি। অব্রাহাম ও দায়ূদের মত আত্মিক নেতাদের একের অধিক স্ত্রী ছিল (কোন কোন জনের অনেক অনেক স্ত্রী ছিল) কিন্তু তবুও মনে হয় যেন এই ব্যাপারে তাদের কোন অনুভূতি ছিল না যে, এটি ভুল এবং সদাপ্রভুও এই ব্যাপারে তাদের কোন অনুযোগ করেন নি। ঈশ্বর তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন তাদের স্ত্রীদের একটি সাধারণ ত্যাগপত্র লিখে দিয়ে তাদের ত্যাগ করত (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১-৪)।

এই সমস্ত বড় বড় সমস্যর কোন সাধারণ উত্তর নেই কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে বুঝতে মথি ১৯:৩-৯ পদ একটু আলো প্রদান করে। এখানে খ্রীষ্ট ব্যাখ্যা করে বলেছেন কেন ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে স্ত্রীত্যাগ করা অনুমোদন করেছেন। খ্রীষ্ট কি এই কথা বলেছেন যে, স্ত্রী ত্যাগ করা ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য ছিল? না। তবে সেই আসল উদ্দেশ্য কিভাবে নতুন নিয়মের সংগে তুলনা করা যাবে? তিনি আমাদের এই ব্যাপারে কোন উত্তর দিয়ে যান নি, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের একের অধিক পরিকল্পনা ছিল। বরং সেই আদিপুস্তক থেকেই এক বিয়ের ব্যাপারে তাঁর একটি সঠিক মানদন্ড ছিল, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী।

তবে কেন ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে কম নৈতিক মান সম্পন্ন জীবন যাপন সহ্য করেছেন? খ্রীষ্ট বলেছেন, "আপনাদের অন্তরের কঠিনতার জন্যই।" এর মানে হল এই যে, সেই সময়কার

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

লোকেরা উচ্চতর মান সম্পন্ন জীবন যাপন করতে সক্ষম ছিল না। তারা সেই সময়ে জীবনের ও উপাসনার আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা করছিল, সেজন্য ঈশ্বর তাদের কাছে এর চেয়ে আরও বেশী কিছু দাবী করেন নি। তিনি শিশুদের মতই ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর মানদন্ড প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু তিনি কিছু সময়ের জন্য তা করতে দিয়েছিলেন, কারণ তখনও তারা উচ্চ মানদন্ডের বা তাঁর মান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে নি।

পুরাতন নিয়মের সময়ে নৈতিক মানদন্ডের ও অবস্থার আরও অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে যা ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণ ভাবে ইতিমধ্যেই আমরা সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তার আলোকে এই সব বিষয় বুঝা যেতে পারে। সংক্ষেপে, আমরা নির্দিষ্ট কিছু নীতি মনে রাখতে পারি যখন আমরা নতুন নিয়মের সংগে পুরাতন নিয়মের নৈতিকতার বিষয় সমূহ তুলনা করি।

ক. ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা মানুষের কাছে বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ করেছেন। প্রথম যুগে তিনি তাঁর নৈতিক মানদন্ড পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেন নি যেমন তিনি খ্রীষ্টের ও তার প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে শেষ সময়ে পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। (দেখুন মথি ৫:২৭-২৮ এবং ইব্রীয় ১:১-২)।

খ. অনেক ক্ষেত্রেই পুরাতন নিয়মের মনিষীরা যা করেছেন তা যে ঈশ্বর তাদের করতে বলেছেন তা নয়। এখনও যেমন আমরা করি তেমনি তারা কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা থেকে সরে গিয়েছিলেন। (দেখুন ১ রাজাবলি ১০:২৩, ২৬; ১১:১-৩, এর সংগে দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৬-১৭)।

গ. ঈশ্বর এক সময়ে লোকদের কোন কাজ সহ্য করেছেন কিন্তু তিনি তা অনুমোদন করেন নি। অন্য কথায়, পুরাতন নিয়মের সময়ে লোকেরা এমন অনেক কাজ করেছেন যা তিনি মেনে নিয়েছেন কিন্তু তিনি তা কখনও করতে বলেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে তা অনুমোদন করেন নি তাও লেখা হয়েছে। (দেখুন মথি ১৯:৩-৯)।

ঘ. পুরাতন নিয়মে কোন কোন সময় আক্রমনাত্বক বা প্রচণ্ড কথাবার্তা বাক্যালঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে– আর এ রকম ক্ষেত্রে কবিতার মধ্যে তা প্রায়ই তাদের গভীর অনুভূতি প্রকাশ এবং ঈশ্বরের সম্মান ও সত্য রক্ষা করার বিষেয়ে তাদের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন– এসব বিষয়গুলো আক্ষরিক ভাবে ব্যখ্যা করা উচিত নয় (দেখুন গীতসংহিতা ৫৮:৬)।

দুই নিয়মের মধ্যে সর্ম্পকের বিষয়ে সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা কিভাবে পুরাতন নিয়মের মূল্যায়ন করব তা নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয়। আমরা তা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মধ্যে দেখতে পাই নতুন নিয়ম আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য। এর মধ্যে আমরা পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখতে পাই। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি তাদের নতুন করে গড়ে তোলেন যেন তারা খ্রীষ্টের মত হতে পারে। এই কারণেই নানা ভাবে পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেছে এবং তাঁর আসবার পথ

প্রস্তুত করেছে। এই একতা পুরাতন নিয়মের অনেক অংশ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।

অবশ্য এর মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এই দুই নিয়ম এভাবে একসংগে মিশিয়ে ফেলা আমাদের ঠিক হবে না যে, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নতুন নিয়ম আমাদের সাহায্য করে যেসব বৈসাদৃশ্য আছে তা স্বীকার করতে। সেজন্য আমাদের পুরাতন নিয়মে খোঁজ করতে হবে কোনটি অস্থায়ী নীতি ও স্থায়ী নীতি। ঈশ্বরের সংগে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোকে তা আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে যেন তাঁর অনুগ্রহে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি।

চার.

ব্যক্তিগত আবেদন

২২

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দেওয়া

আমরা পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন ও পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করার জন্য ইতিমধ্যেই সাধারণ নীতি ও নির্দিষ্ট নীতি, এই উভয়ই নীতিসমূহই দেখেছি। আমি আশা রাখি আন্তরিকভাবে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করতে এখন আপনি রাজি হবেন। আপনি শুরু করার আগে এই বইয়ের ৬ অধ্যায় আবার পাঠ করলে আপনার পক্ষে ভাল হবে, এবং সেখানে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে তা সতর্কতার সংগে নোট করুন।

প্রকৃত পক্ষে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে, আমাদের সর্তকতার সংগে এই কথা চিন্তা করা প্রয়োজন, ঈশ্বরের বাক্য জানার আমাদের লক্ষ্য কি। ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র বাক্য আমাদের দিয়েছেন? ঈশ্বরের বাক্য নিজেই আমাদের বলে: যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি ও তাঁর গৌরবের জন্য জীবন যাপন করি। আপনার পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার শেষ ফল হল ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবন যাপন করা।

একজন ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব ও টেকনিক্যাল দিকে শিক্ষা লাভ করে পবিত্র পবিত্র বাইবেলের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারে। কিন্তু আসলে এই বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে যেভাবে গড়ে তুলতে চান ঈশ্বরের এই দাবীর প্রতি যে ব্যক্তি সারা দেয় সে-ই ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত জ্ঞান আহরোণ করতে পারে। পবিত্র পবিত্র বাইবেলের একটি আত্মিক আকৃতি আছে যা তার পাঠক সেটা লাভ করতে পারে মাত্র যখন ঈশ্বরের বাক্য যা বলে তাতে সে সাড়া দান করে। এটা মাত্র পবিত্র বাইবেলের বাক্য, শব্দ ও ভাষা নিরিক্ষণ করার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় না।

এর উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ১২:১ পদের অর্থ কি? আমরা এটি নিরিক্ষণ করতে পারি এবং তাহলে শব্দটির অর্থ খোঁজ করতে গিয়ে এর আগের এগারো অধ্যায়ে পাঠ করে আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে কথা বলা হয়েছে সেই কথা বুঝতে পারি। ঐ সব অধ্যায়গুলোতে পৌলের আবেদনের পটভূমি দান করে। আমরা উৎসর্গ ও জীবন্ত শব্দ দুটো অধ্যয়ন করতে পারি এবং সেগুলোকে পুরাতন নিয়মের সংগে সংযোগ সাধন করতে পারি যা

উৎসর্গ মধ্য দিয়ে মৃত্যু বরণ করত। আমরা এই আবিস্কার করতে পারি যে, উৎসর্গ হল এমন জিনিষ যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হয়ে থাকে এবং আমরা তা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, আমাদেরকে মৃত্যু বরণ না করে নিবেদিত জীবন যাপন করতে হবে সেই উৎসর্গকে প্রকাশ করার জন্য। যে ভাষা সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে আমরা অন্যান্য অর্থও দেখতে পাই। কিন্তু যদি এসব আমরা মাত্র তত্ত্বগত ভাবে ব্যবহার করি, তবে সত্যি আমরা এই অংশ থেকে কিছুই বুঝতে পারব নাই। মাত্র যখন আমরা এসব অর্থ খুঁজে পাই ও প্রভুর কাছে হাঁটু গাড়ি এবং সত্যিকার অর্থেই আমরা আমাদের দেহ সমর্পণ করি– আমাদের নিজেদের সত্ত্বা তাঁর হাতে তুলে দিই তখনই আমরা রোমীয় ১২:১ পদে কি বলা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারি।

পবিত্র বাইবেলের তত্ত্বগত জ্ঞান লাভ করার মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা "লিখিত আইন" সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি যা মৃত্যু আনে (রোমীয় ২:২৯; ২ করিন্থীয় ৩:৬)। পবিত্র বাইবেলের আত্মিক ও নৈতিক সত্য শিক্ষা করে যদি আমরা আত্মিক বা নৈতিক চ্যালেঞ্জ না নিই তবে আমাদের হৃদয় আরও শক্ত থেকে শক্ত হয়ে উঠে। যেহেতু পবিত্র বাইবেলের সত্য সব সময়েই আমাদেরকে আত্মিক চ্যালেঞ্জ নিতে অনুপ্রাণীত করে, তাই মানবীয় জ্ঞানের অন্য শাখাকে যেভাবে আমরা অধ্যয়ন করি ও ব্যবহার করি পবিত্র বাইবেলকে সেই হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

এছাড়াও, পবিত্র বাইবেলের দাবী হল ক্ষমতাপন্ন তা আমাদের জন্য কোন ঐচ্ছিক নয়। ঈশ্বর শুধু মাত্র আমাদের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখেন নি। তিনি আমাদের কাছে মাত্র আবেদন করেন নি এই বলে যে, "দয়া করে, আপনি কি এসব করবেন না?" আমাদের কাছে একটাই অপশন আছে হয় আমরা এটা পালন করব না হয় করব না। আর বাধ্যতাই হল পবিত্র বাইবেলের জ্ঞানের চাবি।

ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়া

পবিত্র বাইবেলের সমস্ত আহ্বানই আদেশ হিসাবে দেওয়া হয় নি। তাই এটা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে, পবিত্র বাইবেলের সঠিক আবেদন হল যা ঈশ্বর সরাসরি করতে বা পালন করতে আদেশ করেছেন। একটি আহ্বান একটি সাড়া দাবী করে যা বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য বিভিন্ন ভাবে অবশ্যই আমাদের সাড়া দিতে হবে। ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলে যেসব আহ্বান জানিয়েছেন ও কথা বলেছেন আমরা কিভাবে তাতে সাড়া দিতে পারি আসুন সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করি:

১ ঈশ্বরের আদেশ ও নিষেধগুলো মান্য করার মধ্য দিয়ে: ঈশ্বর আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে ও কিছু কিছু কাজ না করতে আদেশ করেছেন।

তাঁর কোন কোন আদেশ দেওয়া হয়েছে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা কোন দলকে সেই সময়কার অবস্থার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিক পঞ্চাশত্তমীর পূর্বে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সাহাবীদের বললেন, "উপর থেকে শক্তি পরিহিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা শহরেই থাক" (লূক ২৪:৪৯)। তিনি ইতিহাসের এক বিশেষ সন্দিক্ষণে একদল লোককে এই আদেশ করেছিলেন। বা যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সময়ে তিনি এক ধনী যুবককে আদেশ করেছিলেন, "যাও, তোমার সব ধন সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও, পরে এসে আমার শিষ্য হও" (মথি ১৯:২১)। শাস্ত্রের প্রসংগ আমাদের বলে যে, এই ধন ছিল তাঁর কাছে একটি প্রতিমার মত যা তাকে যীশু খ্রীষ্টের পিছনে চলা থেকে বাধা দিয়ে রাখছিল। সেই কারণে যীশু খ্রীষ্ট তাকে এই কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি সবাইকেই সেই একই কথা বলেন নি। (তুলনা করুন লূক ১৯:৮-৯)। আবারও, যীশু খ্রীষ্ট একটি লোককে সুস্থ করেছিলেন এবং সেই লোক যীশু খ্রীষ্টের সংগে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু তার জন্য যীশু খ্রীষ্টের অন্য কাজ ছিল। সেজন্য যীশু খ্রীষ্ট তাকে নির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন: "তুমি তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও, এবং ঈশ্বর তোমার জন্য কি করেছেন তা ঘোষণা কর" (লূক ৮:৩৯)।

যে আদেশ বা আদেশগুলো যীশু খ্রীষ্ট পালন করতে বলেছেন সেই বিশেষ আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করা যেতে পারে। কিন্তু সেই আদেশের ভিত্তির উপর নিহিত রয়েছে একটি নীতি। উদাহরণস্বরূপ, যীশু খ্রীষ্ট এক ধনী যুবককে তার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিক্রি করতে বলেছিলেন কারণ তা ছিল একটি বাঁধা। এখনে নীতিটি হতে পারে যে, আমাদের জীবনের যা কিছু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তা ত্যাগ করা। ঈশ্বর তা আমাদের সকলের কাছেই বলেন। কিভাবে আমরা তা ব্যবহার করব? আমরা তা পালন করতে চেষ্টা করব।

পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য আদেশগুলো আরও সাধারণ, যেমন, "শেষে বলি আমার ভাইয়েরা প্রভুতে আনন্দ কর" (ফিলিপীয় ৩:১)। এছাড়া, ১ করিন্থীয় ১০:৩১, "সেজন্য তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর আর যা-ই কর, সব কিছু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কোরো।" হিতোপদেশ ২৭:১ "আগামী কালের বিষয় নিয়ে বড়াই কোরো না, কারণ কোন্ দিন কি হবে তা তুমি জান না।" এই রকম শত শত আদেশ আছে। আমাদের অবশ্যই এই সব আদেশ খুঁজে বের করতে হবে যেন এর সত্যিকারের অর্থ পাওয়া যায় ও তা মান্য করা যায়।

অনেক অংশ (যেমন, যোহন ১৪:১৫; রোমীয় ৮:৪; ১ যোহন ২:৩; ৫:৩) আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, খ্রীষ্টের আদেশ পালন করা আমাদের দায়িত্ব, এই রকম বাধ্যতা প্রকাশ করা দেখিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁকে ভালবাসি। ঈশ্বরের ধার্মিকতার আইন অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে। পৌলও এই প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিয়েছেন (১ করিন্থীয় ৯)। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি দেখান যে, তিনি সব মানুষের মধ্যেই সব কিছুর খোঁজ করেন, যারা আইন-কানুন ছাড়াই চলে তাদের কাছে তিনি তাদের সংগে তার সম্পর্কের কথা বলেন। আবার যারা মোশির ব্যবস্থার বাইরে আছে তাদের জয় করবার জন্য তিনি মোশির ব্যবস্থার বাইরে থাকা লোকের মত

হয়েছেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তিনি ঈশ্বরের দেওয়া মোশির ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন; বরং তিনি বলেছেন, “আমি তো খ্রীষ্টের আইনের অধীনেই আছি” (২১ পদ)। তিনি এটা বুঝাতে চান নি যে, তিনি ঈশ্বরের আদেশ থেকে একেবারে মুক্ত।

সুতরাং আমাদের উপর ঈশ্বরের আইন-কানুন আছে। যখন আমরা পুরাতন নিয়মের আইন-কানুন অধ্যয়ন করি, তখন আমরা অবশ্যই দেখি সেখানে কিছু বিষয় মাত্র একটি সময়ের জন্য আবার কিছু আছে যা সব সময়ের জন্য। এমন কি নতুন নিয়মেও এমন অনেক আদেশ আছে যা মাত্র আক্ষরিক ভাবে সেই সময়ের কিছু সংস্কৃতিক অবস্থার জন্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে যে নীতি বের হয়ে আসে তা চিরকালীন। দেখুন যোহন ১৩:১৪-১৫ আয়াত, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সাহাবীদের পা ধুইয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যেন তিনি যা করলেন তারা যেন তাই করে। কোন কোন পবিত্র বাইবেলের ছাত্ররা স্ত্রীলোকদের মাথা ঢাকা ও চুলের ব্যাপারে যে নির্দেশ আছে সেই বিষয়েও কথা বলেন (১ করিন্থীয় ১১:২-১৬) এবং স্ত্রীদের মণ্ডলীতে চুপ থাকার বিষয়টি (১ করিন্থীয় ১৪:৩৩-৩৫) একই রকম বিষয়। (এছাড়াও দেখুন, ১ থিষলনীকীয় ৫:২৬)। এই সব বিষয় অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে, কিন্তু আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, যখন আমরা নির্দিষ্ট আদেশটি বুঝতে পারি, তা ঈশ্বর আমাদের বলছেন যেন তা আমরা বুঝতে পারি তখন আমাদের কৃতজ্ঞ চিত্তে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই তা পালন করা উচিত।

২. তাঁর প্রতিজ্ঞা দাবী করা ও তাঁর ভয়কে পরিহার করার দ্বারা। ঈশ্বর তাঁর কালামে কোন কোন সময়ে এই কথা বলেছেন যে, তিনি আমাদের প্রতি মঙ্গল করবেন বা আশীর্বাদ দান করবেন বা তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আমাদের শাস্তি দিবেন। এই রকম যেসব বিষয় আছে তার প্রতি আমরা কিভাবে সাড়া দেব?

প্রথমত, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে ও জানতে হবে যে, পবিত্র বাইবেলে অনেক রকমের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির কথা আছে। কোন কোন প্রতিজ্ঞা আছে যা শর্তহীন, যেখানে ঈশ্বর বলেছেন তিনি আমাদের মঙ্গল করবেন তা লোকেরা যেরকমই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ৯:১১ পদে ঈশ্বর বলেছেন, তিনি আর কখনও বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন না। তিনি বলেন নি যে, তা মানুষের ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে; এটি ঈশ্বরের একটি শর্তহীন প্রতিজ্ঞা। আমরা এই প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ করতে পারি ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি। আমরা অধ্যয়ন করতে করতে এই রকম আরও অনেক শর্তহীন প্রতিজ্ঞার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি। এছাড়া আমরা এও দেখি যে, কোন কোন প্রতিজ্ঞায় হয়তো শর্ত দেওয়া আছে কিন্তু তা পরিস্কার ভাবে দেখা যায় না। (দেখুন, আদিপুস্তক ১৫:১৪-১৬; যিরমিয় ২৩:৫)।

কিন্তু পবিত্র বাইবেলের বেশীরভাগ প্রতিজ্ঞাই শর্তযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বলেছেন, যদি লোকেরা এই এই সব করে ও এই এই সব না করে তবে তিনি তাদের আশীর্বাদ দান করবেন।

এই সব শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞাগুলো নানা ভাবে দেওয়া হয়েছে। কোন কোনটি খুবই পরিস্কার,

খোলাখুলিই শর্তযুক্ত, এবং এই সব প্রতিজ্ঞাগুলোর পূর্বে যদি তোমরা বা যদি তুমি কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছে যেন তা কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে আমরা এই শর্তগুলোর ব্যাপারে কোন ভুল করতে পারি না। (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:২-৩; রোমীয় ১০:৯; প্রকাশিত বাক্য ২:৭)। কোন কোন প্রতিজ্ঞার শর্তগুলো সরাসরি বলা হয় নি যেমন, ১ শমূয়েল ২:৩০, “যারা আমাকে সম্মান করে আমি তাদের সম্মান করব”। এটা নিশ্চিত যে, এটা এরকম কথাই, “যদি লোকেরা আমাকে সম্মান করে আমিও তাদের সম্মান করব” যা প্রকৃতপক্ষে শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞা। অন্য কোন কোন প্রতিজ্ঞার বেলায় দেখা যায় যে, যে বাক্যের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেই বাক্যের মধ্যে শর্তের কথা উল্লেখ নেই কিন্তু এর প্রসংগের মধ্যে বা অন্য কোন স্থানে সেই শর্তের কথা লেখা আছে। যিরমিয় ৩১:৩৪ পদের আশেপাশে এমন একটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে যার শর্তের অধীনে ঈশ্বর তাঁর লোকদের পাপ ক্ষমা করবেন। (তুলনা করুন যাত্রা পুস্তক ২৩:২৫ পদের সংগে)। যিশাইয় ৫৮ অধ্যায়টি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে ঈশ্বর অনেক সুন্দর সুন্দর প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন যা নির্দিষ্ট শর্তের উপর নির্ভর করে, যে শর্তগুলো এর প্রসংগের মধ্যে দেখা যায়।

যদি প্রতিজ্ঞাসকল শর্তযুক্ত হয়, তবে আমাদের তা দাবী করা উচিত নয় যদি না আমরা সেই সকল শর্ত পূর্ণ করি। প্রতিজ্ঞাগুলো সঠিকভাবে অধ্যয়ন ও তা গ্রহণ করার পরে তা পালন করার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে আমরা সেই সব প্রতিজ্ঞায় আনন্দ করতে পারি।

পবিত্র বাইবেলে আমরা সরাসরি ও সরাসরি নয় এমন অনেক প্রতিজ্ঞা দেখতে পাই। সরাসরি যেসব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা বেশ পরিস্কার ভাবেই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন, “আমি তোমাকে শক্তি দেব” (যিশাইয় ৪১:১০)। যেসব প্রতিজ্ঞা সরাসরি দেওয়া হয় নি তা সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। এমন একটি প্রতিজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায় ইব্রীয় ১০:৩৪: “তোমাদের জিনিসপত্র লুট হয়ে যাওয়া তোমরা আনন্দের সংগেই মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে যে, আরও ভাল ও স্থায়ী ধন তোমাদের জন্য রয়েছে।” কোন কোন ছাত্র এটিকে একটি প্রতিজ্ঞা বলার চেয়ে বিশ্বাসের একটি বক্তব্য বলে থাকে, যেহেতু এটি আমরা কি পাব এর চেয়ে আমাদের কি আছে তা বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এটিতে এই পৃথিবীর ধনের বিপরীতে স্বর্গীয় ধনের কথা বলা হয়েছে আর যেহেতু এখনও পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে সেই স্বর্গীয় ধন উপভোগ করতে পারছি না কিন্তু ভবিষ্যতে করব, তাই এটিকে আমরা একটি প্রতিজ্ঞা বলতে পারি যা সরাসরি প্রকাশ করা হয় নি।

সরাসরি প্রতিজ্ঞা বা সরাসরি বলা হয় নি এমন সব প্রতিজ্ঞা সমূহ বুঝতে হলে সতর্কতার সংগেই আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে এবং প্রার্থনাপূর্বক তা বিশ্বাস করতে হবে ও দাবী করতে হবে।

ভীতি প্রদর্শন হল শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘোষণা। মানুষ যা করে অর্থাৎ সে যেসব পাপ করে তার জন্যই তিনি তার শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেজন্য সমস্ত ভীতি প্রদর্শন হল

শর্তযুক্ত। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে ও আশীর্বাদের একটি ছোট্ট তালিকা দেবার পর একটি অভিশাপের একটি ভীষণ তালিকা দেওয়া হয়েছে। আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাধ্য হও এই কথা দিয়ে এবং অভিশাপের কথা শুরু হয়েছে এই কথা বলে কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথায় কান না দাও।

আমরা ঈশ্বরের এই ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টির খোঁজ করতে পারি এবং এর সঠিক অর্থ বুঝবার জন্য উভয়ই ভীতি প্রদর্শন ও এর শর্ত এবং সেই সব শর্ত পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের শাস্তি থকে রেহাই পেতে পারি।

৩. ভাল-মন্দের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে: পবিত্র শাস্ত্রে ধার্মিকতার, বিশ্বাসের, এবং অন্যান্য গুণ সম্পন্ন অনেক লোকের উদাহরণ আছে এবং সংগে সংগে অনেক পাপ ও সন্দেহেরও অনেক উদাহরণ আছে। এগুলো প্রধানত পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের বর্ণনামূলক অংশের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশ, যেমন পৌলের চিঠিগুলোতেও এরকম অংশ পাওয়া যায়। পবিত্র বাইবেলের এই সব চরিত্রগুলো তাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা অনেক কিছুই শিক্ষা করতে পারি। গীতসংহিতার লেখক ও ভাববাদীরা তাদের স্বাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন এবং একই ভাবে পৌল ও পিতর তাদের চিঠিতে অনেক স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। (দেখুন গীতসংহিতা ৪৪:৫-৬; ফিলিপীয় ১:২১)।

কোন কোন সময় পবিত্র বাইবেলের চরিত্রগুলোর কাজ ও কথা ব্যাখ্যা করা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, মানে, সেই সব উদাহরণগুলো ভাল কি মন্দ তা নির্ণয় করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। পৌল ও বার্নাবাসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল মার্ককে তাদের সংগে নেবে কি না এই বিষয়ে তারা দুজনেই কি ঠিক বা দুই জনেই কি ভুল তা নির্ণয় করা একটা কঠিন বিষয়, তা নয় কি? প্রেরিত্ ১৬:৩ পদে বা ২১:২৬ পদে পৌলের কাজ কি রকম? কোন কোন ছাত্র অভিশাপমূলক গীতসংহিতার বেলায়ও সেই একই রকম প্রশ্ন তোলেন। দেখুন এই বইয়ের ১৮ অধ্যায়)। এই সব অংশগুলো ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয় এবং এজন্য সতর্ক প্রার্থনাপূর্বক অধ্যয়ন প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি উদাহরণ অবশ্যই আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, সেখানে যে নীতি রয়েছে তা দেখ প্রয়োজন, এবং সেই সব নীতিসমূহ আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ রোমীয় ২: ১৭-২৫ পদ দেখুন। ২৫ পদে সে সব যিহূদীদের কথা বলা হয়েছে যারা খৎনা করে ও তাতে বিশ্বাস করে যখন তাদের আইন-কানুন রয়েছে কিন্তু তা সঠিক ভাবে পালন করে না। এখানে যে নীতি দেখা যায় তা হল: আপনার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আছে যেখানে নানা রকম আইন-কানুন ও আদেশ রয়েছে, কিন্তু যদি আপনি সদাপ্রভুকেই মান্য না করেন তবে এই সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতির কোন মূল্যই নেই। আমাদের কাছেও ঈশ্বরের বাক্য আছে, এবং আমাদেরও ধর্মীয় রীতিনীতি আছে, যেমন বাপ্তিস্ম, প্রভুর ভোজ। প্রভুর ভোজ পালন করার মধ্যে কি কোন আত্মিক মূল্য আছে? অবশ্যই আছে যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য পালন করি,

অন্যথায় এর কোন মূল্য নেই।

সুতরাং পবিত্র বাইবেলের উদাহরণ সমূহ বিশেষ করে পুরাতন নিয়মে যেসব উদাহরণ আছে (১ করিন্থীয় ১০:৬, ১১), তা আমাদেরই জন্য। আমাদের অবশ্যই সেখানকার আত্মিক নীতিগুলো বুঝতে হবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুযায়ী সেগুলো পালন করতে হবে।

৪. ঈশ্বরের সত্য বাক্য বিশ্বাস করার মাধ্যমে: পবিত্র বাইবেলের অনেক অংশে সরাসরি কোন আবেদন, আদেশ বা চ্যালেঞ্জ নেই কিন্তু মাত্র কোন সত্যকে সেখানে নিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে। সাধারণ সেখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রয়েছে যার সংগে যুক্ত রয়েছে কোন আদেশ, আবেদন যা মানুষের পালন করা উচিত। যোহন ৪:২৪ পদে এই কথা লেখা আছে, "ঈশ্বর আত্মা; যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মায় ও সত্যে তাদের সেই উপাসনা করতে হবে।" (এছাড়া দেখুন, যাত্রা পুস্তক ১৯:৪-৬; গীতসংহিতা ৯:৭-১০;৮১)। কোন কোন পদে মাত্র কোন সত্য বর্ণনা করা আছে সেখানে কোন আবেদন নেই। (দেখুন, যাত্রা পুস্তক ৩৪:৬-৭; গীতসংহিতা ৮:১; ২৪:১-২)। হয়তো এর আগে বা পরে কোন আবেদন বা আদেশ রয়েছে কিন্তু সরাসরি তার সংগে কোন যোগাযোগ নেই। (দেখুন, গীতসংহিতা ১৯:১-৬; ৯৭:১-৬)। প্রায়ই কোন সত্য বক্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর তার লোকদের জন্য বা সাধারণ ভাবে মানুষের জন্য কি করেছেন তা আমাদের কাছে প্রকাশ করে। (দেখুন গীতসংহিতা ৪৪:২-৩; ৭৮)।

সত্য সম্পর্কীত এই বক্তব্যগুলো আমাদের বিশ্বাস করা বা না করার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠে না। এগুলো সত্যই থাকে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি। আমাদের প্রাথমিক সাড়া হওয়া উচিত এগুলোকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা ও তার জন্য সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়া। যাহোক, সেই সব সত্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নির্ভর করে আমরা সেই সব সত্যের আলোকে কাজ করি বা না করি। ঈশ্বর ক্ষমাময় ঈশ্বর, তিনি ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ক্ষমার অভিজ্ঞতা নির্ভর করে আমি মন পরিবর্তন করে পাপের জন্য পাপ স্বীকার করে তা স্বীকার করি কি না এবং আমার পাপের ক্ষমার ভিত্তি স্বরূপ খ্রীষ্টের মৃত্যুকে গ্রহণ করি কি না। ঈশ্বর সম্বন্ধে ও তিনি কি করেছেন সেই বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে যা বলেছে তা শিশুর মত সরল মনে বিশ্বাস করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. সরাসরি যেসব শিক্ষা আছে তা পালন করার মধ্য দিয়ে: সরাসরি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের অনেক বিষয় বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আত্মিক অভিজ্ঞতার বিষয় যেমন জীবন, পরিত্রাণ ও পবিত্র জীবন যাপন। (এগুলো আসলে ৪ নং পয়েন্টরে থেকে পৃথক নয়, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের সরাসরি আদেশের ও কাজের কথা বলা হয়েছে)। এই সব শিক্ষা আসলে সরাসরি শিক্ষার বা আদেশের আদলে নেই কিন্তু যদিও এই সব আদেশের মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

দেখুন ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়, যেখানে খ্রীষ্টিয় ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একবারও সেখানে পৌল বলেন নি, "এরকম ভাবেই আপনাকে ভালবাসতে হবে।" তিনি সাধারণ ভাবে সেখানে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, "এই হল ভালবাসা বা প্রেম।" কিন্তু এখানে যে আবেদন ও

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দেওয়া

চ্যালেঞ্জ সরাসরি দেওয়া হয় নি তবুও তা খুবই শক্তিশালী। আমি তৎক্ষতাৎ বুঝতে পারি আমাকে সেরকম হতে হবে আর আমি যদি সেরকম হতে না পারি তবে আমার ঈশ্বরের সাহায্য চাইতে হবে যেন এই অধ্যায়ে প্রেমের যে ছবি বর্ণনা করা হয়েছে সেরকম হতে পারি। এ রকম শিক্ষায় আমার সাড়া কি রকম হওয়া উচিত? প্রথমত, এটা আমার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা এই হিসাবেই তা আমি তা গ্রহণ করব। এরপর এটি আমি পালন করতে চেষ্টা করব। এর মানে হল আমি ঈশ্বরের শক্তির খোঁজ করি।

আপনার পবিত্র বাইবেল বুঝতে পারা

ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে শিক্ষা করতে হয় তা শিক্ষার জন্য একজন পবিত্র বাইবেলের ছাত্রকে অনেক বিষয় দেখতে ও জানতে হয়। যাহোক, এত কিছু বলার পরে ও করার পরে এর প্রথম ও মূল দাবী হল ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুদার্থ হওয়া। আমি বা অন্য কোন লোক কেউই এই কাজটি আপনার জন্য করে দিতে পারে না। যদি আপনার ঈশ্বরের বাক্য জানার ও তার সত্য উপলব্দি করার জন্য প্রবল ইচ্ছা ও ক্ষুধা থাকে তবে পবিত্র বাইবেল অবশ্যই আপনাকে বার বার পাঠ করতে হবে যতক্ষণ না সেই সত্য আপনার অন্তর ভিজিয়ে দেয়।

একটি লাভজনক অধ্যয়ন পরিচালনা করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি সেই লোকের জন্য যার জানবার ক্ষুধা আছে। যদি আপনার মধ্যে এই অনুভূতি ও বিশ্বাসের অভাব থেকে থাকে যে, ঈশ্বরের বাক্য ১০০% সত্য ও ১০০% আপনার জীবনের জন্য দরকারী এবং এটি অধ্যয়ন করার জন্য যদি আপনার একটুক্ষণ মাত্র সময় আছে বা একটুও সময় নেই তবে দায়ূদের মতই ঈশ্বরের কাছে আপনার প্রার্থনা করা দরকার: "হে সদাপ্রভু, তুমি আমার মধ্যে খাঁটি অন্তর সৃষ্টি কর; আমার মন আবার স্থির কর" (গীতসংহিতা ৫১:১০)। ঈশ্বরকে বলুন দায়ূদের এই প্রার্থনা যেন তিনি আপনার জন্যও সত্যি করেন: "আমি তোমার নির্দেশ কত ভালবাসি! সারা দিন আমি তা ধ্যান করি" (গীতসংহিতা ১১৯:৯৭)। আপনি যেমন পড়ছেন তেমনি প্রার্থনা করুন আবার যেমন প্রার্থনা করছেন তেমনি পাঠ করুন।

তখনই আপনি জানতে পারবেন যে, আপনি যেমন অধ্যয়ন করছেন তখন আপনার এই সব অধ্যয়ন ঈশ্বরের প্রতি একটি সাড়া দাবী করে। এই অধ্যয়ন মাত্র পবিত্র বাইবেলের একটি ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস নয় কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি হওয়া। এখানে ঈশ্বর আপনার প্রতি ও তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতা, বিশ্বাস এবং ভালবাসার বৃদ্ধি চান এবং তিনি আপনাকে আপনার প্রতি পদক্ষেপে সাহায্য করবেন। সংক্ষেপে, আপনি তাঁর অনুগ্রহে পবিত্র বাইবেলকে উপলব্দি করতে ও বুঝতে পারবেন।

****